ব্যাচেলর অব এডুকেশন

ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং শিক্ষণ

Teaching Finance and Banking

EDBN 1433

রচনা

প্রফেসর মোঃ আব্দুল জাব্বার
জয়দেব কুমার কুণ্ডু
প্রদীপ কুমার সরকার
তানভীর মোঃ শামস

মূল্যায়ন

প্রফেসর মোঃ আব্দুল বারী
মোঃ রেজাউল করিম
রওশন আরা বেগম

সম্পাদনা

জয়দেব কুমার কুণ্ডু

স্কুল অব এডুকেশন

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং শিক্ষণ
EDBN 1433
বিএড প্রোগ্রাম

প্রধান সমন্বয়ক
মোঃ জহির উদ্দিন বাবর
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
টিচিং কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট-২ (টিকিউআই-২) ইন সেকেন্ডারি এডুকেশন প্রজেক্ট

সমন্বয়ক
রায়হানা তসলিম, উপ-প্রকল্প পরিচালক (প্রশিক্ষণ), টিকিউআই-২ প্রকল্প
ড. রেহেনা খাতুন, সহকারী প্রকল্প পরিচালক (প্রশিক্ষণ), টিকিউআই-২ প্রকল্প
কাজী সাখাওয়াৎ হোসেন, প্রকল্প কর্মকর্তা (প্রশিক্ষণ), টিকিউআই-২ প্রকল্প
রিজওয়ানুল হক, প্রকল্প কর্মকর্তা (প্রশিক্ষণ), টিকিউআই-২ প্রকল্প

সহযোগিতায়
প্রফেসর মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন, উপ-প্রকল্প পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), টিকিউআই-২ প্রকল্প
ড. সুধাংশু রঞ্জন রায়, সহকারী প্রকল্প পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), টিকিউআই-২ প্রকল্প
আবু সাঈদ মজুমদার, সহকারী প্রকল্প পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), টিকিউআই-২ প্রকল্প
রওশন আরা বেগম, সহকারী প্রকল্প পরিচালক (প্রশিক্ষণ), টিকিউআই-২ প্রকল্প
মাকসুদা বেগম, প্রকল্প কর্মকর্তা (প্রশাসন ও অর্থ), টিকিউআই-২ প্রকল্প
গাজী মোহাম্মদ নাজমুল হোসেন, হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, টিকিউআই-২ প্রকল্প

গ্রন্থস্বত্ব
শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষিত। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের লিখিত অনুমতি ব্যতীত এ বইয়ের সম্পূর্ণ বা আংশিক মুদ্রণ, পুনঃমুদ্রণ সংশোধিত আকারে প্রকাশ ও বিক্রয় নিষিদ্ধ। এ ক্ষেত্রে কপিরাইট আইন প্রযোজ্য। তবে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণামূলক কার্যক্রমে এ বই ব্যবহার করা যেতে পারে।

প্রথম মুদ্রন: ডিসেম্বর ২০১৮
পুন:মুদ্রন: মার্চ ২০২০

প্রচ্ছদ
কাজী সাইফদ্দীন আব্বাস

প্রকাশনায়
প্রকাশনা, মুদ্রণ ও বিতরণ বিভাগ
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর– ১৭০৫।

(স্মারক নম্বর: ৩৭.০০.০০০০.০৮২.১৪.০০৫.১৮.১০০ তারিখ: ৩১ জুলাই ২০১৯ ইংরেজি, ১৬ শ্রাবণ ১৪২৬ বাংলা অনুযায়ী অনুমোদনক্রমে TQI-II প্রকল্পের আওতায় প্রণীত জাতীয় বিএড প্রোগ্রামের পাঠ্যপুস্তক বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পুন:মুদ্রন করা হলো।)

ISBN: 978-984-34-0117-6

মুদ্রণে:

সূচিপত্র

ইউনিট	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নং
ইউনিট ১ :	**ব্যবসায় শিক্ষা এবং ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং**	**১-১৩**
১.১	ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং কী ?	১
১.২	ব্যবসায় নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টিতে ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং-এর গুরুত্ব	৪
১.৩	মাধ্যমিক স্তরের ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং শিক্ষণের উপাদানসমূহ	৫
১.৪	শিক্ষাক্রম , পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তক	৬
১.৫	প্রশ্নপত্র ও পরীক্ষা কার্যক্রম	৮
ইউনিট ২ :	**ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক**	**১৪-৩৩**
২.১	শিক্ষাক্রমের ধারণা, উৎপত্তি, প্রকৃতি ও পরিসর	১৪
২.২	মাধ্যমিক স্তরের ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং পাঠ্যপুস্তকের বৈশিষ্ট্য	২৪
২.৩	পাঠ্যপুস্তকের ধারণা,শিক্ষাক্রম ওপাঠ্যপুস্তক পর্যালোচনা	২৫
২.৪	শিখনফলের ধারণাও শিখনফল লেখার নিয়ম	৩০
ইউনিট ৩ :	**পাঠ পরিকল্পনা**	**৩৪-৫১**
৩.১	পাঠ পরিকল্পনার ধারণা ,পাঠ পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব	৩৪
৩.২	পঞ্চ সোপান ও ত্রি-সোপান পাঠ পরিকল্পনার উৎস এবং প্রণয়নের পূর্বশর্তগুলো	৩৮
৩.৩	ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং পাঠ পরিকল্পনার সোপানসমূহ	৪০
৩.৪	পাঠ পরিকল্পনার সক্রিয় অংশগ্রহণ ও শিখনফল প্রতিফলনের মাধ্যমে শিক্ষাদানের সফলতা মূল্যায়ন	৪৭
ইউনিট ৪ :	**শিক্ষা উপকরণ তৈরি, সংগ্রহ, উন্নয়ন ও ব্যবহার**	**৫২-৬৮**
৪.১	শিক্ষা উপকরণের ধারণা এবং প্রয়োজনীয়তা	৫২
৪.২	শিক্ষা উপকরণের শ্রেণিবিভাগ ও উৎসসমূহ (স্বল্পমূল্যে, বিনামূল্যে, সহজলভ্য, অপ্রতুল ও দুষ্প্রাপ্য)	৫৪
৪.৩	শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারের নিয়মাবলি, শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার,ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ	৫৬
৪.৪	শিক্ষা উপকরণব্যবহারের ক্ষেত্রে সমস্যা ও সমাধান	৬০
৪.৫	ফাইন্যান্স ও ব্যাংকিং বিষয়ের আইসিটি উপকরণএরজন্য বর্তমান উপযোগী শিক্ষা উপকরণসমূহের তালিকাপ্রস্তুত (এ্যসাইনমেন্ট)	৬১
ইউনিট ৫ :	**অর্থ ও ব্যাংকিং**	**৬৯-৭৮**
৫.১	অর্থের সময়মূল্য	৬৯
৫.২	শেয়ার, বন্ড ও ডিবেঞ্চার	৭১
৫.৩	মুদ্রা, ব্যাংক ও ব্যাংকিং	৭৩
ইউনিট ৬ :	**ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা**	**৭৯-৮৩**
৬.১	ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা	৭৯
৬.২	বাণিজ্যিক ব্যাংক ও তার পরিচিতি	৮০
৬.৩	কেন্দ্রীয় ব্যাংক	৮১

ইউনিট	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নং
ইউনিট ৭ :	**শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল**	**৮৪-১৩৫**
৭.১	পদ্ধতি ও কৌশলের ধারণা এবং পদ্ধতি ও কৌশলের শ্রেণিবিভাগ	৮৫
৭.২	অনুশিক্ষণপদ্ধতি	১০০
৭.৩	প্রদর্শন পদ্ধতি	১০৬
৭.৪	আলোচনাপদ্ধতি	১০৮
৭.৫	সমস্যা সমাধানপদ্ধতি	১০৯
৭.৬	প্রকল্প পদ্ধতি	১১১
৭.৭	অনুসন্ধান পদ্ধতি	১১৩
৭.৮	ডিজিটাল পদ্ধতি	১১৬
৭.৯	ছদ্মশিক্ষণ,সতীর্থ শিক্ষণ এবংসহযোগী শিক্ষণ	১২০
৭.১০	প্রশ্নোত্তর	১২৫
৭.১১	একক কাজ, দলীয় কাজ ও জোড়ায় কাজ এবংকার্যকর দল, ধারণা মানচিত্র, ভূমিকাভিনয়	১২৯
ইউনিট ৮ :	**প্রশ্নকরণ**	**১৩৬-১৬৭**
৮.১	প্রশ্নকরণ কী, উত্তম প্রশ্নের বৈশিষ্ট্য, প্রশ্নের শ্রেণিবিভাগ	১৩৬
৮.২	শিখন-শেখানো কার্যক্রমে প্রশ্নকরণের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা	১৪১
৮.৩	ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং বিষয়ের প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়সমূহ	১৪৫
৮.৪	ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং বিষয়ের MCQ ও CQ সৃজনশীল প্রশ্ন তৈরি (অ্যাসাইনমেন্ট)	১৪৮
৮.৫	মূল্যযাচাই এর ধারণা, ফলাবর্তনের ধারণা, নম্বর প্রদান এর ধারণা, নম্বর প্রদানের ক্ষেত্রে বিবেচ্যবিষয়সমূহ	১৫৪
	গ্রন্থপঞ্জী	**১৬৮-১৬৯**

ইউনিট-১ : ব্যবসায় শিক্ষা এবং ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং
(Business Education and Finance & Banking)

ব্যবসায় শিক্ষা শাখার ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং বিষয়টি শিক্ষাক্রম ২০১২ এ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখ আছে। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের আধুনিকায়নের সাথে সাথে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দিক বিবেচনায় আধুনিক বাণিজ্য ও ব্যবসায় প্রশাসনে 'ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং' এর বিশেষ ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। বিশ্বায়নের সাথে সাথে ব্যবসায় বাণিজ্য ও অর্থনীতির গতি প্রকৃতি ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে। এ পরিবর্তিত অবস্থায় প্রতিযোগিতামূলক পরিস্থিতিতে টিকে থাকতে হলে ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং বিষয়ের ধারণা অত্যন্ত জরুরি। ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব বিবেচনা করে এ বিষয়টিকে নবম ও দশম শ্রেণির শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং শিক্ষার প্রাথমিক ভিত তৈরিহবে। শিক্ষার্থীরা উচ্চতর শ্রেণিতে ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং অধ্যয়নে আগ্রহী হয়ে উঠবে। ফলে শিক্ষার্থীরা আত্মউদ্যোগী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণে এবং বাস্তব কর্মক্ষেত্রে অবদান রাখতে সক্ষম হবে। এই আধুনিক ও যুগোপযোগী শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থী ও এই বিষয়ের ভবিষ্যত পেশাজীবীরা দেশ-বিদেশের আর্থিক ও ব্যাংকিং জগতে কর্মদক্ষতার মাধ্যমে দেশের সুনাম বিস্তারের সাথে সাথে ব্যক্তিগত, পারিবারিক এবং সামাজিক জীবনে সফল আর্থিক ব্যবস্থাপনার সাক্ষর রাখতে পারবে। ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং বিষয়টি পাঠদানের উপযোগী করে শিক্ষকদের গড়ে তোলার জন্য বি এড শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এই ইউনিটের আলোচ্য বিষয়গুলি-

১.১ ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং কী?
১.২ ব্যবসায় নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টিতে ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং গুরুত্ব
১.৩ মাধ্যমিক স্তরের ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং শিক্ষণের উপাদানসমূহ
১.৪ শিক্ষাক্রম,পাঠ্যসূচি,পাঠ্যপুস্তক
১.৫ প্রশ্নপত্র ও পরীক্ষা কার্যক্রম

১.১ ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং কী ?

ফিন্যান্স ধারণা (Finance Concept)

অনেকেই কোনো নির্দিষ্ট প্রয়োজনে অর্থ সংগ্রহ করাকেই অর্থায়ন বলে থাকে। কিন্তু বাস্তবে শুধু অর্থ সংগ্রহের মধ্যেই অর্থায়নের ধারণা সীমাবদ্ধ নয়,অর্থ সংগ্রহের পাশাপাশি অর্থ ব্যবহার, সংরক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি কাজের সাথেও অর্থায়ন জড়িত। অর্থায়ন বা ইংরেজি Finance শব্দটি ল্যাটিন Fins শব্দ হতে এসেছে, যার আভিধানিক অর্থ হচ্ছে অর্থ সংগ্রহকরণ। অর্থায়ন শব্দটি সংকীর্ণ ও ব্যাপক- এ দু অর্থে ব্যবহৃত হয়। সংকীর্ণ অর্থে অর্থায়ন বলতে শুধু অর্থ সংগ্রহ করাকে বোঝায় আর ব্যাপক অর্থে অর্থ সংগ্রহ ও সংগৃহীত অর্থের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যাবলিকে বোঝায়।

অর্থায়ন বলতে আমরা বুঝি, অর্থ সংগ্রহ ও সংগ্রহিত অর্থের সুষ্ঠু সংরক্ষণ ও ব্যবহার এবং অর্থের সঠিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যাবলিকে বলা হয় অর্থায়ন।

অর্থায়নের প্রকারভেদ (Classification of Finance)

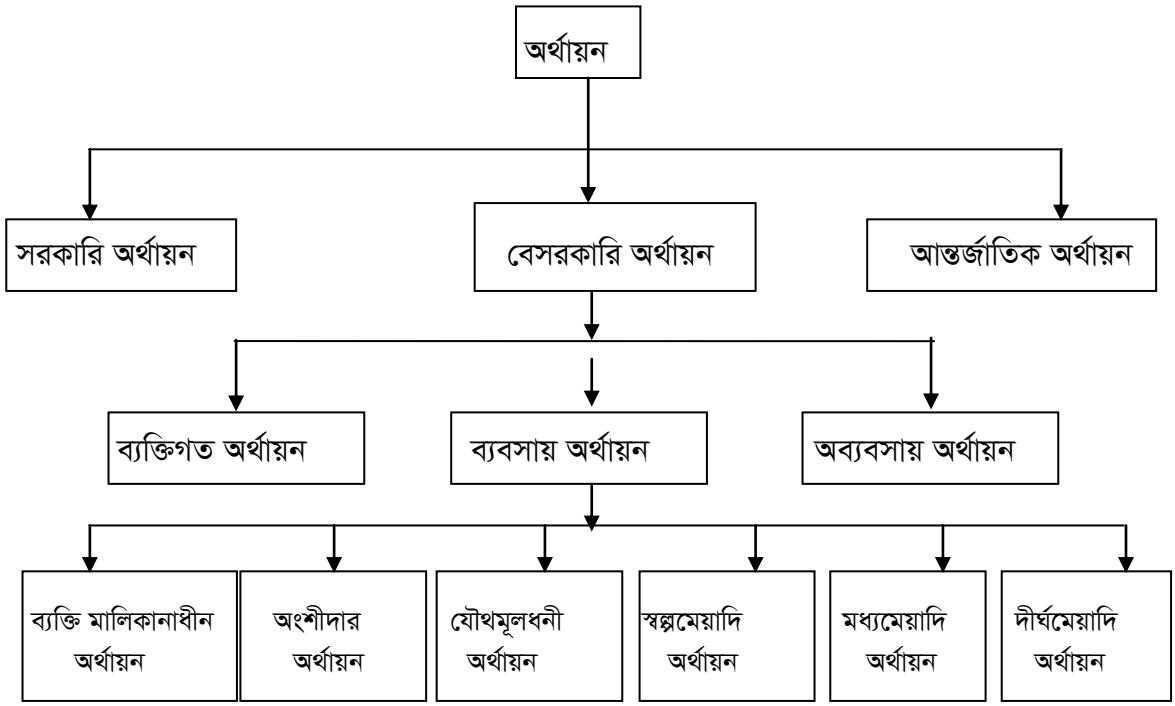

অর্থায়নের কার্যাবলি (Functions of Finance)

ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সুনির্দিষ্ট লক্ষ অর্জনের জন্য অর্থ সংগ্রহ থেকে শুরু করে অর্থ বিনিয়োগ, তহবিলের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, সম্পদ ব্যবস্থাপনা, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, মুনাফা বণ্টন প্রভৃতি অর্থায়নের কর্যাবলির অন্তর্ভুক্ত। একটি কোম্পানির অর্থায়ন সম্পর্কিত কার্যাবলি সম্পাদনের দায়িত্ব বর্তায় আর্থিক ব্যবস্থাপকের উপর। সুতরাং আর্থিক ব্যবস্থাপকের কার্যাবলিই অন্য কথায় অর্থায়নের কার্যাবলি হিসাবে বিবেচিত হয়। নিম্নে অর্থায়নের প্রধান কার্যাবলি উল্লেখ করা হলো:

- তহবিল সংগ্রহ
- মূলধন বাজেটিং সিদ্ধান্ত
- স্বল্পমেয়াদি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও
- তহবিল বন্টন

অর্থায়নের লক্ষ্য (Aims of Finance)

প্রতিটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বা ফার্ম কিছু সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে ব্যবসায় কার্য পরিচালনা করে। ফার্মের আর্থিক ব্যবস্থাপককে এসব লক্ষ্য অর্জনের জন্য বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। এসব সিদ্ধান্তের মধ্যে রয়েছে–

- বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত,
- অর্থায়ন সিদ্ধান্ত ও
- লভ্যাংশ সিদ্ধান্ত।

আর্থিক ব্যবস্থাপক এমনভাবে এসব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে যাতে করে ফার্মের মালিকদের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য ও সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পায়। সাধারণভাবে মালিকের আর্থিক সুবিধাই একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য হিসাবে গণ্য হলেও মালিকের আর্থিক সুবিধা কিভাবে সর্বাধিক হবে, এ সম্পর্কে দুটি ধারণা প্রচলিত আছে। ধারণা দুটি হলো-

- মুনাফা সর্বোচ্চকরণ (Profit Maximization) এবং
- সম্পদ সর্বোচ্চকরণ (Wealth Maximization) ।

ব্যাংকিং (Banking)

ব্যাংক শব্দের অর্থ ও উৎপত্তি (Background of Bank)

ইংরেজি Bank শব্দটি কবে, কোথায় এবং কিভাবে উৎপত্তি হয়েছে তা নির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব নয়। কারণ দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত ব্যাংকিং ইতিহাসের কোনো সঠিক ও ধারাবাহিক তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। যতটুকু সংগ্রহ করা হয়েছিল তা অনেকটা অনুমানভিত্তিক। অনেকে মনে করেন প্রাচীন ল্যাটিন ব্যাংকিং (Bank), ব্যাংকা (Banka), ব্যাংকাস (Bancus) ইত্যাদি শব্দের আধুনিক রূপই হলো আজকের Bank শব্দটি।

Bank শব্দটি উৎপত্তি সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা প্রচলিত মতবাদ হচ্ছে, ইটালির লোম্বার্ডি (Lombardy) নামক স্থানে অবস্থিত বাজারের মধ্যে ইহুদি ব্যবসায়িগণ লম্বা বেঞ্চ পেতে টাকা পয়সার লেনদেন করত। এ বেঞ্চ (Bench)-কে ইটালীয় ভাষায় Banco বলা হতো। টাকা পয়সা লেনদেনের কাজ যে বেঞ্চ বা Banco তে বসে সম্পন্ন করা হতো তার বিভিন্ন আঞ্চলিক নাম ছিল যথা: Banco, Banca, Banko, Bancus ইত্যাদি। এ শব্দগুলোর মধ্যে Banco শব্দটিই সর্বাধিক প্রচলিত ছিল। পরবর্তীকালে এ Banco হতেই Bank শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে ইংরেজি ভাষায় বলে মনে করা হয়। কোনো ব্যবসায়ী তার পাওনাদারদের চাহিদা পূরণ করতে ব্যর্থ হলে জনগণ বিক্ষুব্ধ হয়ে ব্যবসায়ীর বেঞ্চ (Bench) ভেঙে ফেলত। এ বেঞ্চ ভাঙা থেকে Bankrupt বা দেউলিয়া শব্দের উৎপত্তি হয়। ব্যাংক ইংরেজি শব্দ যার আভিধানিক অর্থ নদীর কূল , তীর বা কিনারা হলেও বর্তমানে ব্যাংককে অর্থ লেনদেনকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য করা হয়।

ব্যাংকের ধারণা (Concept of Bank)

আধুনিক কালে ব্যাংক বলতে অর্থ ও ঋণের ব্যবসায় নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানকে বোঝায়। ব্যাংক একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান যা অর্থের বা টাকার ব্যবসায় করে। কাপড়ের ব্যবসায়ি প্রতিষ্ঠান কাপড়ের, কসমেটিক ব্যবসায়ি কসমেটিক, মুদি ব্যবসায়ি মুদি সামগ্রি, মাছ ব্যবসায়ি মাছের ব্যবসায় করে। ঠিক তেমনি ব্যাংক করে অর্থের ব্যবসায়। ব্যাংক জনগণের নিকট হতে অর্থ সংগ্রহ করে তা পুনরায় ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট ঋণ হিসেবে প্রদান করে মুনাফা অর্জন করে। ব্যাংক উদ্বৃত্ত পক্ষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়গুলো আমানত হিসেবে গ্রহণ করে তা একত্রিত করে ঘাটতি পক্ষের নিকট ধার বা ঋণ হিসেবে প্রদান করে। ব্যাংক প্রধানত একটি মধ্যস্থকারবারী প্রতিষ্ঠান। এটি অর্থনীতির দুটি পক্ষ ঘাটতি পক্ষ ও উদ্বৃত্ত পক্ষকে একত্রিত করে। উদ্বৃত্ত পক্ষ বলতে জনগণ বা প্রতিষ্ঠানকে বোঝায় যার ব্যয়ের পর আয়ের একটি অংশ সঞ্চয় করে এবং ঘাটতি পক্ষ বলতে উদ্যোক্তা শ্রেণিকে বোঝায় যাদের কাছে বিনিয়োগ জন্য পর্যাপ্ত অর্থের অভাব আছে। আমানত সংগ্রহ ও ঋণদান ছাড়া ব্যাংক নিরাপদ সংরক্ষক, বিনিময় সংক্রান্ত কাজ অর্থাৎ চেক, ড্রাফট প্রভৃতির সাহায্যে লেনদেন সম্পাদনে সহায়তা করে।

১.২ ব্যবসায় নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টিতে ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং-এর গুরুত্ব
(Importance of Finance & Banking in Business Ethics)

Business Ethics : ইংরেজি Ethics শব্দের বাংলা প্রতি শব্দ হলো নীতিশাস্ত্র বা নীতিবিদ্যা। শব্দটি গ্রীক শব্দ Ethos হতে এসেছে। Ethos শব্দের অর্থ হলো রীতি নীতি বা অভ্যাস। তাই নীতি বিদ্যাকে মানুষের রীতি নীতি বা অভ্যাস সম্পর্কীয় বিজ্ঞানও বলা হয় । এ সম্পর্কে উইলিয়াম লিলি বলেন, "দৈনন্দিন কথা বার্তা, ভালো, ঠিক, উচিত প্রভৃতি যে শব্দ অহরহ ব্যবহৃত হয় তার যথার্থ অর্থ কি এ জাতীয় প্রশ্ন নিয়েই নীতি-বিদ্যা আলোচনা করে"। মানুষের রীতি নীতি ও আচার আচরণের কোনটি ভালো কোনটি মন্দ তা নীতিমালা নির্ধারণ করে।

এ সম্পর্কে Weygandt, Kieso & Kimmel বলেন æ The standards of conduct by which one's actions are judged as right or wrong, honest or dishonest, fair or not fair are ethics".-

আর ব্যবসায় নৈতিকতা হলো নীতি বিদ্যা ও নীতি শাস্ত্রের যে অংশ ব্যবসায়ের কোনো কাজ করা উচিত বা কেমন আচরণ প্রদর্শন করা উচিত এবং কোন কাজ বা আচারণ করা বা প্রদর্শন করা উচিত নয় তা নিয়ে আলোচনা করে।

এ সম্পর্কে Batrol ও Martin বলেন " Managerial Ethics are standards of conduct and moral judgment used by managers of organizations on carrying out their business."

আবার এ সম্পর্কে C.D. Walton বলেন, ব্যবসায় নীতিবোধ মূলত সত্য ও ন্যায় বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত। এরূপ নীতিবোধের বিভিন্ন দিক রয়েছে । যার মধ্যে দেশের ভিতরে ও বাইরে সামাজিক প্রত্যাশা পূরণ, নির্দোষ প্রতিযোগিতা ও বিজ্ঞাপন সংযোগ বজায় রাখা, সামাজিক দায়িত্ব পালন করা এবং ব্যাংক আমানত কারী এবং ব্যাংকিং লেনদেনে ভোক্তাদের স্বাধীনতার প্রতি সম্মান প্রদর্শণ ও সকলের সাথে যথার্থ আচারণ উল্লেখযোগ্য। উপরোক্ত আলোচনা হতে এ কথা বলা যায় যে, ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং ঐ সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা করে যা একজন ব্যবসায়ী বা একজন ব্যাংকার বা একজন অর্থ ব্যবস্থাপকের কি করা উচিত বা উচিত নয়। এর সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিদের বর্তমানে ব্যবসায় বা ব্যাংকার শুধুমাত্র ক্রয় বিক্রয় বা আর্থিক লেনদেনের সাথে জড়িত নয়। একজন ব্যবসায়ী বা একজন ব্যাংকার এর বাইরেও অনেক কাজ করে থাকেন যা সমাজের জন্য কল্যাণকর এবং রাষ্ট্রিয় শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য মঙ্গলজনক। এ সকল কাজকে সামাজিক দায়িত্ব বলা হয়।

ব্যবসায় নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টিতে নিম্নোল্লিখিত বিষয়সমূহের উপর গুরুত্ব দিতে হবে

- ব্যবসায়কে একটি মহৎ পেশা হিসেবে গ্রহণ করা
- সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য অমঙ্গলজনক ও অবৈধ ব্যবসায় না করা
- সততা বজায় রাখা
- অর্জিত ব্যবসায়িক সুনামকে বজায় রাখতে সচেষ্ট থাকা

- যথাযথভাবে হিসাব সংরক্ষণ করা
- ক্ষতিকর পণ্য উৎপাদন ও বিপণন না করা
- গ্রাহকদের সাথে প্রতারণা না করা
- মানসম্মত পণ্য ও সেবা উৎপাদন ও সরবরাহ করা
- মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য-দ্রব্য বিক্রি না করা
- কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি না করা
- বিভিন্ন ব্যবসায়িক ও শিল্প আইন এবং আর্ন্তজাতিক আইন মেনে চলা
- শ্রমিক-কর্মচারিদের উপযুক্ত মজুরি ও বেতন যথাসময়ে দেওয়া।

১.৩ মাধ্যমিক স্তরের ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং শিক্ষণের উপাদানসমূহ
(Components of Teaching Finanace & Banking in Secondary level)

মাধ্যমিক স্তরের ফিনান্স ও ব্যাংকিং শিক্ষার জন্য মাধ্যমিক পর্যায় বাণিজ্য বিভাগ চালুকরণ করতে হবে এবং বাণিজ্য বিভাগের জন্য বাণিজ্যের ডিগ্রি প্রাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ, প্রশিক্ষকের ব্যবস্থা এবং ছাত্র/ছাত্রীদের হাতে কলমে প্রশিক্ষণের জন্য তাদের বিভিন্ন ব্যাংক, বিমা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও বৃহৎ কোম্পানির সাথে সংযুক্ত করে খণ্ডকালীন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

মাধ্যমিক স্তরের ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং শিক্ষণের উপাদানসমূহ হলো-

- শিক্ষানীতি ২০১০
- শিক্ষাক্রম২০১২
- সিলেবাস
- পাঠ্যবই
- বিষয়বস্তু
- পাঠপরিকল্পনা
- শিখনফল
- উপকরণ
- শিখন-শেখানো কার্যক্রম
- মূল্যায়ন
- পরীক্ষা

১.৪ শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তক
(Curriculum,Syllabus and Textbook)

২০১০ শিক্ষানীতি অনুসারে ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং শিক্ষণের ক্ষেত্রে শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তক সম্পর্কে উল্লেখ আছে যে, শিক্ষার মূল প্রাণবিন্দু শিক্ষাক্রম। তাই শিক্ষাক্রমে জাতীয় আদর্শ, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সমকালীন চাহিদার প্রতিফলন ঘটবে এটা যেমন প্রত্যাশিত, তেমনি শিক্ষার্থীদের বয়স, মেধা ও গ্রহণ ক্ষমতা অনুযায়ী শিক্ষাক্রম প্রণীত হবে এটাও কাঙ্ক্ষিত। যেহেতু একটি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা দেশের বিরাজমান আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা, দীর্ঘদিনের লালিত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, ধর্মীয় বিশ্বাস, নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের ওপর গড়ে ওঠা বাঞ্ছনীয় তাই পরিকল্পিত শিক্ষা ব্যবস্থার শিক্ষাক্রমে এগুলোর প্রতিফলন সুনিশ্চিত করা হবে। মূলত শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গি, দক্ষতা ও কাঙ্ক্ষিত আচরণিক পরিবর্তনের মাধ্যমে একটি দক্ষ, দেশ প্রেমিক, আত্মনির্ভরশীল, নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন, শ্রমনিষ্ঠ সুনাগরিক জনগোষ্ঠী গড়ে তোলাই শিক্ষার লক্ষ্য। তাই শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তকের গুরুত্ব অপরিসীম। শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনের উপযোগী শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করা হবে। আর সেই শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির আলোকেই রচিত হবে পাঠ্যপুস্তক। পুস্তক প্রণয়নের ক্ষেত্রে লক্ষ রাখা হবে যে প্রকৃত শিক্ষা যেন জীবন ঘনিষ্ঠ হয় এবং তা শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেশপ্রেম, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় অনুপ্রাণিত করে এবং চিন্তাশক্তি, কল্পনাশক্তি, অনুসন্ধিৎসা ও সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটাতে সহায়ক হয়।

কৌশল

ক. শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি

- প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে নির্ধারিত বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে শিক্ষাক্রম পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যবই হবে এক ও অভিন্ন। সব রকম প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় তা অনুসরণ ও বাস্তবায়ন করবে।
- সর্বস্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচিতে সামাজিক, মানবীয় এবং নৈতিক মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটবে।
- প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরসহ শিক্ষার প্রতিটি স্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচিতে ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট, চেতনা ও সঠিক ইতিহাস এবং দেশে বিরাজমান পারিপার্শ্বিকতা, মাতৃভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাসের প্রতিফলন ঘটবে।
- প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম দেশজ আবহের পরিপ্রেক্ষিতে জীবনঘনিষ্ঠ ও অত্যাবশ্যক শিখনক্রমের (Essential learning continuum) ভিত্তিতে রচিত হবে।
- জ্ঞান, দক্ষতা অর্জন এবং মানবিক মূল্যবোধকে উজ্জীবিত করে যেন দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটে শিক্ষা প্রক্রিয়ায় তার ব্যবস্থা থাকবে এবং আত্মকর্মসংস্থান ও শ্রমের প্রতিশিক্ষার্থী যেন আগ্রহী হয় এবং শ্রমের মর্যাদা উপলব্ধি করতে পারে তার প্রতিফলন ঘটানো হবে।
- স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে শিক্ষার্থীর জ্ঞান যাতে সৃজনশীলতা ও মুক্তচিন্তা উৎসাহিত করে এবং নূতন নূতন গবেষণা কাজে উদ্বুদ্ধ করে শক্ত ভিতের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে সাবলীলভাবে এগিয়ে যেতে পারে সেই লক্ষ্য সামনে রেখে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির প্রয়োজনীয় পুনর্বিন্যাস করা হবে।

খ. পাঠ্যপুস্তক

- সকল স্তরের পাঠ্যপুস্তকে উপযুক্ত ক্ষেত্রসমূহে ভাষা আন্দোলন, স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট, মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা অর্জনে জাতীয় নেতৃবৃন্দের অবদান, চেতনা, সঠিক ইতিহাস এবং বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের বীরত্ব কাহিনী যথার্থ উপায়ে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।
- প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য পাঠসহায়ক সামগ্রীর মুদ্রণ ও প্রকাশনা বিভাগ পর্যায়ক্রমে বিকেন্দ্রীকরণ করা হবে।
- প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের জন্য শ্রেণী ও বিষয়ভিত্তিক সকল পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, মুদ্রণ, প্রকাশও বিনামূল্যে যথাসময়ে বিতরণে অনুসৃত নীতি অব্যাহত থাকবে।
- প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তককে আকর্ষণীয় ও সুন্দরভাবে মুদ্রণ ও যথাযথভাবে সঠিক সময়ে বিনামূল্যে বিতরণের ব্যবস্থা করা হবে।
- জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত বইয়ের লেখকদের এককালীন সম্মানী প্রদান করা হবে। বিভিন্ন বিষয়ে যোগ্য লেখকদের বই লিখার জন্য উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বিশেষ সম্মানী ও স্বীকৃতির ব্যবস্থা করা হবে।
- উচ্চশিক্ষার জন্য নির্ধারিত পুস্তক এবং উন্নতমানের সৃষ্টিশীল ও গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রকাশের জন্য প্রকাশকদের উৎসাহিত করা হবে।
- পাঠ্যপুস্তক উন্নয়ন, পরিমার্জন ও সংস্কার সাধনের জন্য মৌলিক ও বাস্তবভিত্তিক গবেষণা, কর্মপরিকল্পনা ও গবেষণালব্ধ ফলাফল প্রয়োগ এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম সমন্বয় কমিটির দিকনির্দেশনা গ্রহণ করা হবে।
- পাঠ্যপুস্তক পরিমার্জন ও উন্নয়নের ধারাবাহিক প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে।
- স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষার সঠিক বিকাশ, ক্রমঅগ্রগতি ও জ্ঞানের আধুনিকতাকে বিবেচনায় রেখে পাঠ্যপুস্তক ও রেফারেন্স বই নির্বাচন করা হবে।
- প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক ও রেফারেন্স বই যাতে সহজে শিক্ষার্থীরা পেতে পারে তার ব্যবস্থা করা হবে। এজন্য গ্রন্থাগার উন্নয়ন ও গ্রন্থাগারে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে।

গ. পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের নীতিমালা

- বিষয়ভিত্তিক পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের যে নির্দেশনা বর্তমান শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচিতে রয়েছে বাস্তবতার আলোকে তা পরিবর্তন করা হবে।
- পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির প্রতিটি বিষয়ে পাঠ্যপুস্তক রচনার যে নীতিমালা নির্দেশ করা হয়েছে, সে অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের ধারা অব্যাহত রাখা হবে।

ঘ. জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

- জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডকে পেশাগত দক্ষতাসম্পন্ন ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লোকবল দিয়ে সমৃদ্ধ করা হবে।
- শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক উন্নয়নে দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, দক্ষ, অবসরপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞগণের মধ্য থেকে উপদেষ্টা নিয়োগ করা হবে।

১.৫ প্রশ্নপত্র ও পরীক্ষা কার্যক্রম (Question paper and Examination)

প্রশ্নপত্র

জানা বা অজানা বিষয় জানার জন্য জিজ্ঞাসাসূচক অভিব্যক্তিকে প্রশ্ন বলা হয়। যখন কোনো পত্রে জানা বা অজানা বিষয় জানার জন্য জিজ্ঞাসাসূচক অভিব্যক্তি উপস্থাপন করা হয় তাকে প্রশ্নপত্রবলা হবে।

"A question is any sentence which has an interrogative form or function". অর্থাৎ প্রশ্নবোধক রূপ অথবা কাজ সংবলিত বাক্যকে প্রশ্ন বলা হয়।

আমাদের শিখন-শিক্ষণ প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য প্রশ্নকরণ একটি কার্যকরী যাচাই কৌশল। ক্ষেত্রবিশেষে শিক্ষার্থীদের কাছে তথ্য পরিবহন এবং শিক্ষার্থীরা কী করবে ও কেমন করে করবে তার নির্দেশনার উল্লেখযোগ্য একটি মাধ্যম হ'ল প্রশ্নকরণ। অন্যদিকে শিক্ষার্থীর কাছে আমরা যখন কোনো বিষয় সম্বন্ধে জানতে চাই তখনই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি। এভাবে প্রশ্নবোধক কোনো বাক্যকে আমরা প্রশ্ন বলতে পারি।

প্রশ্নকরণের উদ্দেশ্য (Objectives)

শ্রেণীশিক্ষণে শিখন-শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় মৌখিক প্রশ্নকরণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সাধারণভাবে আমরা মনে করি, শিক্ষার্থীর অর্জন যাচাই করাই প্রশ্নকরণের উদ্দেশ্য। কিন্তু শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীর উদ্দেশ্যে আপনি যখন প্রশ্ন করেছেন তখন দেখেছেন বিষয়বস্তুর উপর শিক্ষার্থী অর্জন যাচাই করা শুধু নয়, প্রশ্নকরণের আরও অনেক উদ্দেশ্য আছে। নিচে প্রশ্নকরণের নানাবিধ উদ্দেশ্য উল্লেখ করা হলো-

- অর্জন যাচাই করা।
- প্রশ্ন সরাসরি উদ্দেশ্য পূরণের জন্য।
- শিক্ষার্থীর মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করার জন্য।
- সক্রিয় করা।
- শিক্ষার্থীর প্রস্তুতি যাচাই করার জন্য।
- শিক্ষার্থীর মধ্যে বিশ্লেষণধর্মী চিন্তনের দক্ষতা ও অনুসন্ধানের আচরণ বৃদ্ধি করার জন্য।
- পূর্ববর্তী পাঠের রিভিউ এবং সারাংশ তৈরি করার জন্য।
- অগ্রগতি জানার প্রয়োজনে ।
- বিভিন্ন তথ্যের মধ্যে নতুন সম্বন্ধ উন্মোচন করে শিক্ষার্থীর অন্তর্দৃষ্টি লালন করার জন্য।
- পাঠের নির্ধারিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কতটা অর্জিত হলো তা পরিমাপ করার জন্য।
- শিক্ষার্থীকে স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে জ্ঞান চর্চায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য শ্রেণীকক্ষে প্রশ্ন করা হয়।

উত্তম প্রশ্নপত্র (Good Question paper)

অর্জন যাচাই করাই প্রশ্নকরণের উদ্দেশ্য হলেও সব ধরনের প্রশ্নের মাধ্যমে উদ্দেশ্য যাচাই সম্ভব নাও হতে পারে । এর জন্য প্রয়োজন উত্তম প্রশ্ন। আপনি যদি ভাল শিক্ষকের গুণাবলি অর্জন করতে চান, তবে অবশ্যই আপনাকে প্রশ্নকরণ কৌশল অর্জন করতে হবে। আপনার উত্তম প্রশ্নকরণ দক্ষতা থাকলে তা প্রয়োগ করে সহজেই শিক্ষার্থীর সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন করতে পারবেন। শ্রেণীকক্ষে আপনি নানা ধরনের প্রশ্ন করবেন, শিক্ষার্থীর বয়স, মেধা, অভিজ্ঞতা ইত্যাদি তো আছেই সেইসাথে বিষয়বস্তুও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট যাবতীয় বিষয়সমূহের উপর নির্ভর করে প্রশ্ন করা, উত্তম প্রশ্নকরণের প্রধান শর্ত। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীর উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করার পূর্বে আপনাকে নিশ্চিত হতে হবে যে আপনার প্রশ্ন যেন মূল উদ্দেশ্যের পরিপন্থি না হয়,সেইসাথে শিক্ষার্থীর সক্রিয় শিখনে কার্যকরী ভূমিকা রাখবে। তখনই সে প্রশ্নকে ভালো বা উত্তম প্রশ্ন বলা হবে। ভালো প্রশ্নের বৈশিষ্ট্যসমূহ-

- তথ্যের মূলভাব বহন করে।
- সুগঠিত এবং সহজবোধ্য হবে।
- শিক্ষক নির্দেশিত বিষয় সম্পর্কিত হবে। ।
- শিক্ষার্থীর পূর্ব ও বর্তমান অভিজ্ঞতার সাথে সমন্বিত হবে।
- সুনির্দিষ্ট, অর্থবোধক ও সুনিয়ন্ত্রিত হবে।
- শিখন ত্বরান্বিত করে।
- শিক্ষাথীর বুদ্ধি ও সামর্থভুক্ত হবে। ।
- উৎসাহব্যঞ্জক ও সঠিক উত্তর বহন করে।
- শিক্ষার্থীর আত্মবিকাশের সুযোগসমৃদ্ধ হবে।

পরীক্ষা কার্যক্রম (Examination)

২০১০ শিক্ষানীতি অনুসারে ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং শিক্ষণের ক্ষেত্রে পরীক্ষা পদ্ধতি বা শিক্ষার্থীর শিক্ষার মান যাচাই বা শিক্ষার মূল্যায়ন পদ্ধতির মৌলিক পরিবর্তন করতে হবে। এজন্য ক্লাস রুমের শিক্ষাকে সম্পূর্ণ সফল করতে হবে। শিক্ষার্থীদের তথাকথিত নোট বই, প্রাইভেট টিউশিন প্রভৃতি অনাকাঙ্খিত আপদ থেকে মুক্তি দিতে হবে। পরীক্ষা হবে শান্তিপূর্ণ, নিরাপদ ও স্বাভাবিক পরিবেশে, পরীক্ষাকে শিক্ষার্থীরা ভীতিকর মনে করবে না, বরং আনন্দময় উৎসব হিসেবে গ্রহণ করবে। পরীক্ষাকে পরীক্ষার্থীরা তার শিক্ষাজীবনের সার্থকতার মূল্যায়ন ও স্বীকৃতি হিসাবে আনন্দের সাথে গ্রহণ করবে। সার্বিক শিক্ষা জীবনকেই আকর্ষণীয়,নিরাপদ ও আনন্দময় করে তুলতে হবে। এ রকম পরিবেশই আমাদের লক্ষ্য ও কাম্য।

সরকার পাবলিক পরীক্ষাসমূহ পরিচালনার জন্য পাবলিক পরীক্ষা আইন প্রবর্তিত করেছে যা The Public Examinations (Offences) Act 1980 (Amanded 1992) সময়ের চাহিদার প্রেক্ষিতে মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বিদ্যমান আইন সংশোধনের জন্য ওয়েবসাইটে মতামত গ্রহণ করার মাধ্যমে প্রক্রিয়াধীন

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, সরকার পাবলিক পরীক্ষাসমূহ পরিচালনার জন্য বিদ্যমান আইন The Public Examinations (Offences) Act 1980 (Amended 1992) সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বিদ্যমান আইনটি সংশোধনের বিষয়ে সুচিন্তিত মতামত পাওয়া গেলে তা পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক গ্রহণ করা হবে।

এমতাবস্থায়, The Public Examinations (Offences) Act 1980 (Amended 1992) অধিকতর সংশোধনের বিষয়ে কোন মতামত থাকলে তা আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ তারিখের মধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ই-মেইল info@moedu.gov.bd-এ অথবা হার্ড কপি সরাসরি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

(মোঃ এনামুল কাদের খান)
উপ-সচিব
ফোন ঃ ৯৫৭৬৭৮০/৯৫৪০৩০২

পরীক্ষা ও মূল্যায়ন (Examination & Evaluation)

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

২০১০ শিক্ষানীতি অনুসারে ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং শিক্ষণের ক্ষেত্রে পরীক্ষা ও মূল্যায়ন একটি বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা যার সাহায্যে শিক্ষার সামগ্রিক উদ্দেশ্য অর্জনে শিক্ষার্থী কতটাসফল হয়েছে তা নিরূপিত হয়। শিক্ষার্থীর আচরণের যে দিকগুলো তার সার্বিক ব্যক্তিত্ব বিকাশে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে শিক্ষাবিদগণ চিহ্নিত করেছেন সেগুলো হলো – জ্ঞানার্জন সম্পর্কিত, অনুভূতি সম্পর্কিত ও মনন সম্পর্কিত। এই তিন প্রকার আচরণের মধ্যে আমাদের দেশের স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচলিতমূল্যায়ন পদ্ধতিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রথমটি মূল্যায়ন করা হয়। এটি আরো কার্যকরভাবে মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। এছাড়া মূল্যায়নে শিক্ষার্থীর অন্য দুটি দিকও যাচাই করার জন্য যথাযথ নিয়মনীতি তৈরি করা আবশ্যক।

পরীক্ষা ও মূল্যায়নের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

(Aims & Objectives of Examination and Evaluation)

২০১০ শিক্ষানীতি অনুসারে ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং শিক্ষণের ক্ষেত্রে বলা আছে–

- মুখস্থ বিদ্যানয় বরং শিক্ষার্থী বিষয়বস্তুকে কতটুকু আত্মস্থ করতে পেরেছে তা মূল্যায়নের লক্ষে সৃজনশীল পদ্ধতি চালু।
- পরীক্ষা ও মূল্যায়নের স্তর, পদ্ধতি এবং সকল ধারার জন্য অভিন্ন কৌশল অনুসরণের নিয়মনীতি নির্ধারণ ।
- যথাযথ মূল্যায়নের জন্য পাঠ্যপুস্তক, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করার নিয়মকানুন নির্ধারণ এবং প্রশ্নকর্তা ও পরীক্ষার্থীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের তা বুঝতে পারার উপায় নির্ধারণ এবং তাদের সচেতন করা।

কৌশল

- শিক্ষার সকল স্তরে জ্ঞানার্জন মূল্যায়ন যাতে যথার্থ হয় সেদিকে যথাযথ নজর দেয়া হবে। পরীক্ষাপদ্ধতিকে আরো কার্যকর করতে হবে।

- ধারাবাহিকভাবে শিক্ষার্থীদের অনুভূতি ও মনন সম্পর্কিত বিকাশ মূল্যায়ন করার পদ্ধতি নিরূপণের ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কার্যক্রম হাতে নিতে হবে।

- প্রচলিত পদ্ধতিতে মূলত মুখস্থবিদ্যা মূল্যায়িত হয়। এটি প্রকৃত মূল্যায়ন হতে পারে না। আসলেমুখস্থ বিদ্যা নয় বরং বিষয়বস্তুকে কতটুকু আত্মস্থ করা হয়েছে তার মূল্যায়ন করা গেলেই শিক্ষার প্রকৃত মূল্যায়ন করা হবে। বর্তমানে যে সৃজনশীল পদ্ধতি চালু রয়েছে সেটি আত্মস্থ করা বিদ্যামূল্যায়নের একটি প্রক্রিয়া। এই পদ্ধতির কার্যকর প্রয়োগ নির্ভর করবে উদ্দেশ্যের সঙ্গে মিল রেখে যথাযথ পাঠ্যপুস্তক, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করার নিয়ম-কানুন নির্ধারণ করা এবং প্রশ্নকর্তা ও পরীক্ষার্থীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের তা যথাযথভাবে বুঝতে পারার ওপর। কাজেই এ বিষয়ে যথাযথ পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, নিয়ম-কানুন নির্ধারণ এবং সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যে এ বিষয়ে সচেতনতা ও জ্ঞান সৃষ্টিকরার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

- দশম শ্রেণী শেষে জাতীয় ভিত্তিতে পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এই পরীক্ষার নাম হবে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (SSC) পরীক্ষা এবং এই পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বৃত্তি প্রদান করা হবে। দ্বাদশ শ্রেণীর শেষে আরো একটি পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে, এর নাম হবে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট (HSC) পরীক্ষা। উভয় পরীক্ষা হবে সৃজনশীল পদ্ধতিতে এবং পরীক্ষার মূল্যায়ন হবে গ্রেডিং পদ্ধতিতে। উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে উচ্চশিক্ষার জন্য বৃত্তি প্রদান করতে হবে।

- মাদরাসার ক্ষেত্রে জুনিয়র দাখিল, দাখিল ও আলিম পরীক্ষায় সকল ধারার জন্য আবশ্যিক বিষয়সমূহে অন্যান্য ধারার সঙ্গে অভিন্ন প্রশ্নপত্র অনুসরণ করতে হবে।
- মাধ্যমিক পর্যায়ে ব্যবহারিক পরীক্ষার যথাযথ মূল্যায়নের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- মাধ্যমিক পর্যায়ের পাবলিক পরীক্ষায় কোনো শিক্ষার্থী এক বা দুই বিষয়ে অকৃতকার্য হলে তাকে সে বিষয়ে/ বিষয় দু'টিতে দু'বার পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হবে। শিক্ষাক্রম ওপাঠ্যসূচি পরিবর্তিত হলে পুরাতন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুযায়ী উক্ত প্রার্থীকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হবে, তবে কোনো অন্তর্বর্তীকালীন পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা যাবে না।
- প্রান্তিক ও পাবলিক পরীক্ষাসমূহের তারিখ একাডেমিক বছর শুরু হওয়ার আগেই নির্ধারণ করা হবে এবং তা অনুসরণ করতে হবে।
- প্রধান পরীক্ষক, পরীক্ষক ও প্রশ্ন পরিমার্জনকারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।
- পরীক্ষকদের নিকট থেকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উত্তরপত্র পাওয়ার নিশ্চয়তা বিধান থাকবে এবং যথাসময়ে উত্তরপত্র মূল্যায়নের ব্যর্থতার জন্য শাস্তির বিধান করা হবে। উত্তরপত্র মূল্যায়নের সম্মানী যুগোপযোগী করতে হবে।
- গাইড বই, নোট বই, প্রাইভেট টিউশন ও কোচিং প্রভৃতির ফলে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা গ্রহণ প্রক্রিয়া ও শিক্ষার মান অর্জন বিশেষ বিঘ্নিত হচ্ছে। এগুলো বন্ধ করার উদ্যোগ নেওয়া হবে। যারা গাইড বই ও নোট বই তৈরি ও সরবরাহ করবে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। যে সকল শিক্ষক দায়িত্ব পালনে গাফিলতি করবেন তাঁদের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তাছাড়া গাইড বই, নোট বই ও কোচিং-এর অপকারিতা সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের সচেতন করতে হবে।
- পরীক্ষায় নকল প্রবণতা রোধকল্পে শিক্ষক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপকদের আরো উদ্যোগী হতে হবে। এই বিষয়ে সময় সময় সংশ্লিষ্ট সকলকে সচেতন করতে হবে। বিশেষ করে শিক্ষার্থীদের নকলের পরিণতি সম্বন্ধে সতর্ক করার লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো আলোচনা সভা ও প্রকাশনার আয়োজন করা। যারা নকল করবে এবং যারা সাহায্য করবে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে।
- গ্রেডিং পদ্ধতি চালু করার পর মেধা তালিকা নেই। তবে স্নাতক (সাধারণ এবং অনার্স) পর্যায়ে যারাগড়ে সর্বোচ্চ গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ হবে তাদের স্বীকৃতির ব্যবস্থা করতে হবে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরেও বিশেষ স্বীকৃতির ব্যবস্থা করতে হবে। গ্রেডিং পদ্ধতিতে উত্তরপত্র মূল্যায়ন আরো কার্যকর করার লক্ষ্যে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রশ্নমালা

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং কী?

২। শিক্ষাক্রম,পাঠ্যসূচি,পাঠ্যপুস্তক বলতে কী বোঝায়?

৩। ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং শিক্ষণের উপাদানসমূহ উল্লেখ করুন।

৪। প্রশ্নপত্র/অভীক্ষা বলতে কী বোঝায়?

৫। প্রশ্নপত্রের বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করুন।

৬। পরীক্ষা কার্যক্রম কী?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। ব্যবসায় নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টিতে ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং-এর গুরুত্ব বর্ণনা করুন।

২। উত্তম প্রশ্নপত্রের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন ।

৩। উত্তম প্রশ্নপত্র প্রণয়নে একজন শিক্ষকের বিবেচ্য বিষয়সমূহের তালিকা তৈরি করুন।

৪। পরীক্ষা ও মূল্যায়নের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য উল্লেখ করুন।

৫। আপনার প্রতিষ্ঠানে পরিচালিত পরীক্ষা পদ্ধতির নিয়মাবলি লিখুন।

ইউনিট ২ : ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক

(Curriculum and Textbook Of Finance & Banking)

শিক্ষার কোনো একটি নির্দিষ্ট স্তরে শিক্ষার্থীর মধ্যে জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য পূর্ব পরিকল্পনা প্রয়োজন। এ পূর্ব পরিকল্পনা থেকেই শিক্ষাক্রমের ধারণার উদ্ভব হয়েছে। শিক্ষাক্রম হলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত এমন সব সুগঠিত ও সুবিন্যস্ত কর্মতৎপরতার অনুক্রম যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের যথোপযুক্ত শিখন অভিজ্ঞতা প্রদান করা হয়। এর ফলে তাদের আচার-আচরণ ওমনোভাবে সমাজ কর্তৃক গ্রহণযোগ্য ও বাঞ্ছনীয় পরিবর্তন আসে। এখানে, উল্লেখ্য পৃথিবীর অনেক দেশেই প্রতিষ্ঠান নিজস্ব শিক্ষাক্রম তৈরি করে থাকে। আবার অনেক দেশে কেন্দ্রীয়ভাবে শিক্ষাক্রম তৈরি করা হয়ে থাকে। আমাদের দেশে কেন্দ্রীয়ভাবে শিক্ষাক্রম তৈরি করা হয়। তবে সব দেশেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে।

এই ইউনিটের আলোচ্য বিষয়গুলি-

২.১ শিক্ষাক্রমের ধারণা,উৎপত্তি, প্রকৃতি ও পরিসর
২.২ মাধ্যমিক স্তরের ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং পাঠ্যপুস্তকের বৈশিষ্ট্য
২.৩ পাঠ্যপুস্তকের ধারণা, শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকপর্যালোচনা
২.৪ শিখনফলের ধারণা ও লেখার নিয়ম

২.১ শিক্ষাক্রমের ধারণা, উৎপত্তি, প্রকৃতি ও পরিসর

(Background, Nature & Range Of Curriculum)

শিক্ষাক্রমের ধারণা ও উৎপত্তি

শিক্ষাক্রম বা 'কারিকুলাম' শব্দটির ল্যাটিন শব্দ থেকে উৎপত্তি হয়েছে Currere থেকে। 'Currere' শব্দের অর্থ হলো 'Course of study'। আবার কেউ কেউ মনে করেন যে, ল্যাটিন শব্দ 'Currer' থেকে কারিকুলাম এসেছে।এই 'Currer' শব্দের অর্থ হলো 'ঘোড় দৌড়ের পথ'। শিক্ষাক্রমের শাব্দিক অর্থ যাই হোক না কেন, বর্তমানে এর পরিধি প্রসারিত হয়েছে। অতীতে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচিকে সমার্থক বলে গণ্য করা হতো। কিন্তু সময়ের বিবর্তনের সাথে সাথে শিক্ষাক্রমের প্রকৃতি ও পরিসর প্রসারিত হচ্ছে। শিক্ষা ব্যক্তির জ্ঞান,দক্ষতা,দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ ইত্যাদির বিকাশ ও উন্নয়ন করে থাকে। এ দিকগুলোর বিকাশ ও গড়ে তোলার সামগ্রিক যোগান বা পরিকল্পনাকে সাধারণভাবে শিক্ষাক্রম বলা যায়। শিক্ষাক্রমের ব্যবহারিক দিকের ওপর লক্ষ্য রেখে আমরা একে নিম্নরূপ উল্লেখ করতে পারি :

যে কোনো স্তর বা বিষয়ের শিক্ষাদান সম্পর্কিত যাবতীয় কার্যাবলির সমন্বিত রূপরেখাই হচ্ছে শিক্ষাক্রম। শিক্ষার্থীর আচার-আচরণ, মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য ও বাঞ্ছিত পরিবর্তন আনার

উদ্দেশ্যে তাদের যথাযথ শিখন অভিজ্ঞতা দেওয়ার জন্য পরিকল্পিত এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত সুবিন্যস্ত কর্মকাণ্ডকে শিক্ষাক্রম বলা হয়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত একটি সুনির্দিষ্ট শিক্ষাস্তরের জন্য পূর্বনির্ধারিত ও পর্যায়ক্রমে বিন্যস্ত জ্ঞান, দক্ষতা, যোগ্যতা, মূল্যবোধ ইত্যাদি অর্জন এবং তার স্বীকৃত স্বরূপকে সামগ্রিকভাবে শিক্ষাক্রম বলে।

শিক্ষাক্রমের প্রকৃতি ও পরিসর (Nature & Range of Curriculum)

আমরা আগেই বলেছি যে, শিক্ষাক্রমের পরিসর বহু বিস্তৃত। শিক্ষাক্রম কেবল একটি বিষয়ের একটি শ্রেণীর জন্য প্রণীত হতে পারে। আবার একটি বিষয়ে একটি সম্পূর্ণ শিক্ষাস্তরের জন্য শিক্ষাক্রম তৈরি করা যেতে পারে। এছাড়া একটি সম্পূর্ণ শিক্ষাস্তরের সকল বিষয়ের জন্য শিক্ষাক্রম প্রস্তুত করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়– বাংলাদেশের মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম বর্তমানে সাত বছর মেয়াদি এখানে অনেকগুলো বিষয় রয়েছে।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা শিক্ষাক্রমের প্রকৃতি ও পরিসর সম্পর্কে কিছু দিক নির্দেশনা পাই। নিচে এই ধারণাগত দিকগুলো স্পষ্টতর করা হলো :

- শিক্ষাক্রম হচ্ছে শিক্ষার লক্ষ্য এবং তা অর্জনের বিশাদ পরিকল্পনা।
- শিক্ষাক্রম শুধু কর্মতৎপরতা নয়,কর্মতৎপরতার সামগ্রিক নীলনক্শা এবং কর্মসম্পাদনের ধারাবাহিক প্রক্রিয়াও বটে।

শিক্ষাক্রম পরিকল্পনার বিভিন্ন দিক হলো :

- শিক্ষার্থীরা কি শিখবে?
- তাকে শিক্ষা কার্যক্রমে ভর্তি করার নির্ণায়ক কী হবে?
- কত সময় ধরে শিক্ষার্থী শিখবে এবং শিক্ষাদানে শিখনসামগ্রী কী হবে?
- কে শেখাবে এবং তার শিক্ষাগত যোগ্যতা কি হবে?
- শিক্ষার্থীর অর্জিত শিক্ষাকে কিভাবে পরিমাপ করা হবে?

শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যে কাজগুলো করতে হয় তা হলঃ

- শিক্ষার পরিমাণগত ও গুণগত মান রক্ষার জন্য পরিদর্শন, তত্ত্বাবধান, প্রশিক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় সরবরাহ বা যোগান অব্যাহত রাখা।
- শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য, শিখন অভিজ্ঞতা, বিষয়বস্তু, শিখন-সামগ্রী প্রণয়ন, উৎপাদন, সরবরাহ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ (বিস্তরণ), বিদ্যালয়ের ভৌত সুবিধাদি, শিক্ষাদান সহায়ক উপকরণ,শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি পরিমাপ ইত্যাদি সবই যেন একীভূত ও অভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয় সেদিকে খেয়াল রাখা। আর তা হলেই শিক্ষাক্রম একটি সিস্টেম বা ব্যবস্থায় পরিণত হয়। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ উভয়ের জন্যই শিক্ষাক্রম প্রণীত হয়ে থাকে।

শিক্ষাক্রমের প্রকৃতি ও পরিসর নিরূপণে বিবেচ্য দিকসমূহ-

শিক্ষাক্রমের প্রকৃতি ও পরিসর নিম্নোক্ত বিষয়গুলো দ্বারা নির্ধারিত হয়-

- সমাজের আর্থ-সামাজিক অবস্থা
- সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিত
- শিক্ষাকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণ
- সমাজের চাহিদা
- গ্লোবাল চাহিদা
- জনগণের মৌলিক ধর্মীয় চেতনা ও বিশ্বাস
- বিদ্যালয়ের বাইরের সমকালীন জীবন ব্যবস্থা
- দেশের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা
- বস্তুগত সম্পদের প্রাপ্যতা
- শিক্ষার্থীর চাহিদা
- সমাজের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ভবিষ্যৎ সমাজ নির্মাণে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবহারের রূপরেখা ইত্যাদি।

ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির বিষয় কাঠামো, নম্বর ও সময় বণ্টন

	সকল ধারার আবশ্যিক বিষয় (সাধারণ শিক্ষা, মাদ্রাসা শিক্ষা ও ইংরেজি শিক্ষা ধারা)	পরীক্ষার নম্বর	সময়বণ্টন (ক্লাস পিরিয়ড)		
			সাপ্তাহিক	সাময়িক	বার্ষিক
	বাংলা	১৫০	৫	৮৭	১৭৪
	ইংরেজি	১৫০	৫	৮৭	১৭৪
	গণিত	১০০	৪	৭০	১৪০
	বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়	১০০	৩	৫৩	১০৬
	বিজ্ঞান	১০০	৪	৭০	১৪০
	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	৫০	২	৩৫	৭০
	মোট	**৬৫০**	**২৩**	**৪০২**	**৮০৪**
	সাধারণ শিক্ষা ধারার আবশ্যিক বিষয়				
	ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা : ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা/হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা/ খ্রিষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা/ বৌদ্ধধর্ম ও	১০০	৩	৫৩ ৩৫ ৩৫	১০৬

	নৈতিক শিক্ষা শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা চারু ও কারুকলা	৫০ ৫০ ৫০	২ ২ ২	৩৫	৭০ ৭০ ৭০
	মোট	২৫০	৯	১৫৮	৩১৬
	সাধারণ ধারার ঐচ্ছিক বিষয় (একটি নেওয়া যাবে)				
	ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি/কৃষি শিক্ষা/ গার্হস্থ্যবিজ্ঞান/আরবি/সংস্কৃত/ পালি/ সংগীত/নৃত্য/নাট্যকলা	১০০	২	৩৫	৭০
	মোট	১০০০	৩৪	৫৯৫	১১৯০

দ্রষ্টব্য:

- প্রথম পিরিয়ডের ব্যাপ্তি ৬০মিনিট ও অন্যান্য পিরিয়ডের ব্যাপ্তি ৫০ মিনিট।
- শনিবার থেকে বুধবার প্রতিদিন ৬ পিরিয়ড এবং বৃহস্পতিবার ৪পিরিয়ড।
- দৈনিক প্রারম্ভিক সমাবেশ (assembly)-এর মেয়াদ ১৫মিনিট এবং ৩য় পিরিয়ড পর মধ্যাহ্ন বিরতি ৪৫মিনিট।
- দুই শিফটে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানে সব ক্ষেত্রে ৫মিনিট করে সময় কম হবে এবং মধ্যাহ্ন বিরতি ২৫মিনিট।

সাধারণ শিক্ষা ধারার নবম-দশম শ্রেণির বিষয়-কাঠামো, নম্বর ও সময় বণ্টন

বিষয়ের ধরন	বিষয়	পরীক্ষার নম্বর	সময়বণ্টন (ক্লাস পিরিয়ড)		
			সাপ্তাহিক	সাময়িক	বার্ষিক
আবশ্যিক	১. বাংলা	২০০	৫	৮০	১৬০
	২. ইংরেজি	২০০	৫	৮০	১৬০
	৩. গণিত	১০০	৪	৬৪	১২৮
	৪. ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা (ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা/ হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা/ খ্রিষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা/ বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা)	১০০	২	৩২	৬৪
	৫. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	৫০	২	৩২	৬৪
	৬. ক্যারিয়ার শিক্ষা	৫০	১	১৬	৩২
	৭. শারীরিক শিক্ষা , স্বাস্থ্য বিজ্ঞান ও খেলাধুলা	১০০	২	৩২	৬৪
	মোট	**৮০০**	**২১**	**৩৩৬**	**৬৭২**

শাখাভিত্তিক বিষয়					
বিজ্ঞান শাখার জন্য আবশ্যিক বিষয়	৮. পদার্থবিজ্ঞান	১০০	৩	৪৮	৯৬
	৯. রসায়ন	১০০	৩	৪৮	৯৬
	১০.জীববিজ্ঞান/উচ্চতর গণিত	১০০	৩	৪৮	৯৬
	১১.বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়	১০০	৩	৪৮	৯৬
বিজ্ঞান শাখার ঐচ্ছিক বিষয় (একটি নেওয়া যাবে)	১২. জীববিজ্ঞান/উচ্চতর গণিত/ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি, কৃষিশিক্ষা/ গার্হস্থ্যবিজ্ঞান/ ভূগোল ও পরিবেশ/চারু ও কারুকলা /সংগীত/বেসিক ট্রেড/ শারীরিক শিক্ষা ও ক্রীড়া*	১০০	৩	৪৮	৯৬
	সর্বমোট	**১৩০০**	**৩৬**	**৫৭৬**	**১১৫২**
ব্যবসায় শিক্ষা শাখার জন্য আবশ্যিক বিষয়	৮. ব্যবসায় উদ্যোগ	১০০	৩	৪৮	৯৬
	৯. হিসাববিজ্ঞান	১০০	৩	৪৮	৯৬
	১০.ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং	১০০	৩	৪৮	৯৬
	১১. বিজ্ঞান	১০০	৩	৪৮	৯৬
ব্যবসায় শিক্ষা শাখার ঐচ্ছিক বিষয় (একটি নেওয়া যাবে)	১২. ভূগোল ও পরিবেশ/ বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়/ কৃষিশিক্ষা/গার্হস্থ্যবিজ্ঞান/ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি/ চারু ও কারুকলা/ সংগীত/বেসিক ট্রেড	১০০	৩	৪৮	৯৬
	সর্বমোট	**১৩০০**	**৩৬**	**৫৭৬**	**১১৫২**
মানবিক শাখার জন্য আবশ্যিক বিষয়	**১.** বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা	১০০	৩	৪৮	৯৬
	৯. ভূগোল ও পরিবেশ	১০০	৩	৪৮	৯৬
	১০.অর্থনীতি/পৌরনীতি ও নাগরিকতা	১০০	৩	৪৮	৯৬
	১১. বিজ্ঞান	১০০	৩	৪৮	৯৬
মানবিক শাখার ঐচ্ছিক বিষয় (একটি নেয়া যাবে)	১২. অর্থনীতি/পৌরনীতি ও নাগরিকতা/চারু ও কারুকলা /কৃষিশিক্ষা /গার্হস্থ্যবিজ্ঞান/ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি/ আরবি/সংস্কৃত/ পালি/ সংগীত/বেসিক ট্রেড /শারীরিক শিক্ষা ও ক্রীড়া*	১০০	৩	৪৮	৯৬
	সর্বমোট	**১৩০০**	**৩৬**	**৫৭৬**	**১১৫২**

দ্রষ্টব্যঃ

- বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখা হতে যে কোনো একটি শাখা নির্বাচন করে নির্বাচিত শাখার আবশ্যিক বিষয়সমূহ নিতে হবে।
- সপ্তাহে ৬ দিন দৈনিক ৬ পিরিয়ড ক্লাস হবে।

- পিরিয়ডের ব্যাপ্তি ও অন্যান্য বিষয় ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির অনুরূপ হবে।
- শারীরিক শিক্ষা ও ক্রীড়া বিষয়টি শুধু বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞান শাখা ও মানবিক শাখার শিক্ষার্থীরা ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে নিতে পারবে।

একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির বিষয় কাঠামো (ব্যবসায় শিক্ষা শাখা)

সকল শাখার জন্য আবশ্যিক বিষয় ১. বাংলা ২. ইংরেজি ৩. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

ব্যবসায় শিক্ষা	৪. ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা ৫. হিসাববিজ্ঞান ৬.ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা/ উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন	৭.(ক) ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা (খ) উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন (গ) অর্থনীতি (ঘ) পরিসংখ্যান (ঙ) গার্হস্থ বিজ্ঞান (চ) কৃষিশিক্ষা (ছ) ভূগোল (জ) সাচিবিক বিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা (২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত)

বি.দ্র.-

- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়টি ছাড়া সকল বিষয়ের ২টি পত্র আছে এবং বিষয়ে পূর্ণমান ২০০।
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ের ১টি পত্র আছে এবং বিষয়ের পূর্ণমান ১০০।ক্রীড়া বিষয়টি শুধু বিকেএসপি-এর জন্য প্রযোজ্য হবে।

শিক্ষাক্রম ২০১২ উৎপত্তি

শিক্ষাক্রম একটি চলমান প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ায় ধারাবাহিক পরিবীক্ষণের মাধ্যমে চলমান শিক্ষাক্রমের সবলতা-দুর্বলতা ও উপযোগিতা নির্ণয় করা হয়। সময়ের সাথে সমাজের পরিবর্তন ঘটছে, তাছাড়া জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। এসবের ফলে শিখন চাহিদাও পরিবর্তিত হচ্ছে। এ জন্য প্রয়োজনীয় পরিমার্জন ও নবায়নের মাধ্যমে শিক্ষাক্রম যুগোপযোগী রাখা আবশ্যক। আবার এমন সময় আসে যখন পুরানো শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করে সময়ের চাহিদা পূরণ সম্ভব হয় না, তখন নতুন শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করতে হয়। জাতীয় শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের জন্যও নতুন শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করতে হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ প্রণয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

শিক্ষাক্রম ২০১২ উন্নয়নের যৌক্তিকতা

মাধ্যমিক স্তরের বর্তমান শিক্ষাক্রম ১৯৯৫ সালে প্রণীত। এরপর দীর্ঘসময়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ করে জ্ঞান-বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। পরিবর্তনের সাথে সাথে শিক্ষার্থীদের শিখন-চাহিদা দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। এ চাহিদানুযায়ী শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার জন্য শিক্ষাক্রম উন্নয়ন অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। মাধ্যমিক স্তরের প্রচলিত শিক্ষাক্রমের উপর 'মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম মূল্যায়ন ও চাহিদা নিরূপণ' শীর্ষক পরিচালিত গবেষণার ফলাফলে শিক্ষাক্রমের অনেক দুর্বলতা, অসঙ্গতি ও সমস্যা চিহ্নিত হয়েছে। এ শিক্ষাক্রম অতিমাত্রায় তত্ত্ব ও তথ্য সংবলিত যা শিক্ষার্থীকে মুখস্থ করতে উৎসাহিত করে। প্রচলিত শিক্ষাক্রমে অনুসন্ধান, সমস্যা সমাধানের যোগ্যতা অর্জন, হাতে-কলমে কাজ করে শেখার সুযোগ, সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী ক্ষমতা বিকাশের সুযোগ সীমিত। শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলির বিকাশের সুযোগও কম। প্রয়োজনীয় বিষয় এবং বিষয়বস্তু যেমন– তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, জলবায়ুর পরিবর্তন ও করণীয়, বয়ঃসন্ধিকাল ও প্রজনন স্বাস্থ্য, জ্বালানি নিরাপত্তা ইত্যাদি ও প্রতিফলন খুবই সীমিত। তাছাড়া মাতৃভাষা বাংলা এবং আন্তর্জাতিক ভাষা ইংরেজি শিখন-শেখানোর ক্ষেত্রে শোনা, বলা, পড়া, লেখা-এসব দক্ষতা শিখনের জন্য শিক্ষাক্রমে গুরুত্ব প্রদান করা হলেও বাস্তবায়নে এগুলো যথাযথ গুরুত্ব পায়নি। শিক্ষার্থীদের কর্মমুখী করার ক্ষেত্রে শিক্ষাক্রমের অবদান সন্তোষজনক নয়। নবায়নকৃত শিক্ষাক্রমের এসব সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে ওঠার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে একটি মাইল ফলক। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ অনুসারে শিক্ষার মাধ্যমে যুগোপযোগী জনশক্তি উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন শিক্ষাক্রমের উন্নয়ন এবং এর যথাযথ বাস্তবায়ন। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর বাস্তবায়নের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপহচ্ছেশিক্ষানীতি অনুসারে শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন এবং এর জন্য প্রয়োজন সে অনুসারে শিক্ষাক্রম উন্নয়ন।

বাংলাদেশের রূপকল্প ২০২১-এর লক্ষ্য হচ্ছে ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠন এবং দেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করা। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়া এবং মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার প্রধান উপায় হচ্ছেশিক্ষার মাধ্যমে যথোপযুক্ত জনশক্তি সৃষ্টি করা। আর শিক্ষার মাধ্যমে তা করার জন্য প্রয়োজন উপযোগী শিক্ষাক্রম।

একবিংশ শতাব্দীর শিক্ষার জন্য গঠিত আন্তর্জাতিক শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট 'Learning: The Treasure Within' এ মাধ্যমিক শিক্ষাকে জীবনের প্রবেশদ্বার 'gateway to life' হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। এর অর্থ কর্মজীবনে প্রবেশের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা মাধ্যমিক শিক্ষার মাধ্যমে অর্জন। এ যোগ্যতা অর্জনের জন্য প্রতিবেদনে শিক্ষার চারটি স্তম্ভ চিহ্নিত করা হয়েছে।

স্তম্ভসমূহ হচ্ছে-

- জানার জন্য শেখা,
- কাজ করার জন্য শেখা,
- মিলেমিশে থাকার জন্য শেখা এবং
- বিকশিত হওয়ার জন্য শেখা।

এসব স্তম্ভের বাস্তবায়নের মাধ্যমে একবিংশ শতাব্দীর উপযোগী জনশক্তি সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন সে অনুসারে শিক্ষাক্রম উন্নয়ন।

শিক্ষাক্রম ২০১২ উন্নয়নে অনুসৃত প্রক্রিয়া

সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (এসইএসডিপি)-এর কারিগরি ও আর্থিক সহায়তায় এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)-এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে এসইএসডিপি-এর শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞবৃন্দ, এনসিটিবি-এর শিক্ষাক্রম শাখার কর্মকর্তাবৃন্দ এবং নির্বাচিত জাতীয় পর্যায়ের শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ, বিষয় বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাবিদ, শিক্ষক, শিক্ষা বিশেষজ্ঞ ও অভিজ্ঞ শ্রেণিশিক্ষকের সমন্বয়ে গঠিত বিভিন্ন কমিটি শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করেন। শিক্ষাক্রম উন্নয়নে নেতৃত্ব ও নির্দেশনা প্রদান করেন এসইএসডিপির জাতীয় শিক্ষাক্রম পরামর্শক। শিক্ষাক্রম উন্নয়ন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়ে সম্পাদিত কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপস্থাপন করা হলো:

প্রবাহ চিত্রে জাতীয় শিক্ষাক্রম উন্নয়ন প্রক্রিয়া

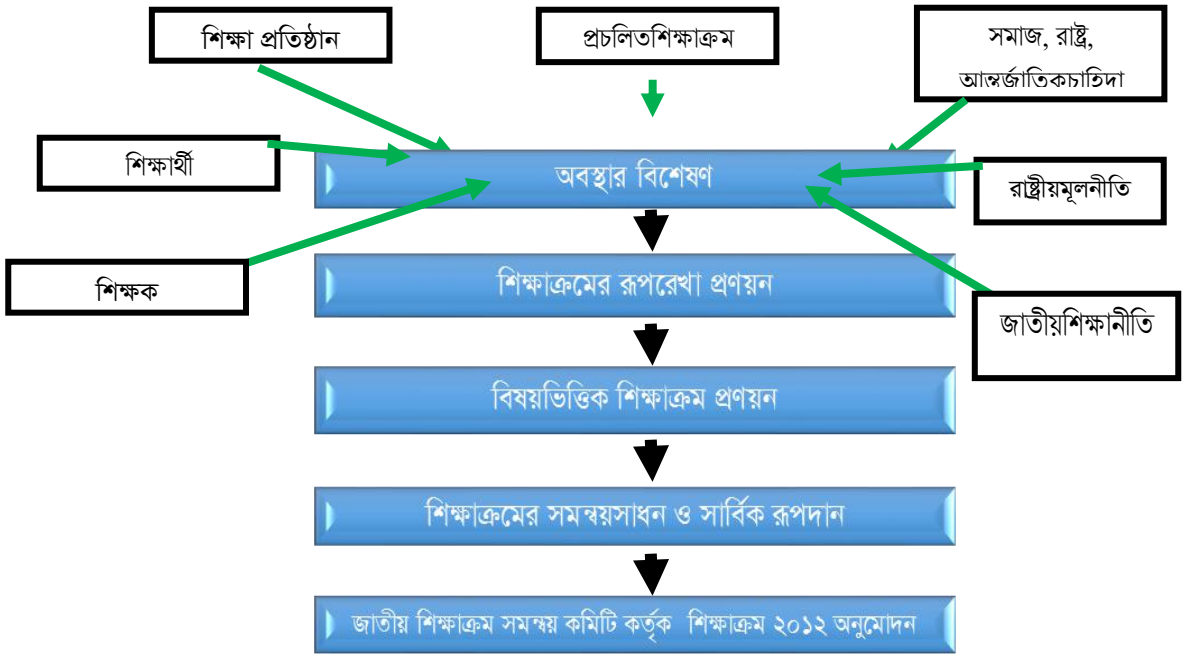

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এ উল্লিখিত শিক্ষা সংক্রান্ত নীতিসমূহ বিশেষ করে মাধ্যমিক শিক্ষাসম্পর্কিত ধারাসমূহ পর্যালোচনা করে নতুন শিক্ষাক্রম উন্নয়নের ভিত তৈরি করা হয়। শিক্ষানীতির ভিত্তিতেই প্রচলিত সকল ধারার (সাধারণ, মাদ্রাসা, ইংরেজি) শিক্ষা ব্যবস্থাকে নির্দিষ্ট পর্যায় পর্যন্ত সমন্বিত ও একমুখী শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত করার পদক্ষেপ নেওয়া হয়। এ ব্যবস্থায় সব ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত একই শিক্ষাক্রম অনুসারে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

আন্তর্জাতিক পর্যায়ের শিক্ষাক্রম পর্যালোচনা

সমসাময়িক বিশ্বের নির্বাচিত কয়েকটি দেশের– ভারত, শ্রীলঙ্কা, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, অস্ট্রেলিয়া (অঙ্গরাজ্য), যুক্তরাজ্য (অঙ্গরাজ্য) এবং কানাডার (অঙ্গরাজ্য) শিক্ষাক্রম পর্যালোচনা করা হয়। এসব দেশের শিক্ষাব্যবস্থার বিশেষ করে শিক্ষাক্রমের বিশেষ দিকসমূহ পর্যালোচনা করে বাংলাদেশের পরিস্থিতিতে এদের উপযোগিতা যাচাই করা হয়। প্রাসঙ্গিক প্রতিবেদন, প্রবন্ধ ও মতামত পর্যালোচনা দেশ-বিদেশে প্রকাশিত শিক্ষা সম্পর্কিত বিশেষ করে শিক্ষাক্রম বিষয়ক প্রতিবেদন, প্রবন্ধ ও মতামত পর্যালোচনা করা হয়। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হচ্ছে একবিংশ শতাব্দীর শিক্ষা সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদন UNESCO (1996) 'Learning : The Treasure Within; O'Neill, Geraldine(2010) 'Programme Design: Overview of Curriculum Models'; Marsh, C.J (1997) 'Perspective Key Concepts for Understanding Curriculum'; Sheehan, John (1986)Curriculum Models: Product versus Process, Smith, P.L (1993) Instructional Design, Macmillan;

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড পরিচালিত (২০১২) নিম্নমাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাক্রম, শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকে জেন্ডার সংবেদনশীলতা পর্যালোচনা শীর্ষক প্রতিবেদন, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ, তামাক নিয়ন্ত্রণ, UNICEF (২০০৯) পরিচালিত 'জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা'। তাছাড়া বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রকল্প, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং সংস্থা শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্তির জন্য ৩১টি প্রতিবেদন জমা দেয়। এসব প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রাসঙ্গিক বিষয়বস্তু সংযোজনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়। ৩১টি প্রতিবেদনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হচ্ছে– জলবায়ু পরিবর্তন, তথ্য প্রাপ্তির অধিকার, খাদ্য-পুষ্টি, প্রজনন স্বাস্থ্য, এইচআইভি-এইডস, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু ইত্যাদি।

শিক্ষাক্রম উন্নয়নের নীতিমালা

- মহান ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং অসাম্প্রদায়িক মূল্যবোধেরভিত্তিতে দেশপ্রেম বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি
- নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধ বিকাশের উপর গুরুত্ব প্রদান
- অনুসন্ধিৎসা, সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী ক্ষমতা বৃদ্ধির সুযোগ প্রদান
- বিজ্ঞানমনস্ক ও কর্মমুখী করার উপর গুরুত্ব আরোপ
- আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের যোগ্যতা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি
- তাত্ত্বিক জ্ঞানের সাথে বাস্তবমুখী ও প্রয়োগমুখী শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি
- জীবনদক্ষতা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি
- সব ধরনের বৈষম্য অবসানের লক্ষ্যে মানবাধিকারের উপর গুরুত্ব প্রদান
- বিশ্বায়নের চাহিদা অনুসারে মানবসম্পদ সৃষ্টির উপর গুরুত্ব প্রদান।

ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং বিষয় শিক্ষাক্রম ২০১২ উন্নয়ন

শিক্ষাক্রমের রূপরেখার ভিত্তিতে প্রতিটি বিষয়ের শিক্ষাক্রম উন্নয়নের জন্য জাতীয় পর্যায়ের শিক্ষা বিশেষজ্ঞ, বিষয় বিশেষজ্ঞ, অভিজ্ঞ শ্রেণিশিক্ষক ও এনসিটিবিতে কর্মরত বিশেষজ্ঞগণের সমন্বয়ে প্রতিটি বিষয়ের জন্য ৫ থেকে ৮ সদস্যবিশিষ্ট একটি করে কমিটি শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠন করা হয়। প্রতিটি বিষয় কমিটিতে সমন্বয়কারী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন এসইএসডিপির একজন শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ। বিষয়ভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন কমিটিসমূহকে তিনটি দলে ভাগ করে প্রতি দলকে শিক্ষাক্রম উন্নয়ন বিষয়ে নিবিড় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণের প্রধান তিনটি ক্ষেত্র হচ্ছে–

- শিক্ষাক্রমের রূপরেখা পরিচিতি ও শিক্ষাক্রম উন্নয়নের নীতিমালা
- শিক্ষাক্রম উন্নয়ন প্রক্রিয়া এবং শিক্ষাক্রম উন্নয়নের নির্ধারিত ছক ও এর ব্যবহার
- ছকভিত্তিক হাতে কলমে নমুনা শিক্ষাক্রম উন্নয়ন এবং পর্যালোচনা।

পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়নে নিম্নলিখিত সোপান অনুসরণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়:

- ভূমিকা (বিষয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয়)
- উদ্দেশ্য (সাধারণ উদ্দেশ্যাবলির আলোকে বিষয়ের উদ্দেশ্যাবলি)
- প্রান্তিক শিখনফল (বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্যাবলি)

অর্জন উপযোগী নির্ধারিত স্তর শেষে অর্জনযোগ্য শিখনফল, ছক ১ এ প্রান্তিক শিখনফলের শ্রেণিভিত্তিক বিভাজন এবং ছক ২ এ শ্রেণিভিত্তিক শিখনফল, অধ্যায় ও পিরিয়ড সংখ্যা, অধ্যায়ভিত্তিক বিষয়বস্তু, শিখন-শেখানো নির্দেশনা, মূল্যায়ন নির্দেশনা ও পুস্তক প্রণয়ন নির্দেশনা। যেহেতু নবম-দশম শ্রেণি ও একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি অবিচ্ছেদ্য শ্রেণি সেহেতু এ দু'টি পর্যায়ের শিক্ষাক্রম উন্নয়নে ছক ১এ শ্রেণিভিত্তিক শিখনফলের বিভাজনের প্রয়োজন হয়নি। প্রতিটি বিষয়ভিত্তিক কমিটি দিনব্যাপী নির্ধারিত সংখ্যক সভায় মিলিত হয়ে নির্ধারিত ছকে শিক্ষাক্রমের খসড়া প্রণয়ন করে। এরপর একই ধরনের বিষয়গুচ্ছের বিষয়ভিত্তিক কমিটিসমূহ ও শিক্ষাক্রম পরামর্শকের যৌথ সভায় খসড়া শিক্ষাক্রম উপস্থাপন ও পর্যালোচনা করা হয়। বিষয় কমিটি সে অনুসারে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করে। একই ধরনের বিষয়সমূহ নিয়ে চারটি দল গঠন করে প্রতিটি দলের আবাসিক কর্মশালা কুমিল্লাবার্ডে (BARD) অনুষ্ঠিত হয়। বিষয় কমিটির সদস্যবৃন্দ, সংশ্লিষ্ট ভেটিং কমিটি ও সম্পাদনা কমিটির সদস্যবৃন্দ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত শিক্ষাক্রম উন্নয়ন বিষয়ক টেকনিক্যাল কমিটির সদস্যবৃন্দ এ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। এ কর্মশালায় বিষয়ভিত্তিক শিক্ষাক্রমউপস্থাপন ও পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনার আলোকে সংশ্লিষ্ট কমিটি শিক্ষাক্রমের প্রয়োজনীয় পরিমার্জন করে।পরবর্তীতে সকল শিক্ষাক্রমের জন্য সাধারণ অংশ তৈরি করা হয়। এ অংশটি পূর্বে প্রস্তুতকৃত শিক্ষাক্রমের রূপরেখা ও বিষয়ভিত্তিক শিক্ষাক্রমসমূহের সাথে সমন্বয় করে পূর্ণাঙ্গ রূপদান করা হয়। এরপর প্রণীত শিক্ষাক্রম বিভাগীয় কর্মশালায় উপস্থাপন ও পর্যালোচনা করা হয়। কর্মশালায় বিষয়-শিক্ষকগণ দলগতভাবে স্ব স্ব বিষয়ের

শিক্ষাক্রম নিবিড়ভাবে পর্যালোচনা করে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ রাখেন। কর্মশালার এ সুপারিশের আলোকে বিষয় কমিটি শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করে সার্বিক রূপদান করেন।সার্বিক শিক্ষাক্রমটি টেকনিক্যাল কমিটি কর্তৃক পরিমার্জনের পর শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত প্রফেশনাল কমিটি ও জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়। সর্বশেষে জাতীয় শিক্ষাক্রম সমন্বয় কমিটি কর্তৃক অনুমোদন লাভের পর শিক্ষাক্রমটি 'জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২' হিসাবে গৃহীত হয়।

২.২ মাধ্যমিক স্তরে ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং পাঠ্যপুস্তকের বৈশিষ্ট্য
(Characteristics Of Finance & Banking Book)

বৈশিষ্ট্য (Characteristics)

মাধ্যমিক স্তরে ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং পাঠ্যপুস্তকের বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নেতুলে ধরা হলো-

- সহজ-সরল ভাষায় ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং পাঠ্যপুস্তকের বিষয়ের বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে ।
- বিষয়ের সরাসরি সংজ্ঞা দেওয়ার প্রচলিত পদ্ধতি থেকে যথাসম্ভব বেরিয়ে এসে বিষয়ের ধারণা বিস্তারিত দেওয়া হয়েছে ।
- যে বিষয়টি শিক্ষার্থীদের নিকট একেবারেই নতুন সে বিষয়টি বিভিন্ন ব্যাখ্যা, উদাহরণ এবং ছবির মাধ্যমে প্রদান করা হয়েছে ।
- প্রতিটি অধ্যায়ে বিষয়বস্তুর বিন্যাস এমনভাবে করা হয়েছে যাতে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতার চর্চা ও বিকাশ উপযোগী হয়।
- বিভিন্ন কর্মপত্র ব্যবহার করা হয়েছে যাতে শিক্ষার্থীদের ক্লাসে সক্রিয় রাখা যায়।
- প্রত্যেক অধ্যায় শেষে অনুশীলনীতে বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (সাধারণ, বহুপদী সমাপ্তিসূচক ও অভিন্ন তথ্যভিত্তিক) এবং সৃজনশীল প্রশ্নের উদাহরণ প্রদান করা হয়েছে ।
- ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং পাঠ্যপুস্তকের বিষয়ে বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য জার্নাল যেমন–বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ইত্যাদির পরিসংখ্যান টেবিল আকারে দেওয়া হয়েছে ।
- কেস স্টাডি হিসাবে উদাহরণ প্রদান করা হয়েছে ।তারপর কিছু প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে ।

উদ্দেশ্য (Objectives)

মাধ্যমিক স্তরে ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং পাঠ্যপুস্তকের উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নে তুলে ধরা হলো-

- অর্থায়ন সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভ করা এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও ব্যবসায় অর্থায়ন সম্পর্কে অবগত হওয়া।
- অর্থায়নের বিভিন্ন উৎস এবং মেয়াদের ভিত্তিতে অর্থায়নের শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা।

- অর্থের সময়মূল্য নির্ধারণের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা অর্জন করা।
- অর্থায়নের ঝুঁকি সম্পর্কে জানা।
- মূলধন বাজেটিং সম্পর্কে ধারণা লাভ করা।
- মূলধন খরচ সম্পর্কে ধারণা অর্জন করা।
- মুদ্রা ও ব্যাংকিং-এর ইতিহাস সম্পর্কে অবগত হওয়া।
- ব্যাংকিং সম্পর্কে জানা এবং ব্যাংক-এর গঠন ও কার্যাবলি সম্পর্কে ধারণা লাভ করা।
- ব্যাংকের বিভিন্ন সেবা ও ব্যাংক-গ্রাহক সম্পর্ক সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা।
- বাণিজ্যিক ব্যাংক সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা।
- কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ধারণা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে এ ব্যাংকের ভূমিকা সম্পর্কে অবগত হওয়া।
- বিভিন্ন প্রকার আধুনিক ও ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং সেবার সাথে পরিচিত হওয়া এবং এর ভবিষ্যত প্রকৃতি অনুধাবন করা।
- ব্যক্তিগত জীবনে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় অভ্যস্থ হওয়া এবং সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ হওয়া।
- ব্যক্তিগত, পারিবারিক জীবনে ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং-এর ক্ষেত্রে নৈতিকতা বজায় রাখা।

২.৩ পাঠ্যপুস্তকের ধারণা, শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক পর্যালোচনা

(Concept of Textbook, Curriculum and Textbook Review)

পাঠ্যপুস্তক ধারণা (Concept of Textbook)

যে কোনো শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রধান নির্দেশনা সামগ্রী হচ্ছে পাঠ্যপুস্তক। একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীর শিক্ষাক্রমে বর্ণিত কোন একটি বিষয়ের শিখনফল, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীর মেধা, অভিরুচি, বয়স, চাহিদা, যোগ্যতা ও পরিমাপের প্রতি খেয়াল রেখে শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রমকে সহজতর ও ফলপ্রসূ করার জন্য বিষয়ের নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচি মোতাবেক তত্ত্ব, তথ্য, উপাত্ত ও বিষয়বস্তু সংবলিত সুলিখিত সুবিন্যস্ত ও সংক্ষিপ্ত পুস্তক ঐ বিষয়ের মূল শিখন সামগ্রী।

কোনো নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডে/রাষ্ট্রে বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের সুস্থ, সামাজিক, মানসিক ও শারীরিক বিকাশের উপযোগী এবং দ্রুত জাতীয় শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত বয়সানুক্রমিক ও শ্রেণীভিত্তিক পাঠ্য বইসমূহকে পাঠ্যপুস্তক (Text Book) বলে।

পাঠ্যপুস্তকের গুরুত্ব

ইতোমধ্যে আপনি জেনেছেন যে, বিভিন্ন শ্রেণী ও বয়সের শিক্ষার্থীদের সুস্থ, সামাজিক, মানসিক ও শারীরিক বিকাশের জন্য জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত বইসমূহকে পাঠ্যপুস্তক (Text Book) বলে। পাঠ্যপুস্তক থেকে শিক্ষার্থীরা তার শিক্ষা উপযোগী জ্ঞান আহরণ করতে পারে। ফলে তার মেধা ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে। এজন্যই পাঠ্যপুস্তক বিভিন্ন শ্রেণী ও বয়সভিত্তিকভাবে অত্যন্ত সর্তকতার সাথে রচনা করতে হয়। পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু প্রয়োজনে ও পরিবেশের আলোকে সর্বাধুনিক হবে।

পাঠ্যপুস্তকের স্বরূপ

মাধ্যমিক স্তরে ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং পাঠ্যপুস্তকের স্বরূপ নিম্নে তুলে ধরা হলো-

- শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায় সবচেয়ে সাধারণ ও বহুল ব্যবহৃত একটি শিক্ষা উপকরণ হলো পাঠ্যপুস্তক।
- পাঠ্যপুস্তক নীতিমালা অনুসরণ করে লেখা হয়।
- পাঠ্যপুস্তক শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুসরণ করে লেখা হয়।
- পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে শিক্ষাক্রম শ্রেণীকক্ষে বাস্তবায়ন করা হয়।
- শিক্ষক পাঠ্যপুস্তক অনুসরণ করে পাঠদান করেন এবং দক্ষতার মূল্যায়ন করেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থী উভয়ই পাঠ্যপুস্তক নির্ভর।

পাঠ্যপুস্তক পর্যালোচনা

জ্ঞান ও বিজ্ঞানের আধুনিকায়নের সাথে সাথে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দিক বিবেচনায় আধুনিক বাণিজ্য ও ব্যবসায় প্রশাসনে 'ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং'-এর বিশেষ ভূমিকা লক্ষ করা যায়। বিশ্বায়নের সাথে সাথে ব্যবসায় বাণিজ্য ও অর্থনীতির গতি প্রকৃতি ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে। এ পরিবর্তিত অবস্থায় প্রতিযোগিতামূলক পরিস্থিতিতে টিকে থাকতে হলে ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং বিষয়ের ধারণা অত্যন্ত জরুরি।

ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব বিবেচনা করে এ বিষয়টিকে নবম ও দশম শ্রেণির শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং শিক্ষার প্রাথমিক ভিত তৈরি হবে। শিক্ষার্থীরা উচ্চতর শ্রেণিতে ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং অধ্যয়নে আগ্রহী হয়ে উঠবে। ফলে শিক্ষার্থীরা আত্ম উদ্যোগী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণে এবং বাস্তব কর্মক্ষেত্রে অবদান রাখতে সক্ষম হবে। এই আধুনিক ও যুগোপোযোগী শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থী ও এই বিষয়ের ভবিষ্যত পেশাজীবীরা দেশ-বিদেশের আর্থিক ও ব্যাংকিং জগতে কর্মদক্ষতার মাধ্যমে দেশের সুনাম বিস্তারের সাথে সাথে ব্যক্তিগত, পারিবারিক এবং সামাজিক জীবনে সফল আর্থিক ব্যবস্থাপনার সাক্ষর রাখতে পারবে।

ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং শিক্ষার উদ্দেশ্য (Objectives)

মাধ্যমিক স্তরে ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং শিক্ষার উদ্দেশ্য নিম্নে তুলে ধরা হলো-

- অর্থায়ন সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভ করা এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও ব্যবসায় অর্থায়ন সম্পর্কে অবগত হওয়া।
- অর্থায়নের বিভিন্ন উৎস এবং মেয়াদের ভিত্তিতে অর্থায়নের শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা।
- অর্থের সময়মূল্য নির্ধারণের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা অর্জন করা।
- অর্থায়নের ঝুঁকি সম্পর্কে জানা।
- মূলধন বাজেটিং সম্পর্কে ধারণা লাভ করা।
- মূলধন খরচ সম্পর্কে ধারণা অর্জন করা।
- মুদ্রা ও ব্যাংকিং-এর ইতিহাস সম্পর্কে অবগত হওয়া।

- ব্যাংকিং সম্পর্কে জানা এবং ব্যাংক-এর গঠন ও কার্যাবলি সম্পর্কে ধারণা লাভ করা।
- ব্যাংকের বিভিন্ন সেবা ও ব্যাংক-গ্রাহক সম্পর্ক সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা।
- বাণিজ্যিক ব্যাংক সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা।
- কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ধারণা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে এ ব্যাংকের ভূমিকা সম্পর্কে অবগত হওয়া।
- বিভিন্ন প্রকার আধুনিক ও ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং সেবার সাথে পরিচিত হওয়া এবং এর ভবিষ্যত প্রকৃতি অনুধাবন করা।
- ব্যক্তিগত জীবনে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় অভ্যস্ত হওয়া এবং সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ হওয়া।
- ব্যক্তিগত, পারিবারিক জীবনে ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং-এর ক্ষেত্রে নৈতিকতা বজায় রাখা।

ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং শিক্ষার পাঠ্যপুস্তক মূল্যায়ন (Textbook Evaluation)

সাধারণ অর্থে মূল্যায়ন হলো পূর্ব নির্ধারিত উদ্দেশের ভিত্তিতে কোনো একটি বস্তু বা গুণ এর মূল্যমান বিচার করার প্রক্রিয়া। মূল্যায়নের দু'টি বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এক হল পরিমাপ এবং দুই মূল্যমান বিচার। আর পরিমাপ সব সময় কোনো না কোনো মানদণ্ডের সাথে তুলনা করা হয়ে থাকে।পাঠ্যপুস্তকের ক্ষেত্রে মূল্যায়ন হলো শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তুর আলোকে শিক্ষার মুদ্রিত উপকরণ হিসেবে একটি পাঠ্যপুস্তকের মূল্যমান বিচারকরণ। যখন একটি আদর্শ পাঠ্যপুস্তকের বৈশিষ্ট্যের আলোকে কোনো একটি নিদির্ষ্ট পাঠ্যপুস্তকের মূল্যমান ও উপযুক্ততা বিচার করে ঐ পুস্তকটির উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশ করা হয় তখন তাকে পাঠ্যপুস্তকের মূল্যায়ন বলা হয়।

পাঠ্যপুস্তক মূল্যায়নের উদ্দেশ্য

- পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন।
- পাঠ্যপুস্তকের উন্নতি বিধান।

ক) পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন ঃ এর দু'টি দিক রয়েছে। যথা:

- উত্তম পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনের নির্ণায়কসমূহ যাচাই করা।
- ভালো পাঠ্যপুস্তক বাছাই করার জন্য মূল্যায়ন।

খ) পাঠ্যপুস্তকের উন্নতি বিধান

- পাঠ্যপুস্তকের উন্নতি বিধানে সহায়তা করা।
- উন্নতমানের পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের পূর্ব শর্ত হলো পাঠ্যপুস্তকের ক্রমাগত পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন।
- পাঠ্যপুস্তক রচনার কাজ একটি গতিশীল প্রকৃতিও প্রক্রিয়া ।
- পাঠ্যপুস্তকের সবল ও দুর্বল দিক নির্বাচন করা।
- পাঠ্যপুস্তকের দুর্বল দিকসমূহ পরিমার্জন ও সংশোধন করে উন্নতমানের পাঠ্য বই প্রণয়ন।
- পাঠ্যপুস্তক মূল্যায়ন শিক্ষাক্রম গবেষণার একটি ক্ষেত্র।

ব্যবসায় শিক্ষা বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক মূল্যায়ন বলতে ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় নৈর্বাচনিক বিষয় ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং পাঠ্যপুস্তক মূল্যায়নকে বুঝানো হয়েছে।

পাঠ্যপুস্তক মূল্যায়নের বৈশিষ্ট্যসমূহ

পাঠ্যপুস্তক মূল্যায়ন একটি জটিল কাজ। যেন তেন ভাবে একটি পাঠ্যপুস্তক মূল্যায়ন করা যায় না। তাই পাঠ্যপুস্তক মূল্যায়নের জন্য কতকগুলো বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করা হয়। নিম্নে পাঠ্যপুস্তক মূল্যায়নের নির্ণায়ক/ বৈশিষ্ট্যগুলো তুলে ধরা হলো–

- বিষয়বস্তুগত বৈশিষ্ট্য
- বিষয়বস্তুর বিন্যাসগত বৈশিষ্ট্য
- উপস্থাপনগত বৈশিষ্ট্য
- বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যাগত বৈশিষ্ট্য
- অনুশীলনের সুযোগ (অনুশীলনগত বৈশিষ্ট্য)
- আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য
- সাধারণ বৈশিষ্ট্য।

ক) বিষয়বস্তুগত বৈশিষ্ট্য

- শিক্ষাক্রমে নির্ধারিত উদ্দেশ্য ও শিখন ফলের বাস্তবায়নের ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- পাঠ্যসূচি যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।
- বিষয়বস্তু সর্বাধুনিক হবে।
- বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীর চাহিদা ও আগ্রহ পূরণে সমর্থ হবে।
- বিষয়বস্তুতে কোনো রকম দ্বিধা বা শংকা থাকবে না।
- বিষয়বস্তু অবশ্যই মূল্যবোধ সৃষ্টিতে সহায়ক হবে।
- বিষয়বস্তুতে তত্ত্ব ও তথ্যগত কোনো ভুল থাকবে না।

খ) বিন্যাস/সংগঠনগত বৈশিষ্ট্য

- বিষয়বস্তু বিন্যাসের নীতিমালা ও পদ্ধতি অনুসরণ করে বিষয়বস্তু সাজাতে হবে।
- শিক্ষাদানের দার্শনিক, সামাজিক ও মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তি অনুযায়ী বিষয়বস্তু সাজাতে হবে।
- শ্রেণীভিত্তিক ধারাবাহিকতা ও অনুবন্ধ ঠিক রেখে বিন্যাস করতে হবে।

গ) উপস্থাপনগত বৈশিষ্ট্য

- শিখনের নীতি ও তত্ত্ব অনুসরণ করে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করবে।
- বিষয়বস্তু উপস্থাপনে ধারাবাহিকতা থাকবে।
- প্রয়োজনীয় ছবি, চার্ট, চিত্র সংযোজিত থাকবে।
- বিষয়বস্ত উপস্থাপনে শব্দ সম্ভার, বাক্য কাঠামো ও রচনা শৈলী শিক্ষার্থী উপযোগী হবে।
- বিষয়বস্তু প্রমিত চলিত রীতি অনুসরণ করে উপস্থাপন করবে।

ঘ) বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যাগত বৈশিষ্ট্য

- বিষয়কে সহজ করার জন্য যথাযথ উদাহরণ থাকতে হবে।
- দৈনন্দিন জীবন থেকে উদাহরণ নিতে হবে।
- বিতর্কিত বিষয়বস্তু বর্জন করতে হবে।
- দীর্ঘ বিষয়বস্তুর সমগ্র অংশকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করে ব্যাখ্যা করতে হবে।

ঙ) অনুশীলনগত বৈশিষ্ট্য

- প্রত্যেক অধ্যায় শেষে পর্যাপ্ত অনুশীলনের ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- লিখিত ও মৌখিক অনুশীলনের ব্যবস্থা থাকবে।
- অনুশীলনীতে নৈর্বক্তিক, রচনামূলক, কাঠামোবদ্ধ ও এলাকাভিত্তিক অভীক্ষার ব্যবস্থা থাকবে।

চ) আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য

- পাঠ্যপুস্তকের আকার/ফন্ট ও আয়তন শ্রেণী উপযোগী হবে।
- কভার প্রচ্ছদ ও ডিজাইন আকর্ষণীয় হবে।
- বাঁধাই টেকসই হবে।
- মুদ্রণ স্পষ্ট এবং ছাপার আকার যথার্থ হবে।
- উন্নত মানের কাগজ হবে।
- দাম যুক্তিসঙ্গত হবে।

ছ) সাধারণ বৈশিষ্ট্য

- পাঠ্যপুস্তক বিষয় বিশেষজ্ঞ কর্তৃক রচিত হবে।
- মুখস্থ করার সুযোগ না থাকা ভালো।
- পাঠ্যপুস্তকটি দেশীয় প্রেক্ষাপটে রচিত হবে।

একটি পাঠ্যপুস্তকে উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যের আলোকে যথাযথভাবে তুলনাকরণের মাধ্যমে পুস্তকের গুণগতমান পরিমাপ করাই হলো পাঠ্যপুস্তকের মূল্যায়ন। গুণগতমান ভালো হলে পাঠ্যপুস্তকটি নির্বাচন করা যাবে অন্যথা পাঠ্যপুস্তকটি উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

অধ্যায় বিন্যাস ও সময় বণ্টন : শিক্ষাক্রমে ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং বিষয়ের প্রতিটি ক্লাসের জন্য ৫০ মিনিট সময় বরাদ্দ রাখার সুপারিশ করা হয়েছে। সপ্তাহে তিনটি ক্লাস অনুষ্ঠিত হবে। বিষয়বস্তুর চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য অথবা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পাঠদানের জন্য শিক্ষক একাধিক পিরিয়ড একসাথে নেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারেন।

অধ্যায়ভিত্তিক বরাদ্দকৃত সময়

অধ্যায়	অধ্যায়ের শিরোনাম	বরাদ্দকৃত পিরিয়ড সংখ্যা
প্রথম অধ্যায়	অর্থায়ন ও ব্যবসায় অর্থায়ন	১২
দ্বিতীয় অধ্যায়	অর্থায়নের উৎস	১৪
তৃতীয় অধ্যায়	অর্থের সময়মূল্য	২২
চতুর্থ অধ্যায়	ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা	২০
পঞ্চম অধ্যায়	মূলধন বাজেটিং	২২
ষষ্ঠ অধ্যায়	মূলধন খরচ	২২
সপ্তম অধ্যায়	শেয়ার, বন্ড ও ডিবেঞ্চার	১৬
অষ্টম অধ্যায়	মুদ্রা, ব্যাংক ও ব্যাংকিং	১৪
নবম অধ্যায়	ব্যাংকিং ব্যবসা ও তার গঠন	১৪
দশম অধ্যায়	বাণিজ্যিক ব্যাংক ও তার পরিচিতি	১৬
একাদশ অধ্যায়	ব্যাংকের আমানত	১৪
দ্বাদশ অধ্যায়	ব্যাংক ও গ্রাহক	১৪
ত্রয়োদশ অধ্যায়	কেন্দ্রীয় ব্যাংক	১৬
	মোট =	**২১৬**

২.৪ শিখনফলের ধারণা ও শিখনফল লেখার নিয়ম (Learning Outcome)

শিখনফলের ধারণা (Learning Outcome)

কোনো একটি পাঠ শেষে শিক্ষার্থী কী জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করবে সে সম্পর্কে পূর্ব নির্ধারিত সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট বাক্য হলো শিখনফল। শিখন শেখানো কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী এগুলো আয়ত্ত করে। আর শিখনের মাধ্যমেই হয়ে থাকে বলেই একে বলা হয় শিখনফল। আচরণের পরিবর্তনের মাধ্যমে শিখনফল অর্জিত হয়ে থাকে বিধায় একে আচরণিক উদ্দেশ্যেও বলা হয়। শিখনফল পূর্ব থেকেই নির্ধারণ করতে হয়। শিক্ষার স্তরের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য প্রণয়ন পর্যায় থেকে শিখনফল নির্ধারণ ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন পর্যন্ত প্রতিটি ধাপের মধ্যে রয়েছে একটি ধারাবাহিক সংযোগ।

শিখনফলের গুরুত্ব (Importance Of Learning Outcome)

শিখনফলে প্রতিটি পাঠের মাধ্যমে কী জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করবে সে সম্পর্কে পূর্বেই নির্ধারণ করা হয়। এছাড়া শিখনফলের গুরুত্ব নিম্নলিখিত বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট-

- পাঠ পরিকল্পিতভাবে শেষ করা যায়
- পাঠের বিষয়বস্তু আগে থেকেই নির্ধারিত থাকে তাই প্রস্তুতি ভালো হয়
- শিখনফলের ওপর ভিত্তি করে লেখা হয় প্রতিটি পাঠের বিষয়বস্তু

- পাঠের নির্ধারিত শিখনফল অর্জন করতে পারলেই শিক্ষার্থী শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা অর্জন করতে সক্ষম হবে।
- যে কোনো সময় পাঠের অগ্রগতি জানাতে পারে শিখনফল
- শিখন শেখানো কার্যাবলি শিখনফলকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হবে
- পাঠ পরিচালনায় প্রতিটি বিষয়ের প্রতিটি পাঠের শিখনফল লিখতে হবে
- পাঠের নির্ধারিত শিখনফল অর্জন করানোর জন্যই শিখন শেখানো কার্যাবলি পরিচালনা করতে হবে

উল্লেখ্য শিক্ষাক্রমে শ্রেণিভিত্তিক প্রতিটি বিষয়ের শিখনফল উল্লেখ রয়েছে। এ ছাড়া প্রতিটি শ্রেণির শিক্ষক সহায়িকা/নির্দেশিকায় প্রতিটি পাঠের পাঠভিত্তিক শিখনফল উল্লেখ আছে।

শিখনফলের বৈশিষ্ট্য(Characteristics Of Learning Outcome)

- সংক্ষিপ্ত, স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট হবে।
- প্রতিটি ক্লাসের জন্য শিখনফল আলাদা হবে।
- অর্জনযোগ্য ও পরিমাপযোগ্য হবে।
- জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়ন উপযোগী হবে।
- শিখনফল অর্জনের মাধ্যমে পাঠের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়।
- শিখনফল পরিমাপযোগ্য ভাষায় প্রকাশ করতে হয়।

যেমন– পাশ বই ও ক্যাশ বইয়ের গড়মিল চিহ্নিত করতে পারবে।

শিখনফল লেখার নিয়মাবলি (Rules For Learning Outcome)

- প্রতিটি ক্লাসের জন্য শিখনফল আলাদা হবে।
- ক্লাসের সময়ের উপযোগি করে শিখনফল লিখতে হবে।
- শিখনফলে একটি মাত্র আচরণিক বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ থাকবে।
- শিখনফলের উদ্দেশ্যে তিনটি ক্ষেত্র অর্থাৎ জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শিখনফল চিহ্নিত করতে হবে।
- শিখনফল ক্রিয়া বাচক শব্দে লিখতে হবে।
- অর্জনযোগ্য ও পরিমাপযোগ্য বাক্যে শিখনফল লিখতে হবে।
- একটি মাত্র বাক্যে শিখনফল লিখতে হবে।
- শিখনফল সুনির্দিষ্ট, স্পষ্ট ও পরিমাপযোগ্য হবে।

শিখনফল লেখার নিয়মাবলি ইংরেজি SMART শব্দকে বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে পাওয়া যায় অর্থাৎ

S-Specific/সুনির্দিষ্ট,

M-Measurable/পরিমাপযোগ্য,

A-Achievable/অর্জনযোগ্য,

R-Realistic/বাস্তবধর্মী,

T-Time bound/সময়সীমা ।

শিখনফল লেখার জন্য বহুল ব্যবহৃত ক্রিয়াপদ (Action Verbs)

শিখনফল লেখার ক্ষেত্রেঅর্জনযোগ্য ও পরিমাপযোগ্য শব্দেলিখতে হবে । যেমন-বর্ণনা করা, তালিকা করা, সনাক্ত করা, আলোচনা করা, উল্লেখ করা, বলতে পারা, লিখতে পারা, সাজানো, মিল করা, নির্ণয় করা, ব্যাখ্যা করা, বিশ্লেষণ করা, চিহ্নিত করা, অনুবাদ করা, পার্থক্য করা, গণনা করা, নকশা করা, সারাংশ করা, আঁকতে পারা, গাইতে পারা, নাচতে পারা, শ্রেণিবদ্ধ করা, সমালোচনা করা, মূল্যায়ন করা, বাছাই করা, পরিমাপ করা, যুক্তি দেয়া, সিদ্ধান্ত নেয়া ইত্যাদি ক্রিয়াপদ (Action Verbs) ব্যবহার করে লিখতে হবে ।

ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং শিখনফল-এর কতকগুলো উদাহরণ

নবম ও দশম শ্রেণির ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং বিষয়ের উল্লেখযোগ্য কিছু শিখনফল তুলে ধরা হলো-

- অর্থায়নের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- অর্থায়নের উৎস চিহ্নিত করতে পারবে।
- অর্থের সময়মূল্য নির্ধারণের বিভিন্ন পদ্ধতির সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার উৎস চিহ্নিত করতে পারবে।
- আর্থিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে।
- মূলধন বাজেটিং-এর বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করতে পারবে।
- মূলধন খরচ নির্ণয়ের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- মূলধন খরচের ভিত্তিতে বিভিন্ন উৎসের মূল্যায়ন করতে পারবে।
- বিভিন্ন প্রকার শেয়ারের শ্রেণিবিভাগ করতে পারবে।
- বিভিন্ন প্রকার শেয়ারের তুলনামূলক পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবে।
- ব্যাংকের উদ্দেশ্যাবলি চিহ্নিত করতে পারবে।
- ব্যাংক ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্যসমূহ সনাক্ত করতে পারবে।
- ব্যাংক নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়সমূহ উল্লেখ করতে পারবে।

প্রশ্নমালা

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। শিক্ষাক্রম কী?

২। পাঠ্যপুস্তকের ধারণা লিখুন।

৩। শিখনফল কী ?

৪। শিখনফল লেখার নিয়ম উল্লেখ করুন ।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। শিক্ষাক্রমের উৎপত্তি পর্যালোচনা করুন।

২। আদর্শ পাঠ্যপুস্তক কেমন হওয়া উচিত ব্যাখ্যা করুন।

৩। জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ উন্নয়নের যৌক্তিকতা তুলে ধরুন।

৪। শিক্ষার উন্নয়নে শিক্ষাক্রমের গুরুত্ব লিখুন।

৫। শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক পর্যালোচনার একটি কাঠামো বিবৃত করুন।

৬। শিখনফল এ ব্যবহৃত ক্রিয়াপদের একটি তালিকা প্রস্তুত করুন।

৭। নিয়ম অনুসরণ করে ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং বিষয়ের ১০টি শিখনফল লিখুন।

ইউনিট ৩ : পাঠ পরিকল্পনা (Lesson Plan)

কোনো কাজ সম্পন্ন করার জন্য সর্ব প্রথম যে বিষয়টি প্রয়োজন হয় তাহলো পরিকল্পনা। পাঠদান যেহেতু একটি কাজ সেজন্য এটি সুসম্পন্ন করার জন্যও পরিকল্পনা প্রয়োজন হবে। একজন শিক্ষক হিসেবে যখন শ্রেণীকক্ষে পাঠদান করবেন তার জন্য পূর্ব থেকে একটি পরিকল্পনা করবেন। পরিকল্পনা আর কিছুই নয় এটি হলো পূর্ব নির্ধারিত কতিপয় উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য একটি যৌক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি অর্থাৎ পরিকল্পনা হলো ভবিষ্যতের ভিত্তি।

এই ইউনিটের আলোচ্য বিষয়গুলো–

৩.১ পাঠ পরিকল্পনার ধারণা, প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব

৩.২ পঞ্চ সোপান ও ত্রি-সোপান পাঠ পরিকল্পনার উৎস, পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়নের পূর্বশর্তগুলো

৩.৩ ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং পাঠ পরিকল্পনার সোপানসমূহ

৩.৪ পাঠ পরিকল্পনার সক্রিয় অংশগ্রহণ ও শিখনফল প্রতিফলনের মাধ্যমে শিক্ষাদানের সফলতা মূল্যায়ন

৩.১ পাঠ পরিকল্পনার ধারণা, প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব

(Concept, Importance & Necessity of Lesson Plan)

পাঠ পরিকল্পনার ধারণা(Concept of Lesson Plan)

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে যান উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়ে। ক্লাসের মাধ্যমে উদ্দেশ্য অর্জন করার দায়িত্ব পালন করেন। সুষ্ঠুভাবে দৈনন্দিন শ্রেণিশিক্ষা পরিচালনার জন্য সুচিন্তিত, পদ্ধতিগত ধারাবাহিক প্রক্রিয়াসমূহের রূপরেখা হলো পাঠ পরিকল্পনা (Lesson Plan) অর্থাৎ শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের সামনে একটি বিশেষ পাঠ উপস্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রস্তুতকৃত বিস্তারিত লিখিত রূপটি হলো দৈনন্দিন পাঠ পরিকল্পনা। ইমারত তৈরির জন্য ইঞ্জিনিয়ারের হাতে যেমন ডিজাইনের ব্লু-প্রিন্ট, শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষকের হাতে তেমনি পাঠ পরিকল্পনা যা সফল কর্ম সম্পাদনের চাবিকাঠি। শ্রেণিকক্ষের জন্য পাঠ পরিকল্পনা কার্যকর শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার অন্যতম হাতিয়ার। পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন শিক্ষকের একটি অন্যতম পেশাগত দায়িত্বও বটে। আমাদের দেশে অনেক শিক্ষকেরই পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়নে অনীহা রয়েছে যা প্রত্যাশিত নয়। শিক্ষক সংক্ষিপ্ত পরিসরে হলেও অবশ্যই পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন করবেন। পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়নের কতকগুলো পূর্বশর্ত এবং ধাপ রয়েছে। শিক্ষক তা অবশ্যই ভালো করে জেনে নিয়ে পাঠ পরিকল্পনা করবেন। পাঠ পরিকল্পনার একটি অন্যতম ধাপ হলো আচরণিক উদ্দেশ্য লিখন। এর বৈশিষ্ট্য এবং লেখার নিয়মগুলো সম্পর্কেও শিক্ষকের যথাযথ ধারণা থাকা প্রয়োজন।

পাঠ পরিকল্পনার ধাপসমূহ/উপাদান (Steps of Lesson Plan)

ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং বিষয়ের পাঠ পরিকল্পনার জন্য অনেকগুলো ধাপ অবলম্বন করতে হয় যা নিম্নে ব্যাখ্যা করা হলো-

- **পরিচিতি :** পাঠ পরিকল্পনার প্রথমে থাকবে পরিচিতি। এতে প্রতিষ্ঠানের নাম, শিক্ষকের নাম, কোন শ্রেণিতে পাঠদান করবেন, বিষয়, শ্রেণিতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা, শিক্ষার্থীর গড় বয়স, সময় ও তারিখ উল্লেখ করতে হয়।

- **আচরণিক উদ্দেশ্য/শিখনফল :** পাঠ পরিকল্পনার এ অংশে আচরণিক উদ্দেশ্য/ শিখনফল উল্লেখ করতে হবে। উদ্দেশ্য/শিখনফল সুনির্দিষ্ট হতে হবে এবং শ্রেণিকক্ষে সরাসরি পরিমাপযোগ্য ও পর্যবেক্ষণযোগ্য হতে হবে। উদ্দেশ্য লেখার সময় কর্মসম্পাদনমূলক ক্রিয়াপদ ব্যবহার করতে হবে। যেমন: ব্যাখ্যা করবে, বিশ্লেষণ করবে, প্রয়োগ করবে, বর্ণনা করবে, উল্লেখকরবে, শনাক্ত করবে, নিরূপণ করবে, তুলনা করবে ইত্যাদি।

- **উপকরণ :** পাঠ সহজ ও বোধগম্যকরণে যেসব উপকরণ ব্যবহার করা হবে তার তালিকা থাকবে। যেমন: চক, ডাস্টার, পাঠ্যপুস্তক, কর্মপত্র, চার্ট, ম্যাপ, মডেল, বাস্তব উপকরণ ইত্যাদি।

- **পদ্ধতি/কৌশল :** শিক্ষার্থীদের পাঠে আগ্রহী, মনোযোগী ও সক্রিয় করে তোলার জন্য পাঠ উস্থাপনের জন্য যথোপযুক্ত পদ্ধতি বা কৌশল উল্লেখ করতে হবে।

- **প্রস্তুতি :** এই সোপানের উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীকে নতুন পাঠের উপযোগী করে তোলা। শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময়, বাড়ির কাজ আদায় ও শ্রেণিবিন্যাস এই পর্বের অন্তর্গত। এই পর্বে নতুন বিষয়বস্তুর সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য পূর্ববর্তী পাঠের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে হবে। শিক্ষার্থীর পূর্ব অভিজ্ঞতা ও আগ্রহ যাচাই করে ছবি, ভিডিও, চার্ট, মডেল, বাস্তব উপকরণ ইত্যাদির সাহায্যে পাঠ ঘোষণা/শিরোনাম লিখে দিতে ও লিখে নিতে বলতে হবে।

- **উপস্থাপন :** এই পর্বে মূল বক্তব্য বা মূল বিষয়বস্তু শিক্ষক কীভাবে শ্রেণিকক্ষে শেখাবেন তার একটি পূর্ণাঙ্গ কার্যপ্রণালি প্রদান করতে হয়। শিক্ষকের শিক্ষণ উদ্দেশ্যের সাথে মিল রেখে বিভিন্ন পদ্ধতি বা কৌশলের ধারাবাহিক ব্যাখ্যা দিতে হয়। এই পর্বে শিক্ষার্থীর নতুন জ্ঞান, ধারণা, সূত্র বা তত্ত্ব, দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ এবং দক্ষতা অর্জনে বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করতে হয়। আকর্ষণীয়ভাবে বিষয়বস্তু উপস্থাপনের জন্য পাঠটিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে ধারাবাহিকভাবে পাঠদানে অগ্রসর হতে হয়। এজন্য শিক্ষার্থীর চাহিদা, বয়স, মেধা, পরিবেশ পরিস্থিতির উপর লক্ষ্য রাখতে হয়। উপস্থাপনের শেষে সারাংশ তৈরি করতে হয়।

- **মূল্যায়ন :** এই পর্বে পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা কতটুকু জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করতে পেরেছে তা যাচাই করা হয়। এজন্য পাঠের উদ্দেশ্যের সাথে মিল রেখে প্রশ্ন বা অভীক্ষা/এম.সি.কিউ প্রণয়নের মাধ্যমে যাচাই করতে হয়।

- **বাড়ির কাজ :** এটি মূল্যায়নের অংশ। এতে পাঠদানের বিষয়বস্তু সম্পর্কিত জ্ঞানের বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য চিন্তামূলক কাজ/ উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্ন প্রদান করা হয়।

- **পাঠ সমাপ্তি :** এই পর্বে পাঠের নির্ধারিত সময় শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উপকরণ গুছিয়ে শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠ সমাপ্তির ঘোষণা দেওয়া হয়।

পাঠ পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব

(Importance & Necessity Of Lesson Plan)

গুরুত্ব

ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং বিষয়ের পাঠ পরিকল্পনার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। নিচে তা উল্লেখ করা হলো-

- কার্যকরি পাঠদান সম্ভব হয়।
- নির্দিষ্ট সময়ের, মধ্যে পাঠদান সম্পন্ন করা যায়।
- পরিকল্পনা করতে শেখায়।
- একাডেমিক ক্যালেন্ডার করার তাগিদ
- শিক্ষাদানকে নিয়ন্ত্রিত, সংগঠিত ও ধারাবাহিক করা যায়।
- পাঠ পরিকল্পনা শিক্ষকের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করে ।
- পাঠদানের যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহনে সহায়ক হয়।
- পাঠদান আকর্ষণীয়, ফলপ্রসূ, সুনির্দিষ্ট ও প্রাসঙ্গিক হয়।
- পাঠ পরিকল্পনা শিক্ষকের শিক্ষাদানের দক্ষতা বৃদ্ধি করে ।
- পূর্ববর্তী ও পরবর্তী পাঠের সমন্বয়ের মাধ্যমে ধারাবাহিকতা বজায় রেখে শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে সহায়ক হয়।
- পাঠের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে শিক্ষকের ধারণা সুস্পষ্ট হয়।
- শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে সর্বোচ্চ ফলাফল অর্জন করানো সম্ভব হয়।
- উপযুক্ত শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও মূল্যায়ন কৌশল নির্বাচন করা যায়।
- সময়ের যথোপযুক্ত ব্যবহার সম্ভব হয়।
- নতুন শিক্ষকদের আত্মবিশ্বাস সৃষ্টিতেপাঠ পরিকল্পনা বিশেষভাবে প্রযোজ্য।
- বাস্তবের সঙ্গে শিক্ষার সংযোগ সৃষ্টি করে, ফলে শিখন বাস্তবমুখী হয়।
- শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে ফলে শিক্ষার্থী আত্মনির্ভর হয়ে ওঠে।
- পাঠ পরিকল্পনা অর্থপূর্ণ ব্যবহারের ফলে শিক্ষণ শিখনে যোগসূত্র স্থাপন করে, ফলে শিখন ফলপ্রসূ হয়।
- শিক্ষার্থীকে শিখনে উদ্দীপ্ত করে, ফলে প্রেষণার সৃষ্টি হয়।
- শিক্ষার্থীর অধিক সংখ্যক ইন্দ্রিয় ব্যবহার নিশ্চিত করে, ফলে শিখন মনোবিজ্ঞান সম্মত হয়।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীর সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ হয় ফলে শিখন উপভোগ্য হয়।

- সমস্যা সমাধানে ও সঠিকভাবে কাজ করার অভ্যাস হয়, ফলে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গঠিত হয়।
- পাঠ পরিকল্পনা দীর্ঘ সময় ধরে শিখনকে মনে রাখা নিশ্চিত করে, ফলে শিখন দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদান সম্ভব হয়।
- স্বল্প মেধা, পশ্চাৎপদ, স্থূলবুদ্ধি, পাঠে ধীরগতি সম্পন্ন শিক্ষার্থীরা শুধু পাঠ্যপুস্তক ওশিক্ষকের বক্তৃতার দ্বারা বিষয়বস্তু অনুধাবন করতে পারে না। শিক্ষা উপকরণ তাদের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখে।
- কঠিন ও জটিল বিষয় সহজ ও বোধগম্য করে তোলা যায়।
- শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ ধরে রাখা যায়।
- শিখনে বৈচিত্র্য আনায়ন করে।
- সময় বাঁচায়।

শ্রেণি শিক্ষণে পাঠ পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা-

শ্রেণি শিক্ষণে সফলতা ও কার্যকারিতা আনয়নে ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং বিষয়ের পাঠ পরিকল্পনার প্রয়োজন৷ নিচে প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরা হলো-

- পাঠের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা যায়।
- শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা যায়।
- শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রমে ধারাবাহিকতা বজায় থাকে।
- কর্মপদ্ধতি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নে সহায়তা করা যায়।
- মনোবিজ্ঞানসম্মতভাবে পাঠ উপস্থাপন করা যায়।
- শিক্ষণে উপযুক্ত পদ্ধতি ও কৌশল ব্যবহার করা যায়।
- শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায়।
- শিক্ষার্থীদের যাচাই করার জন্য মূল্যায়ন কৌশল নির্বাচন করা যায়।
- পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।
- অগ্রগামী শিক্ষার্থীদের শিখনে সহায়তা করা যায়।
- পাঠকে আকর্ষণীয় ও আনন্দদায়ক করে তোলা যায়।
- কার্যকর শিখন সম্ভব হয়।
- যথাসময়ে পাঠ্যসূচি সম্পন্ন করা সম্ভব হয়।
- শিক্ষককে শ্রেণি শিক্ষণে আত্মবিশ্বাসী করে তোলে।

৩.২ পঞ্চ সোপান ও ত্রি-সোপান পাঠ পরিকল্পনার উৎস এবং পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়নের পূর্বশর্তগুলো

পাঠ পরিকল্পনার মূল ধাপ(5 StepsLesson Plan)

শিক্ষা বিজ্ঞানী হার্বার্ট ৫টি ধাপ উল্লেখ করেছেন। পাঠ পরিকল্পনার অনেকগুলো উপাদান থাকলেও এর মূলধাপের সংখ্যা কম। মূলধাপ বলতে পাঠ পরিকল্পনার সেই অংশটিকে বুঝায় যে অংশে শিক্ষক শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করেন।

Johann Friedrich Herbart, (born May 4, 1776, Oldenburgídied Aug. 14, 1841, Göttingen, Hanover), German philosopher and educator.

শিক্ষা বিজ্ঞানী হার্বার্ট যে ৫টি ধাপ উল্লেখ করেছেন, সেইধাপ ৫টি হলো-

১. প্রস্তুতি (Preparation),

২. উপস্থাপন (Presentation)

৩.তুলনাকরণ/ সংযোগ (Association)

৪. সাধারণীকরণ (Generalization) এবং

৫. মূল্যায়ন (Evaluation)।

তবে বর্তমানে সহজ প্রয়োগযোগ্যতার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে ৩ ধাপবিশিষ্ট পাঠ পরিকল্পনাকে প্রধান্য দেওয়া হয়। এগুলো হলো-

- প্রস্তুতি
- উপস্থাপন এবং
- মূল্যায়ন।

এ ধাপগুলোর মধ্যে পাঠ পরিকল্পনার উপাদানগুলোকে বিন্যাস করা হয়ে থাকে। বাড়ির কাজকে এক্ষেত্রে মূল্যায়নের অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়নের পূর্বশর্ত (Pre-Condition Of Lesson Plan)

নবম ও দশম শ্রেণির ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়নে বিশেষ কিছু শর্ত বিবেচনায় নিতে হয়। শর্তগুলো হলো-

- শিক্ষাক্রম সম্পর্কে ধারণা
- শিক্ষার্থী সম্পর্কে ধারণা
- বিষয়ের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ধারণা
- শিখন-শেখানো পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা

- শিক্ষা উপকরণের উৎস ও ব্যবহার পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান
- বরাদ্দকৃত সময় সম্পর্কে সচেতনতা
- পাঠ পরিকল্পনা শ্রেণি উপযোগী হবে।
- সময়ের দিকে লক্ষ্য রেখে পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।
- শিক্ষা সহায়ক উপকরণের ব্যবহার প্রাসঙ্গিক ও যথাযথ হবে।
- বিভিন্ন প্রশ্ন, বিভিন্ন পদ্ধতির ব্যবহার, উদাহরণ, সূত্র ইত্যাদি কোথায় কীভাবে ব্যবহৃত হবে পাঠ পরিকল্পনায় তার উল্লেখ থাকবে।
- পাঠ পরিকল্পনা হবে অংশগ্রহণমূলক অর্থাৎ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণের প্রতিফলন থাকবে।

আলোচনার মাধ্যমে পাঠ পরিকল্পনার নীতিমালা প্রতিষ্ঠিত করবেন যা হেরিংবোন কৌশল নামে পরিচিত।

Why to teach?
What to teach?
When to teach?
How to teach?
How to evaluate?

উপোরোক্ত বিষয়গুলো ছাড়াও পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়নের পূর্বশর্ত হিসেবে নিম্ন লিখিত বিষয়গুলোর কথা বিবেচনায় রাখতে হবে-

১।	শ্রেণি
২।	বিষয়
৩।	পাঠের শিরোনাম
৪।	পাঠের অংশ
৫।	আচরণিক উদ্দেশ্য
৬।	উপকরণ
৭।	কর্মপদ্ধতি/শিখন-শেখানো কার্যাবলি
৮।	শিক্ষা উপকরণ
৯।	মূল্যযাচাই কৌশল (গঠনকালীন/ধারাবাহিক মূল্যযাচাই)

৩.৩ ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং পাঠ পরিকল্পনার সোপানসমূহ

(Herbartian 5 Steps Lesson Plan)

This approach generally known as Herbartian Five steps approach in the procedure of the Herbartian School of pedagogy propagated by *J.F. Herbart* (1776-1841) and his followers.

- **হার্বার্টের পঞ্চ সোপান :**

1. প্রস্তুতি (Preparation)
2. উপস্থাপন (Presentation)
3. অনুষঙ্গস্থাপন (Association)
4. সামাণ্যীকরণ (Generalization)
5. প্রয়োগ/মূল্যায়ন (Application/Evaluation)

- **ত্রি-সোপান ভিত্তিক :**

1.প্রস্তুতি (Preparation)

2. উপস্থাপন (Presentation)

3. প্রয়োগ/মূল্যায়ন (Application/Evaluation)

ইপিসডিক :

১. পাঠ সূচনা (catch Episode)

২. শিখন-শেখানো কার্যক্রম (Teach and Work Episode)

৩. মূল্যায়ন (Review Episode)

- SMART শব্দ কৌশল :

S-Specific (সুনির্দিষ্ট), M-Measurable (পরিমাপযোগ্য) A-Achievable (অর্জনযোগ্য), R-Realistic (বাস্তবিক) T-Timebound (সময়ানুগ/সময়সচেতন)

পাঠ পরিকল্পনা কাঠামো (Lesson Plan Structure/Formate)

পাঠদানের বিভিন্ন পর্যায় বা স্তরগুলোকে সুবিন্যস্তভাবে পাঠটীকার অন্তর্ভুক্ত করার জন্য একটি সুসংহত Format বা কাঠামোর প্রয়োজন। পাঠটীকার প্রণয়নের কোনো একক কাঠামো নেই। প্রয়োজনভেদে ও বিষয়ভেদে সুবিধা অনুযায়ী বিভিন্ন কাঠামো অনুসৃত হতে পারে। নিম্নে কয়েকটি ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং বিষয়ের নমুনা কাঠামো তুলে ধরা হলো। শিক্ষক প্রয়োজন ও সুবিধা অনুযায়ী কাঠামো অনুসরণ করবেন।

পাঠ পরিকল্পনা প্রচলিত কাঠামোর ছক - ১

প্রতিষ্ঠানের নাম:		
প রি চি তি	প্রতিষ্ঠানের নাম: ..... শ্রেণি: ..... শিক্ষার্থী সংখ্যা: ..... শিক্ষকের নাম:	বিষয়: ..... পাঠশিরোনাম: ..... তারিখ: ..... সময়: .....
শিখনফল	এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা– ১। ২। ৩।	
উপকরণ		
পদ্ধতি ও কৌশল		
প্রস্তুতি		
উপস্থাপন/ শিখন-শেখানো কার্যাবলি		
মূল্যায়ন		
নির্দেশিত কাজ / বাড়ির কাজ		
পাঠ সমাপ্তি		

সেসিপ প্রকল্প কতৃক পরিমার্জিত এনসিটিবি ও মাউশি স্বীকৃত পাঠপরিকল্পনা

পাঠ পরিকল্পনা-০০

শ্রেণি:নবম-দশম **বিষয়: ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং** **সময়: ৫০ মিনিট**

অধ্যায়-১: **পাঠ ১-২:**

শিখনফল	শিখন-শেখানো কার্যাবলি	শিখন অর্জন যাচাই	শিক্ষোপকরণ
		বাড়ির কাজ:	

সকলকে ধন্যবাদ

পাঠের অন্যান্য বিবেচ্য বিষয়	**শিক্ষকের আত্ম প্রতিফলন**	**তারিখ-**

প্রয়োজনীয় ছবি/ ভিডিও লিংকঃ https://www.google.com/search?hl=en&site=imghp&tbm

https://www.google.com/search?hl=en&site=imghp&tbm=isch&source

বর্তমান তথ্য প্রযুক্তির যুগে পাঠ টীকা প্রণয়নের ক্ষেত্রে (ডিজিটাল কনটেন্ট)
মাল্টিমিডিয়ায় স্লাইডভিত্তিক পাঠ পরিকল্পনা কাঠামোর ছক- ৩

ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরির পরিকল্পনা	স্লাইড-১ শুভেচ্ছা (Animation ছাড়া)
স্লাইড-২ শিক্ষক পরিচিতি (নাম, পদবী, প্রতিষ্ঠানের নাম, আইডি, মেইল)	স্লাইড-৩ পাঠ পরিচিতি (বিষয়, শ্রেণি, অধ্যায়, সময়, তাং) (Animation ছাড়া)
স্লাইড-৪পূর্বজ্ঞান যাচাই ৪টি দেশীয় ছবি/ভিডিও/সারণি (১-১ করে আসবে তারপর caption)	স্লাইড-৫ পাঠ শিরোনাম/ আজকের পাঠ(ছোট ফন্ট), শিরোনাম
স্লাইড-৬ শিখন ফল ২-৩-৪টি। বইয়ের ধারাবাহিকতা বজায়	স্লাইড-৭ একক কাজ এর ক্লু
স্লাইড-৮ একক কাজ প্রদান সময়সহ	স্লাইড-৯একক কাজ এর সমাধান
স্লাইড-১০ জোড়ায় কাজ এর ক্লু	স্লাইড-১১ জোড়ায় কাজ প্রদান সময়সহ
স্লাইড-১২ জোড়ায় কাজের সমাধান	স্লাইড-১৩ দলীয় কাজ এর ক্লু
স্লাইড-১৪ দলীয় কাজ প্রদান সময়সহ	স্লাইড-১৫ দলীয় কাজের সমাধান
স্লাইড-১৬: মূল্যায়ন ১,২,৩ (M.C.Q) এর মাধ্যমে জ্ঞান, অনুধাবন ও প্রয়োগ এর)	স্লাইড-১৭: বাড়ির কাজ (উচ্চতর দক্ষতার)

পাঠ পরিকল্পনা-নমুনা

প রি চি তি	বিদ্যালয়ের নাম ঃ ০০ শিক্ষকের নাম ঃ ০০ রোল নং ঃ ০০ শিক্ষাবর্ষ ঃ ০০ শিক্ষার্থীর মোট সংখ্যা ঃ ০০	বিষয়ঃ ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং শ্রেণিঃ-৯ম পাঠ শিরোনামঃ মুদ্রা। সময়ঃ ৪৫ মিঃ তারিখঃ ০০

- ✓ শিখনফল ঃ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-
    ১) মুদ্রা কী তা বলতে পারবে ।
    ২) মুদ্রা ও ব্যাংকের সম্পর্ক উল্লেখ করতে পারবে ।
    ৩) ব্যাংকের প্রধান কার্যাবলিগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবে ।
- ✓ সহায়ক সামগ্রী / উপকরণ ঃ ল্যাপটপ, ইনডিকেটর, হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, পোস্টার ও প্রজেক্টর।
- ✓ ব্যবহৃত পদ্ধতি / কৌশল ঃ একক কাজ, জোড়ায় কাজ, দলীয় কাজ ।
- ✓ প্রস্তুতিঃ..... সময়ঃ ৫মিনিট

যথাসময়ে শ্রেণীকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করব। শিক্ষার্থীদের জোড়া নির্ধারণ করবো এবং চেষ্টা করব ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থী মিশ্রিত রাখতে। দলনেতার মাধ্যমে পূর্বের ক্লাসে প্রদত্ত নির্দেশিত বাড়ির কাজ আদায় করবো। এরপর শিক্ষার্থীদের পাঠ সংশ্লিষ্ট পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের জন্য চিত্র দেখিয়ে পাঠ সংশ্লিষ্ট কিছু প্রশ্ন করবো।

১) পণ্য সামগ্রি কিসের মাধ্যমে ক্রয় বিক্রয় করা হয় ?
২) কোনটির জন্য ব্যাংক ব্যবস্থা চালু হয়েছে ?
৩) কোনটি কে ব্যবসায়ের রক্তের সাথে তুলনা করা যায় ?

- ✓ তাহলে আমাদের আজকের পাঠের শিরোনাম **মুদ্রা** বলে শিরোনামটি বোর্ডের মাঝে লিখে দিব এবং শিক্ষার্থীদেরকেও নিজ খাতায় লিখে নিতে বলবো।
- ✓ উপস্থাপনঃ..... ২৫মিনিট।

সংক্ষিপ্ত বক্তৃতাঃ পাঠ সংশ্লিষ্ট সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা / কনটেন্ট প্রদর্শন..... ৩ মিনিট

- ➢ পর্ব-১ঃ একক কাজ (মুদ্রা কী)..... ২ মিনিট

সম্ভাব্য উত্তরঃ- মুদ্রা একটি বিনিময়ের মাধ্যম, যা সবার নিকট গ্রহণীয় এবং যা মুল্যের পরিমাপক ও সঞ্চয়ের বাহন হিসাবে কাজ করে

পর্ব-২ঃ জোড়ায় কাজ (মুদ্রা ও ব্যাংকের মধ্যে সম্পর্ক কী?)..... ৪ মিনিট

- ➢ সম্ভাব্য উত্তরঃ-মুদ্রা প্রচলনের পরপরই ব্যাংক এর জন্ম হয় তাই মুদ্রাকে ব্যাংক ব্যবস্থার জননী বলা হয়। মুদ্রার যথাযথ ব্যবহার ও সংরক্ষণের জন্য ব্যাংকের ভূমিকা অপরিসীম। তাই বলা হয় মুদ্রা ছাড়া যেমন ব্যাংক চলতে পারেনা তেমনি ব্যাংক ছাড়া মুদ্রার ব্যবহার সীমিত।

- ➢ পর্ব-৩ঃ দলীয় কাজ (ব্যাংকের প্রধান কার্যাবলিগুলো কী কী?)..... ৮ মিনিট
- ➢ সম্ভাব্য উত্তরঃ- ব্যাংকের প্রধান কার্যাবলি হলো-১. জনগণের নিকট থেকে অর্থ/আমানত সংগ্রহ ২. ঋণদান ৩.বাট্টকরণ ও বিনিময় বিলে স্বীকৃতি ৪. বৈদেশিক বাণিজ্যে অর্থায়ন ও প্রত্যয়ন ৫.অর্থ স্থানান্তর. ।
- ✓ শিক্ষার্থীর শিখন মূল্যায়নঃ..... ৮মিনিট

  ১. মুদ্রা কী?

  ২. ব্যাংকের একটি প্রধান কার্যাবলি বল ?
- ✓ পাঠের সময় শেষ হওয়ার ২ মিনিট পূর্বে বাড়ির কাজ দিব।
- ✓ বাড়ির কাজঃ মুদ্রা আমাদের কী কী কাজে লাগে তার একটি তালিকা তৈরি করে আনবে?
- ✓ পাঠ সমাপ্তঃ ঘন্টা বাজার সাথে সাথে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে শ্রেণিকক্ষ ত্যাগ করব।

পাঠ পরিকল্পনা- নমুনা

<table>
<tr><td colspan="2">প্রতিষ্ঠানের নামঃ ক
শ্রেণিঃ
শিক্ষার্থী সংখ্যাঃ ০০০
শিক্ষকের নামঃ খ</td><td>বিষয়ঃ ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং
অধ্যায়ঃ ক
সময়ঃ ৫০ মিনিট
তারিখঃ ০০০</td></tr>
<tr><td>উপকরণ</td><td colspan="2">বই, পোস্টার, মার্কার, ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর</td></tr>
<tr><td>পদ্ধতি</td><td colspan="2">অংশগ্রহণমূলক, (আলোচনা, প্রশ্নোত্তর, সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা)</td></tr>
<tr><td colspan="2">

স্লাইড-১</td><td>স্লাইড-২
</td></tr>
<tr><td colspan="2">আজকের পাঠ
নগদ প্রবাহ বিবরণী
(অংশ বা খাতসমূহ)

স্লাইড-৩</td><td>শিখনফল
এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা.....
❑ পরিচালন কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহ বলতে কী বোঝায় তা বলতে পারবে।
❑ বিনিয়োগ কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহ বলতে কী বোঝায় তা উল্লেখ করতে পারবে।
❑ অর্থসংস্থান কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহ বলতে কী বোঝায় তা লিখতে পারবে।
স্লাইড-৪</td></tr>
</table>

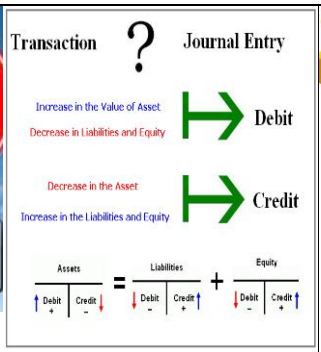

স্লাইড-৫

একক কাজ .....সময় ৩ মিঃ

- পরিচালন কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহ বলতে কী বোঝায় লিখুন।

স্লাইড-৬

সমাধানঃ প্রতিষ্ঠানের মূখ্য ও স্বাভাবিক কার্যকলাপ থেকে কি পরিমাণ নগদ অর্থের প্রবাহ ঘটেছে তাই পরিচালন কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহ।

স্লাইড-৭

স্লাইড-৮

জোড়ায় কাজ----------সময় ৫মিঃ

বিনিয়োগ কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহ বলতে কি বোঝায় লিখুন।

স্লাইড-৯

সমাধানঃ প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত লেনদেন হতে কি পরিমাণ নগদ অর্থের প্রবাহ ঘটেছে তাই বিনিয়োগ কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহ।

স্লাইড-১০

স্লাইড-১১

দলীয় কাজ----------সময় ৮মিঃ

অর্থসংস্থান কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহ বলতে কি বোঝায় লিখুন।

স্লাইড-১২

সমাধানঃ প্রতিষ্ঠানের মূলধন কাঠামোতে নগদ অর্থের কি পরিমাণ পরিবর্তন ঘটেছে তাই অর্থসংস্থান কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহ।

স্লাইড-১৩

মূল্যায়ন (সময় -১০ মিনিট)

১. পরিচালন কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহ বলতে কী বোঝায়?
২. বিনিয়োগ কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহ বলতে কী বোঝায়?
৩. অর্থসংস্থান কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহ বলতে কী বোঝায়?

স্লাইড-১৪

বাড়ির কাজ

নগদ প্রবাহ নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে যুক্তি দেখাও।

স্লাইড-১৫

৩.৪ পাঠ পরিকল্পনার সক্রিয় অংশগ্রহণ ও শিক্ষনফল প্রতিফলনের মাধ্যমে শিক্ষাদানের সফলতা মূল্যায়ন

একটি সার্থক ও ফলপ্রসূ পাঠদান নির্ভর করে শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের উপর। স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের উপর নির্ভর করে সঠিক পাঠ পরিকল্পনা ও তা শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগের উপর । শিক্ষক শ্রেণিতে কি পড়াবেন, কিভাবে পড়াবেন, কি উপকরণ ব্যবহার করবেন, কিভাবে মূল্যায়ন করবেন সবকিছু পাঠপরিকল্পনায় সন্নিবেশিত থাকে এর ফলপ্রসূ প্রয়োগের উপর সক্রিয় অংশগ্রহণ ও শিখনফল প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়। শ্রেণির মূল্যায়ন সাধারণত সংক্ষিপ্ত, সংক্ষিপ্ত চিন্তামূলক হয়ে থাকে। মূল্যায়নের মাধ্যমে পাঠের সফলতা নিরূপণ করা হয় সুতরাং মূল্যায়ন অবশ্যই শিখনফল অনুযায়ী হবে। বস্তুত শিক্ষণ উদ্দেশ্যের কতটুকু শিক্ষার্থীরা অর্জন করতে পেরেছে তা নির্ণয়ের জন্য তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার ধারাবাহিক প্রক্রিয়াই হলো মূল্যায়ন।

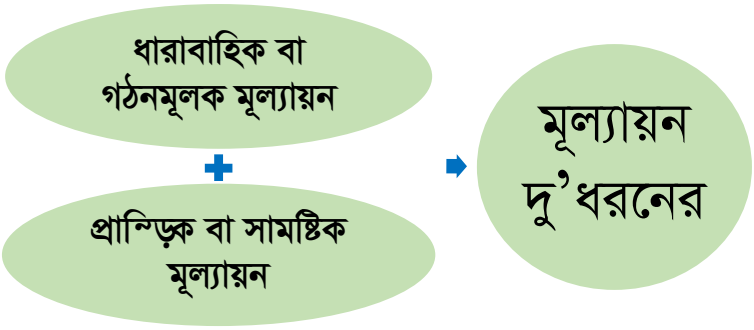

ক) ধারাবাহিক বা গঠনমূলক মূল্যায়ন (Formative Evaluation)

- একটি চলমান ও অবিরত প্রক্রিয়া।
- এ ধরনের মূল্যায়ন নমনীয় প্রকৃতির
- শিক্ষার্থীর সফলতা ও দুর্বলতা নির্ণয় করে সারিয়ে তোলার নির্দেশ প্রদানের জন্য এই মূল্যায়ন ব্যবহৃত হয়।
- শিক্ষাক্রমের পরিমার্জন ও নবায়ন করা যায়।
- শিক্ষক সম্পূর্ণ কোর্স সমাপ্তির পূর্বেই দুর্বলতা নির্ণয় করে তার শিক্ষণ পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনয়ন করতে পারেন।
- এ মূল্যায়ন বার বার বা ঘন ঘন করতে হয় বলে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন ভীতি কমে যায়।
- এ মূল্যায়ন প্রক্রিয়া আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক দুধরনের হতে পারে।

খ) প্রান্তিক বা সামষ্টিক মূল্যায়ন (Summative Evaluation)

- কোনো ইউনিট বা কোর্সের পূর্ণ মেয়াদান্তে শেষ মূল্যায়ন
- এ মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর গ্রেড প্রদান করা হয় বা পাস/ফেল নির্ধারণ করা হয় এবং সনদপত্র প্রদান করা হয়

- এ মূল্যায়নের পর ফলাবর্তন বা ফিডব্যাক প্রদান করা হয় না বলে ভুলত্রুটি সংশোধনের কোনো সুযোগ থাকে না
- এ ধরনের মূল্যায়ন অনমনীয় এবং প্রধানত আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পন্ন হয়।

শিক্ষার্থীর কৃতিত্ব মূল্যায়ন

মূল্যায়ন শিক্ষা প্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য অংশ। শিক্ষায় ও মনোবিজ্ঞানে এর প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। মূল্যায়ন শিক্ষা প্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য অংশ। কোনো বিষয়ে শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি বা কৃতিত্ব, বুদ্ধির বিকাশ, ব্যক্তিত্বের বিকাশ, ক্ষমতা ও প্রবণতা ইত্যাদি বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে একজন বা একদল শিক্ষার্থীকে মূল্যায়ন করা যেতে পারে। শিক্ষার গুণগত মানের স্বরূপ নির্ধারণেও মূল্যায়নের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

মূল্যায়ন সংশ্লিষ্ট কয়েকটি পদ

মূল্যায়ন সংশ্লিষ্ট এমন অনেক শব্দ রয়েছে যেগুলো অনেকক্ষেত্রে আমরা মূল্যায়নের সমার্থক হিসেবে ব্যবহার করে থাকি। প্রকৃতপক্ষে এসব শব্দের অর্থ মূল্যায়ন থেকে ভিন্ন। তবে সার্বিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় এসব শব্দের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। নিচে এ ধরনের কয়েকটি প্রয়োজনীয় শব্দের ব্যাখ্যা প্রদান করা হলো-

- **পরীক্ষা :** যে কোন একটি বিষয়ে বা কতকগুলো বিষয়ে একজন শিক্ষার্থীর অর্জিত সামর্থ্য বা কৃতিত্ব যাচাইয়ের প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি।
- **অভীক্ষা :** কোনো বিষয়ে একজন বা একদল শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ পরিমাপের উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত ও প্রণীত একগুচ্ছ প্রশ্ন বা কাজের নামই অভীক্ষা। প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় বিদ্যালয়ে বিভিন্ন পরীক্ষায় বিভিন্ন বিষয়ের যে প্রশ্ন তৈরি করা হয় সেগুলো এক একটি অভীক্ষা।
- **পরিমাপ :** একজন শিক্ষার্থী কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে কী পরিমাণ জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ অর্জন করেছে তার সংখ্যাগত পরিমাণ নিরূপণ হলো পরিমাপ। যেমন- মনা বার্ষিক পরীক্ষায় অংকে ৮০ নম্বর পেয়েছে। এটাই হলো অংকে মনার শিখন অগ্রগতির পরিমাপ। পরিমাপ মূল্যায়নে সহায়ক।
- **মূল্যযাচাই :** শিখন ও শিক্ষণের গুণগত ও পরিমাণগত পরিমাপের জন্য যে কৌশল অবলম্বন করা হয় সেটা হলো মূল্যযাচাই। বিভিন্ন ধরনের মূল্যায়ন কৌশল, নির্ধারিত কাজ, প্রজেক্ট প্রদান বা ধারাবাহিক মূল্যায়নের মাধ্যমে শিখন-শিক্ষণের অগ্রগতি মূল্যায়ন করা যায়।

- **কৃতিত্ব অভীক্ষা :** কোন নির্ধারিত শিক্ষণীয় বিষয়ে একজন বা একদল শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি হলো তার বা তাদের ঐ বিষয়ের কৃতিত্ব। আর যে অভীক্ষার সাহায্যে এই কৃতিত্ব পরিমাপ করা হয় তাকে বলে কৃতিত্ব অভীক্ষা। বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত ষান্মাসিক ও বার্ষিক পরীক্ষা এ অভীক্ষার উদাহরণ।

শিক্ষায় মূল্যায়ন ও পরিমাপের মধ্যে পার্থক্য-(Measurement & Evaluation)

মূল্যায়ন ও পরিমাপ শব্দ দুটি অনেক ক্ষেত্রে একই অর্থে ব্যবহৃত হলেও বাস্তবে এ দুটি ধারণা পৃথক। মূল্যায়নের প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করতে হলে পরিমাপের সাথে এর পার্থক্যগুলো জানা প্রয়োজন।

- **মূল্যায়ন ব্যাপক কিন্তু পরিমাপ সংকীর্ণ :** শিক্ষা ক্ষেত্রে মূল্যায়ন উদ্দেশ্যমুখী। অর্থাৎ শিক্ষার সার্বিক উদ্দেশ্য অর্জন সম্পর্কিত মূল্যবিচার হচ্ছে মূল্যায়নের কাজ। পরিমাপও উদ্দেশ্যমুখী, তবে অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ। যেমন- আমরা যখন কোনো নির্দিষ্ট শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বাংলার পারদর্শিতা পরিমাপ করি তখন কেবল এ শ্রেণির বাংলা শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলো কতটা অর্জিত হয়েছে সেটাই বিবেচনা করি। অন্যদিকে মূল্যায়নে সামগ্রিকভাবে শিক্ষার লক্ষ্য কতটা অর্জিত হয়েছে তা বিবেচনা করা হয়।
- **মূল্যায়ন সার্বিক কিন্তু পরিমাপ বিচ্ছিন্নধর্মী :** মূল্যায়ন সার্বিক গুণসম্পন্ন, কিন্তু পরিমাপ বিচ্ছিন্নধর্মী। মূল্যায়ন শিক্ষার্থীর দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, বৌদ্ধিক ইত্যাদি বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের পরিমাপ করে। আর পরিমাপ এক একটি বৈশিষ্ট্য বা বিষয়ের অর্জন বা শিখন অগ্রগতি পরিমাপ করে।
- **মূল্যায়ন গুণগত ও পরিমাণগত কিন্তু পরিমাপ কেবল পরিমাণগত :** মূল্যায়নে শিক্ষার্থীর কোনো বৈশিষ্ট্যের পরিমাণগত ও গুণগত উভয় দিক বিচার করা হয়। অন্যদিকে পরিমাপ হলো কোন বৈশিষ্ট্যের পরিমাণগত বিচার। যেমন- একজন শিক্ষার্থী ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং বিষয়ে ৬০% নম্বর পেয়েছে। এটাতার ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং বিষয়ের জ্ঞানের পরিমাপ। আর এর ভিত্তিতে এবং অন্যান্য মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার সাহায্যে যদি বলা হয় ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং বিষয়ে তার কৃতিত্ব সন্তোষজনক তবে সেটা মূল্যায়ন।
- **মূল্যায়ন ধারাবাহিক প্রক্রিয়া, কিন্তু পরিমাপ বিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া :** মূল্যায়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। অন্যদিকে পরিমাপ সম্পূর্ণরূপে সাময়িক ব্যবস্থা। একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর কোনো বিষয়ে শিক্ষার্থীর কতটুকু শিখন অগ্রগতি হয়েছে সেটাই হলো পরিমাপের উদ্দেশ্য। অন্যদিকে মূল্যায়ন কোনো সাময়িক প্রক্রিয়া নয়, বরং এটি একটি অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া।

কৃতিত্ব মূল্যায়ন কৌশল ও অভীক্ষা নির্বাচনে বিবেচিত বিষয়শিক্ষার্থীর কৃতিত্ব পরিমাপের বিভিন্ন অভীক্ষা ও কৌশলগুলোর উপযোগিতা সকল ক্ষেত্রে সমান নয়। শিক্ষার্থীর ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য পরিমাপে এক একটি অভীক্ষার প্রয়োগশীলতা এক এক রকম। উপযুক্ত মূল্যায়ন কৌশল নির্বাচনের উপরই শিক্ষার্থীর কৃতিত্ব মূল্যায়নের গুণগতমান অনেকখানি নির্ভরশীল। নিচে কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপিত হলো যা উপযুক্ত অভীক্ষা এবং কৌশল নির্ণয়ে সহায়ক হবে। প্রশ্নগুলো হলো :

- কী উদ্দেশ্যে মূল্যায়ন করা হবে?
- নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য মূল্যায়নের জন্য নিচের কোন অভীক্ষা ব্যবহৃত হবে?
    - লিখিত পরীক্ষা
    - মৌখিক পরীক্ষা
    - কর্মসম্পাদন করতে দিয়ে
    - পর্যবেক্ষণ
    - দলিল দস্তাবেজ নিরীক্ষা

- যদি লিখিত পরীক্ষা নেওয়া হয় তবে সেটা রচনামূলক হবে, নাকি নৈর্ব্যক্তিক হবে?
- নির্ধারিত অভীক্ষাটি আদর্শায়িত হবে, নাকি শিক্ষক নিজে প্রস্তুত করবেন?
- যদি শিক্ষক নিজে অভীক্ষা তৈরি করেন তবে সেটা কী ধরনের হবে?
- যদি আদর্শায়িত অভীক্ষা ব্যবহৃত হয় তবে সেটা কোথা থেকে সংগ্রহ করা হবে।
- যদি লিখিত অভীক্ষার বাইরে অন্য কোনো অভীক্ষা ব্যবহৃত হয় তবে সেগুলো কিভাবে তৈরি করা হবে?

শিক্ষার্থীর কৃতিত্ব মূল্যায়নে উপযুক্ত কৌশল ও অভীক্ষা নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ শিক্ষার সকল উদ্দেশ্য একই কৌশল বা অভীক্ষা দ্বারা মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়, আবার উচিত ও নয়। এজন্য মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম প্রয়োজন উদ্দেশ্য নিরূপণ করা যাতে করে উদ্দেশ্যের সাথে মূল্যায়ন কৌশলটি খাপ খায়। উদাহরস্বরূপ আপনি যদি শিক্ষার্থীর চলিত ভাষায় কথা বলার দক্ষতা পরিমাপ করতে চান তবে সেক্ষেত্রে মৌখিক পরিমাপ উত্তম। আবার শিক্ষার্থীদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণ পরিমাপ করতে হলে তাদের কর্মসম্পাদন করতে দিয়ে পর্যবেক্ষণ করা উত্তম।

স্ব-মূল্যায়ন (Self Evaluation)

কোনো কাজ করতে গেলে আমরা তার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য নির্ধারণ করি। কাজটি করার জন্য আমরা অনেক সময় বিভিন্ন ধাপে ভাগ করি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সময় নির্ধারণ করি। আমরা কাজটি সমাপ্ত করার পর পূর্ব নির্ধারিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের কত কাছাকাছি পৌঁছাতে পারলাম তা বিবেচনা করি এবং কীভাবে আরো ভালো করতে পারতাম তা নিয়ে চিন্তা করি। ব্যক্তি কর্তৃক কোনো ক্রিয়া কর্মে তার ভূমিকা, দক্ষতা, কৌশল প্রয়োগ, কাজ করার তৃপ্তি ইত্যাদি নির্ধারণ ও তা অর্জনের মাত্রা নির্ধারণ এবং কর্মসম্পাদনের পর এর উন্নয়নে কী করণীয় তা ঠিক করাই স্ব-মূল্যায়ন।

স্ব-মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা (Necessity of Self Evaluation)

শিক্ষক ব্যক্তিগতভাবে এবং পেশাগত দিক থেকে তার উন্নয়নসাধন করে যা শিক্ষণ শিখনকে ফলপ্রসূ করে। এটা কর্মপরিবেশে অন্যের সাথে সু-সম্পর্ক তৈরি এবং নিজের ভবিষ্যৎ উন্নয়নে সাহায্য করে।

শিক্ষক হিসেবে নিজেকে নিয়োজিত করার জন্য স্ব-মূল্যায়নের ক্ষেত্রসমূহ :

- পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা
- কাজে আগ্রহ
- কাজ করার জন্য উৎসাহ ও কর্মচঞ্চলতা
- ব্যক্তিত্ব
- চাপের মধ্যে কাজ করার ক্ষমতা
- জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা
- সমন্বয় সাধন করার ক্ষমতা
- সততা

- আন্তঃব্যক্তিক দক্ষতা
- নির্ভরযোগ্যতা
- শক্তি
- নেতৃত্ব

স্ব-মূল্যায়ন থেকে আমরা কী শিখি?

Luft (১৯৬৯) বলেন, একজন ব্যক্তি নিজের সম্পর্কে এবং পেশাগত আচরণ সংক্রান্ত বিষয়ে চার ধরনের তথ্য জানতে পারে।

- নিজের উন্মুক্ত ক্ষেত্রসমূহ (Open self or public area)
- নিজের লুকায়িত ক্ষেত্রসমূহ (Secret self or hidden area)
- অন্ধকারাচ্ছন্ন ক্ষেত্রসমূহ (Blind self or blind area)
- অজানা/অনাবিষ্কৃত ক্ষেত্রসমূহ (Undiscovered self or unknown area)

নিজে যা জানি	নিজে যা জানি না
উন্মুক্ত ক্ষেত্র- তুমি যা জান এবং অন্যরা যা জানে	অন্ধ ক্ষেত্র- তুমি জান না কিন্তু অন্যরা জানে
লুকায়িত ক্ষেত্র- তুমি যা জান অন্যরা জানে না	অজানা ক্ষেত্র- তুমি ও অন্যরা জানে না

প্রশ্নমালা

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। পাঠ পরিকল্পনার ধারণা লিখুন।
২। পাঠপরিকল্পনার ধাপগুলো উল্লেখ করুন।
৩। হার্বার্টের পঞ্চসোপান কী কী?
৪। পাঠপরিকল্পনা প্রণয়নের পূর্বশর্তসমূহ লিখুন।

রচনামূলক প্রশ্ন-

১। শ্রেণি পাঠদানে পাঠপরিকল্পনার উপযোগিতা লিখুন।
২। ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং বিষয়ের সোপান অবলম্বনে একটি ৫০ মিনিটের উপযোগী পাঠপরিকল্পনা প্রস্তুত করুন।
৩। "শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং শিখনফল প্রতিফলনের মাধ্যমে শিক্ষাদানের সফলতা" এর ক্ষেত্রে পাঠপরিকল্পনার যথার্থতা নিরূপণ করুন।

ইউনিট ৪ : শিক্ষা উপকরণ তৈরি, সংগ্রহ, উন্নয়ন ও ব্যবহার

(Teaching Aids)

শিক্ষণ শিখন কার্যক্রমে বিষয়বস্তুকে সহজ,আকর্ষণীয়, বোধগম্য করে তোলা, শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ধরে রাখা, এজন্য শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে নানা রকম বস্তু, উপকরণ বা শিখন সামগ্রী ব্যবহার করেন। বর্তমান সময়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আধুনিক শিক্ষাউপকরণ ব্যবহার করা হচ্ছে। তবে সব শিখন পরিবেশে এগুলো সমভাবে ব্যবহারোপযোগী নয়। অর্থাৎ শিখন পরিবেশভেদে এগুলোর উপযোগিতা বিভিন্নরকম। কোনোটি ব্যক্তিনির্ভর স্বশিখনের জন্য বেশি কার্যকরী, আবার কোনটি দলগত শিখনে অধিকতর প্রয়োগযোগ্য।এছাড়া শিক্ষাদান প্রক্রিয়ার বিভিন্নতার ভিত্তিতেও বিভিন্ন ধরনের শিখন সামগ্রী ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবে শিখন সামগ্রীগুলো যে ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হোক না কেন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো সুনির্দিষ্ট শিখন উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে উপযুক্ত ও যথাযথ শিখন-শেখানো সামগ্রী নির্বাচন। তারপর যেটি বিবেচ্য তা হলো গুণগত মানসম্পন্ন শিখন সামগ্রী প্রণয়ন। কতকগুলো বিষয় বিবেচনার মাধ্যমে উপযুক্ত শিখন-শেখানো সামগ্রী নির্বাচন করা যেতে পারে।

এই ইউনিটের আলোচ্য বিষয়গুলি-

৪.১ শিক্ষা উপকরণের ধারণা ও প্রয়োজনীয়তা
৪.২ শিক্ষা উপকরণের শ্রেণি বিভাগ ও উৎসসমূহ
(স্বল্পমূল্যে, বিনামূল্যে, সহজলভ্য, অপ্রতুল ও দুষ্প্রাপ্য)
৪.৩ শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারের নিয়মাবলি , শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার, ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ
৪.৪ শিক্ষোপকরণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে সমস্যা ও সমাধান

৪.১ শিক্ষা উপকরণের ধারণা ও প্রয়োজনীয়তা

(Concept & Necessity Of Teaching Aids)

ধারণা(Concept)

শিক্ষণ শিখন কার্যক্রমে বিষয়বস্তুকে সহজ, আকর্ষণীয়, বোধগম্য করে তোলা, শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ধরে রাখা, এজন্য শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে নানা রকম বস্তু, উপকরণ বা শিখন সামগ্রী ব্যবহার করেন। এগুলি শিক্ষা উপকরণ বর্তমান সময়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আধুনিক শিক্ষাউপকরণ ব্যবহার করা হচ্ছে শিক্ষণ শিখন কার্যক্রমে বিষয়বস্তুকে সহজ, আকর্ষণীয়, বোধগম্য, ফলপ্রসূ ও শিখন স্থায়ী করার জন্য শিক্ষক যেসব বস্তুগত বা অবস্তুগত উপকরণ ব্যবহার করেন তাকে শিক্ষা উপকরণ বলে। বিষয়বস্তুকে মূর্ত করার ক্ষেত্রে শিক্ষা উপকরণের ব্যবহার অনস্বীকার্য।

শিক্ষা উপকরণের প্রয়োজনীয়তা (Necessity Of Teaching Aids)

চীন দেশে একটি প্রবাদ আছে, একহাজার শব্দ ব্যবহার করে যা বোঝানো যাবে না একটি ভালো ছবির সাহায্যে তা বোঝানো সম্ভব । আমরা নিচের ছবিটি লক্ষ্য করি -----

ইমেজটি ব্যবহার করে সহজেই পাঠ ঘোষণা বা পাঠ উপস্থাপনা করা যায়। একজন শিক্ষক এটি প্রদর্শন করে 'তোমরা কী দেখতে পাচ্ছ?' প্রশ্নের মাধ্যমে পরিবেশ দূষণ বা পানি দূষণ বিষয়বস্তুর পাঠঘোষণা শিক্ষার্থীদের করাতে পারেন। আবার, ইমেজটি প্রদর্শন করে পাঠ উপস্থাপনায় দলীয় কাজের মাধ্যমে 'তোমরা দূষণের কী কারণ দেখতে পাচ্ছ? এজন্য কারা দায়ী?' এবং এর প্রতিকারের উপায়গুলো' অনুশীলন করানো যায়।

শিক্ষা উপকরণের প্রয়োজনীয়তা

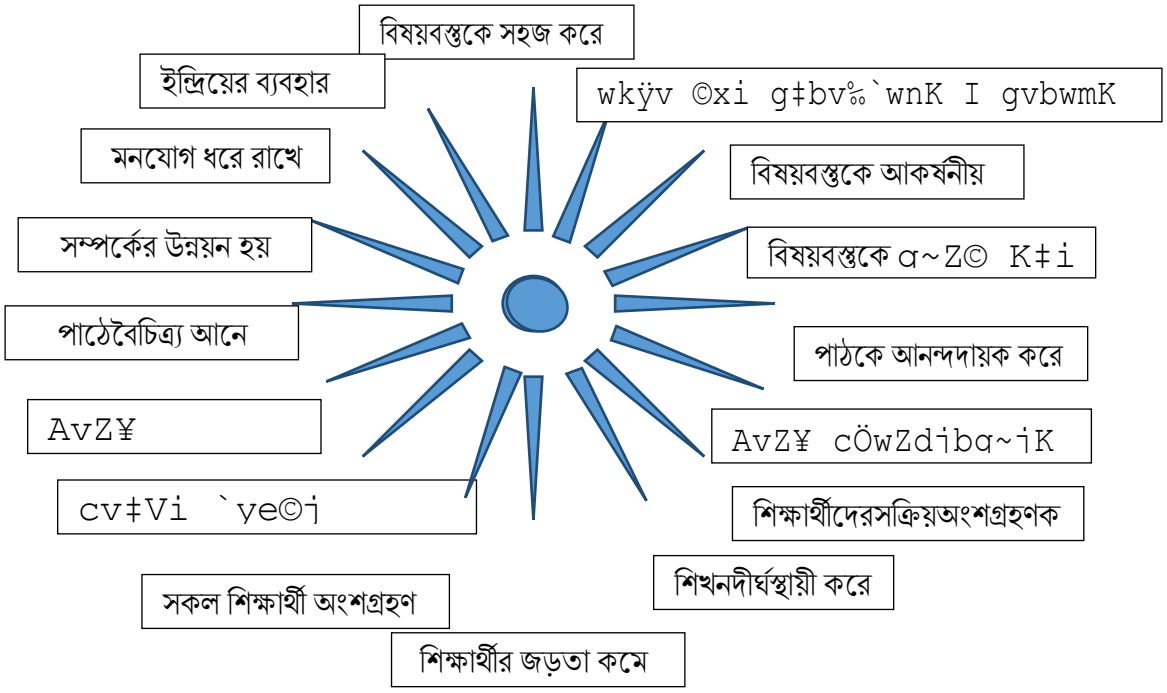

৪.২ শিক্ষা উপকরণের শ্রেণিবিভাগ ও উৎসসমূহ

(Classification of Teaching Aids)

(স্বল্পমূল্যে, বিনামূল্যে, সহজলভ্য, অপ্রতুল ও দুষ্প্রাপ্য)

শিক্ষা উপকরণের প্রকারভেদ বা ধরন (Classificationof Teaching Aids)

শিক্ষা উপকরণ

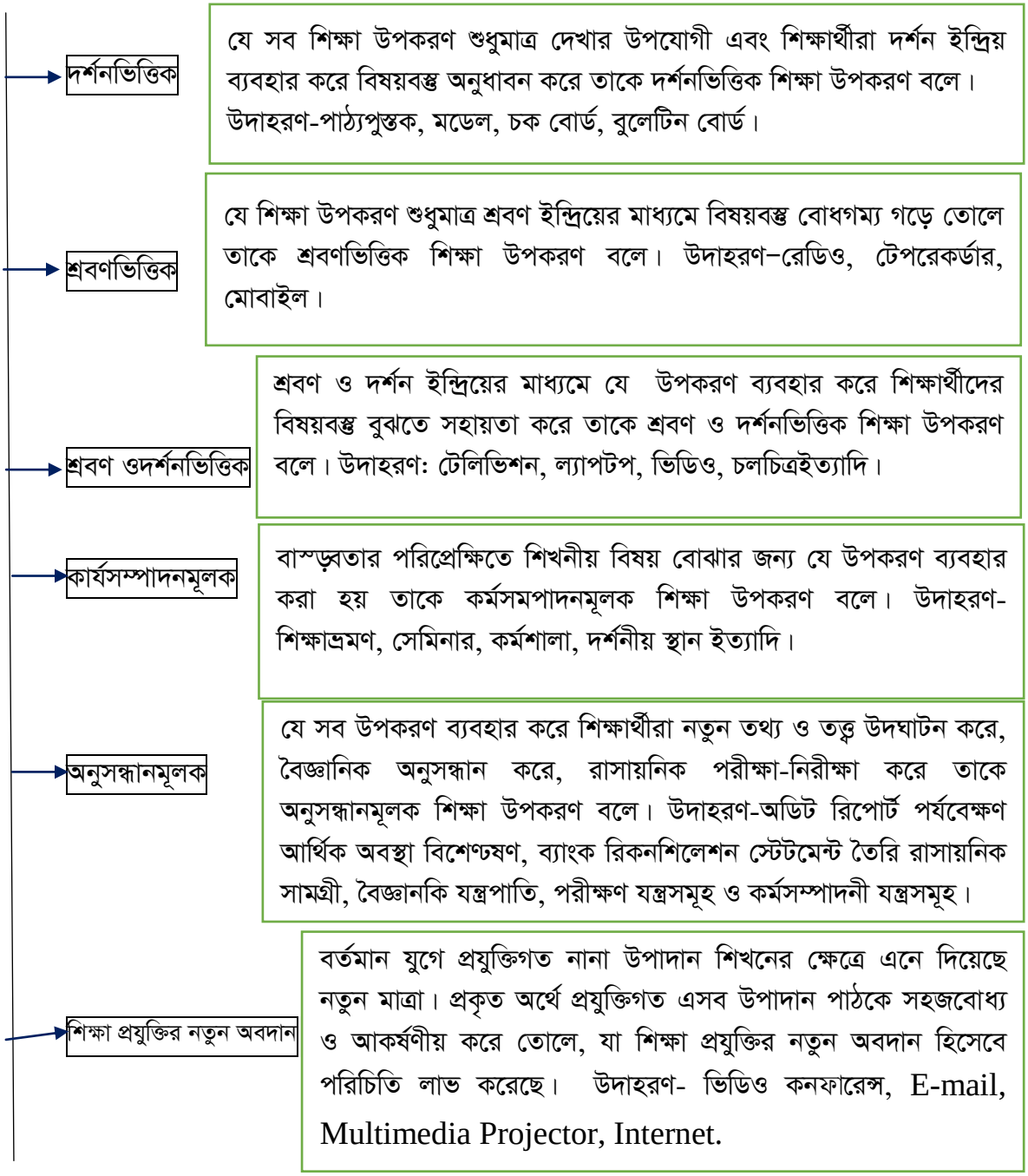

এছাড়া আরও বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা উপকরণ ব্যবহৃত হয়।

যেমন- প্রাপ্যতার ভিত্তিতে শিক্ষা উপকরণ (Types of Teaching Aids)

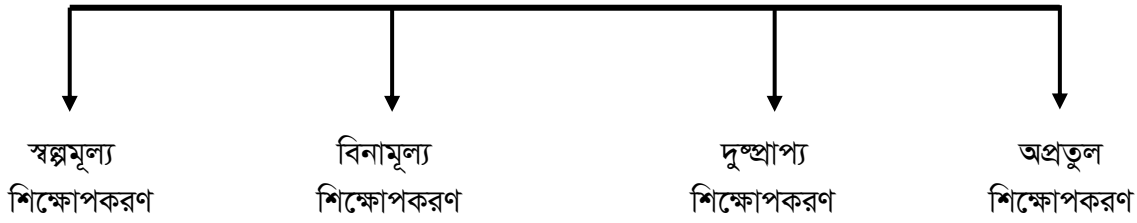

শিক্ষা উপকরণের প্রকারভেদ বা ধরন

প্রকারভেদ		শিক্ষা উপকরণের নাম
দর্শন উপকরণ	মুদ্রিত উপকরণ ও প্রতিলিপি	পাঠ্যপুস্তক, হ্যান্ড আউট, অ্যাসাইনমেন্ট শীট, ব্যক্তিনির্ভর স্বশিখন শিক্ষা উপকরণ (মড্যুল), রিসোর্স উপকরণ
	অপ্রক্ষেপিত প্রদর্শন উপকরণ	চকবোর্ড, মার্কারবোর্ড, ফেল্টবোর্ড, হুক এবং লুপবোর্ড, চাট, ফ্লিপ চাট, পোস্টার আলোকচিত্র, মডেল, প্রকৃত বস্তু
	স্থির প্রক্ষেপিত প্রদর্শন উপকরণ	পাইড, ফিল্ম স্ট্রাইপ, মাইক্রোফর্ম, মাইক্রো ফিল্ম, মাইক্রো কাড
শ্রব্য উপকরণ	শ্রবণ উপকরণ	বেতার সম্প্রচার , অডিও ডিস্ক , অডিও টেইপ (Tape) মোবাইলফোন
শ্রব্যদর্শন উপকরণ	শ্রবণসংযুক্ত স্থির দর্শন উপকরণ	টেইপ পাইড প্রোগ্রাম, টেইপ ফটোগ্রাফ প্রোগ্রাম, শব্দসহ ফিল্মস্ট্রাইপ, রেডিও দর্শন প্রোগ্রাম, টেইপ বিষয়বস্তু, টেইপ মডেল, টেইপ প্রকৃত বস্তু প্রভৃতি
	শ্রবণসংযুক্ত চলমান দর্শন উপকরণ	টেলিভিশন সম্প্রচার, টেইপ ফিল্ম প্রোগ্রাম, ভিডিও টেইপ রেকর্ডিং, ভিডিও ডিস্ক রেকর্ডিং, চলচিত্র
কর্মসমপাদনমূলক উপকরণ		শিক্ষাভ্রমণ, সেমিনার, কর্মশালা, দর্শনীয় স্থান
অনুসন্ধানমূলক শিক্ষা উপকরণ		অডিট রিপোর্ট পর্যবেক্ষণ আর্থিক অবস্থা বিশ্লেষণ, ব্যাংক রিকনশিলেশন স্টেটমেন্ট তৈরি রাসায়নিক সামগ্রী, বৈজ্ঞানকি যন্ত্রপাতি, পরীক্ষণ যন্ত্রসমূহ ও কর্মসম্পাদনী যন্ত্র
শিক্ষা প্রযুক্তির নতুন অবদান	কম্পিউটার ভিত্তিক উপকরণ	ডাটা প্রসেসিং প্যাকেজ, ডাটা বেইস সিস্টেম, Substitute tutor packages , Substitute laboratory packages , Computer managed learning system, Interactive video systems, Multimedia interactive systems

৪.৩ শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারের নিয়মাবলি - শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার, ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ

শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং বিষয়ের শিক্ষককে যে সমস্ত বিষয় ভাবতে হয় তা নিম্নরূপ-

- শিক্ষার নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য কোন ধরনের শিখন সামগ্রী উপযোগী ?
- কোন ধরনের শিখন সামগ্রী শিক্ষার্থীদের জন্য সহজলভ্য ?
- কোন শিখন সামগ্রী শিক্ষার্থীদের জন্য ব্যবহার করা সুবিধাজনক ?
- কোন ধরনের শিখন সামগ্রী শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রেষণা সৃষ্টিতে সহায়ক ?
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কোন ধরনের শিখন সামগ্রী সরবরাহ / সংগ্রহ করতে পারবে ?
- শিক্ষক কোন ধরনের শিখন সামগ্রী ব্যবহারে অভ্যস্ত ?
- কোন ধরনের শিখন সামগ্রী ব্যবহারের দক্ষতা শিক্ষার্থীদের রয়েছে ?
- শিক্ষার্থী কোন ধরনের শিখন সামগ্রীর ব্যয় নির্বাহ করতে সক্ষম ?
- কোন ধরনের শিখন সামগ্রী প্রধান শিক্ষা উপকরণের কার্যকারিতাকে জোরদার করতে পারে?

শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারের নিয়মাবলি

ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং বিষয়ের শিক্ষককে শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারের নিয়মাবলি মানতে হলে বিষয়গুলো জানা জরুরি। যে সমস্ত বিষয় জানা জরুরি তা নিম্নরূপ-

- বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্ক রেখে উপকরণ ব্যবহার করতে হবে
- প্রমাণ সাইজের উপকরণ ব্যবহার করতে হবে
- শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর উপযোগী উপকরণ ব্যবহার করতে হবে
- উপকরণ শিক্ষার্থীর চিন্তার বিকাশ ঘটাবে
- উপকরণ শিক্ষার্থীর মানসিক কষ্টের কারণ না হয়
- উপকরণ শিক্ষার্থীর মানসিক বয়স উপযোগী হবে
- প্রয়োজন নাই এমন সময় ধরে উপকরণ প্রদর্শন করা যাবে না
- শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ ধরে রাখতে হবে ।
- ইমেজ বা এনিমেশন বা ভিডিও প্রদর্শনের পর শিক্ষক কোন অবস্থাতেই এগুলো বর্ণনা করবেন না।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করে বিভিন্ন বিষয়ে তাদের কাছ থেকে উত্তর বের করেআনবেন।
- শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ অনুযায়ী একক বা জোড়ায় বা দলীয় কাজ করাবেন।
- পর্যবেক্ষণে প্রাপ্ত তথ্যাদি শিক্ষার্থীদের দিয়ে বোর্ডে লেখানোর ব্যবস্থা নিতে হবে।
- পাঠ উপস্থাপনার মূল কাজে অবশ্যই শিক্ষকের বক্তৃতা বা বর্ণনা পরিহার করতে হবে।
- শিক্ষক ক্লু দিয়ে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করবেন। শিক্ষার্থী এগুলো বর্ণনা করবে।

চকবোর্ড/ হোয়াইটবোর্ড

চকবোর্ড/হোয়াইটবোর্ড পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই শিক্ষণ শিখন কার্যক্রমে চকবোর্ড/হোয়াইটবোর্ড ব্যবহার করা হয়। চকবোর্ড/হোয়াইটবোর্ড কালো রংয়ের ও সাদা রংয়ের হয়ে থাকে। তবে দৃষ্টিশক্তি বিবেচনা করে বর্তমানে অনেক দেশে কালো রংয়ের পরিবর্তে সবুজ রংযের চকবোর্ড ব্যবহৃত হচ্ছে। ভূগোলবিদ জেমস ফেয়ার গ্রীভস চকবোর্ডের গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে বলেন, "Black board is the cinema of the classroom"–অর্থাৎ তিনি চকবোর্ডকে শ্রেণিকক্ষের সিনেমা হিসেবে গণ্য করেন। প্রকৃত পক্ষে পাঠে মনোযোগী করতে চকবোর্ড/হোয়াইটবোর্ড বিশেষ সহায়ক হিসেবে কাজ করে। সার্বজনীন শিক্ষা উপকরণ হিসেবে চকবোর্ডের/ হোয়াইটবোর্ড-এর ব্যবহার অতুলনীয়।

চকবোর্ড/ হোয়াইটবোর্ড ব্যবহারের কৌশল

- সকল শিক্ষার্থীর দেখার উপযোগী স্থানে চকবোর্ড/ হোয়াইটবোর্ড স্থাপন করা।
- সমান্তরাল স্থানে চকবোর্ড/ হোয়াইটবোর্ড স্থাপন করা।
- লেখার সময় চকের শব্দ যেন না হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখা।
- লেখার সাথে মুখেও উচ্চারণ করা।
- লেখার সময় শিক্ষক ৪৫°কোণে দাঁড়িয়ে লিখবেন যেন শিক্ষার্থীর স্পষ্টভাবে দৃষ্টিগোচর হয়।
- অক্ষরের আকার হবে শ্রেণি উপযোগী, যেন শ্রেণিকক্ষের শেষ প্রান্ত থেকে দেখা সম্ভব হয়।
- মাঝে মাঝে শিক্ষার্থীদের দিয়ে বোর্ডে লেখার অভ্যাস করা।

চকবোর্ড/ হোয়াইটবোর্ড ব্যবহারের সুবিধা

- চকবোর্ড ব্যবহার করা সহজ।
- খরচ কম হয়।
- দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহার করা সম্ভব।
- প্রয়োজনে ভুল লেখা দ্রুতসংশোধন করা যায়।
- চকবোর্ড শিক্ষা উপকরণের সংরক্ষণ বেশ সহজ।

শিক্ষোপকরণ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং বিষয় শিক্ষককের জন্যশিক্ষা উপকরণ ব্যবহার ও সংরক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । আমাদের মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর বড় দুর্বলতা হলো ব্যবহৃত উপকরণ যথাযথভাবে সংরক্ষণ না করা । উপকরণ সংরক্ষণ না করলে শিক্ষকবৃন্দ উপকরণ প্রস্তুতে উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। তাই ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং বিষয় শিক্ষককে উপকরণ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে কারণ হলো-

- উপকরণ যথাযথভাবে সংরক্ষণ করলে শিক্ষকবৃন্দ আরো আগ্রহী হয় ।
- নিজ কর্মের মূল্যায়নে শিক্ষকবৃন্দের আত্মবিশ্বাস ও মনোবল উভয়েই বৃদ্ধি পায় ।
- উপকরণসমূহ নষ্ট হয়ে যেতে পারে না ।

- প্রয়োজনীয় মুহূর্তে উপকরণ উপকরণ খুঁজে পাওয়া যাবে ।
- উপকরণসমূহ বারবার ব্যবহার করা যাবে ।
- দূর্লভ ও অপ্রতুল উপকরণ হারিয়ে যেতে পারেনা।
- শিক্ষার্থীরা ইচ্ছাকৃতভাবে উপকরণ ব্যবহার করতে পারে ।
- একজনের উদ্ভাবিত বা প্রস্তুতকৃত উপকরণ এক বা একাধিক শিক্ষক ব্যবহার করতে পারে।
- উপকরণ প্রস্তুত বা ক্রয়ে আর্থিক সাশ্রয় হয় ।
- ভালোভাবে উপকরণ সংরক্ষণ করা হলে ভবিষৎ প্রজন্ম এটি ব্যবহার করবে ।

শিক্ষোপকরণ সংরক্ষণের কৌশল

শিক্ষাউপকরণ দুভাবে সংরক্ষণ করা যেতে পারে

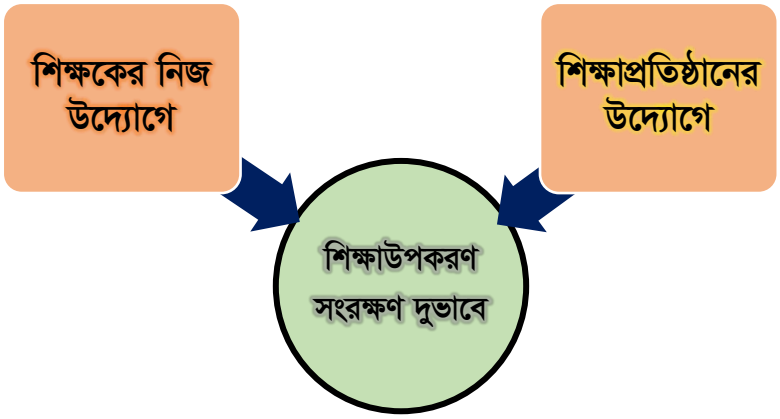

শিক্ষকের নিজ উদ্যোগে শিক্ষাউপকরণ সংরক্ষণের জন্য নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপ নিতে পারেন

- বিষয় সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় উপকরণ একটি তালিকা প্রস্তুত করা।
- শিক্ষার্থীর মাধ্যমে বিনামূল্যের বা স্বল্পমূল্যের উপকরণ করিয়ে নেওয়া।
- তালিকায় বর্ণিত উপকরণ কোন পরিবেশ থেকে সহজে সংগ্রহ করা যায় তা বিবেচনা করা
- শিক্ষার্থীরা সহজে উপকরণ সংগ্রহ ও ব্যবহার করতে পারবে কিনা ।
- সংগৃহীত উপকরণ কীভাবে দীর্ঘদিন ব্যবহার করা যায় ।
- একই উপকরণ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে ব্যবহার করা যায় কিনা ।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে শিক্ষাউপকরণ সংরক্ষণের জন্য পদক্ষেপসমূহ-

- উপকরণ সংরক্ষণের জন্য একটি পৃথক কক্ষ থাকা আবশ্যক।
- উপকরণ সংরক্ষণের জন্য নির্ধারিত কক্ষটি অবশ্যই আলো বাতাস যুক্ত, শুষ্ক, জীবাণুমূক্ত হতে হবে ।
- রেজিস্টার সংরক্ষণ করতে হবে।
- বিষয়ভিত্তিক উপকরণ আলাদা আলাদা রাখতে হবে ।
- উপকরণ ব্যবহারের পর সঠিক স্থানে রাখতে হবে।
- একটি উপকরণ যেন অন্য উপকরণ নষ্ট না করে খেয়াল রাখতে হবে ।
- প্রতিটি উপকরণে নাম, সংরক্ষণের তারিখ, সংগ্রহকারী, সতর্কতা ইত্যাদি যুক্ত লেবেল লাগাতে হবে।
- পোকা মাকড় যাতে উপকরণ নষ্ট না করে সেজন্য কীটনাশক ব্যবহার করতে হবে ।
- ভঙ্গুর উপকরণ সাবধানে ব্যবহার করতে হবে ।
- ICT উপকরণ নিরাপদে রাখতে হবে ।
- দুর্লভ ও অপ্রতুল উপকরণ নিরাপদে তালাবদ্ধ রাখা ভালো ।
- সকলেই প্রয়োজনীয় মুহূর্তে সহজে যেন উপকরণ ব্যবহার করতে পারে লক্ষ্য রাখতে হবে।
- সংরক্ষণ কক্ষের দায়িত্ব কোন দায়িত্বশীল শিক্ষকের দায়িত্বে রাখলে বেশি সুফল পাওয়া যায়।

একটি আদর্শ ব্যবসায় শিক্ষা কক্ষ

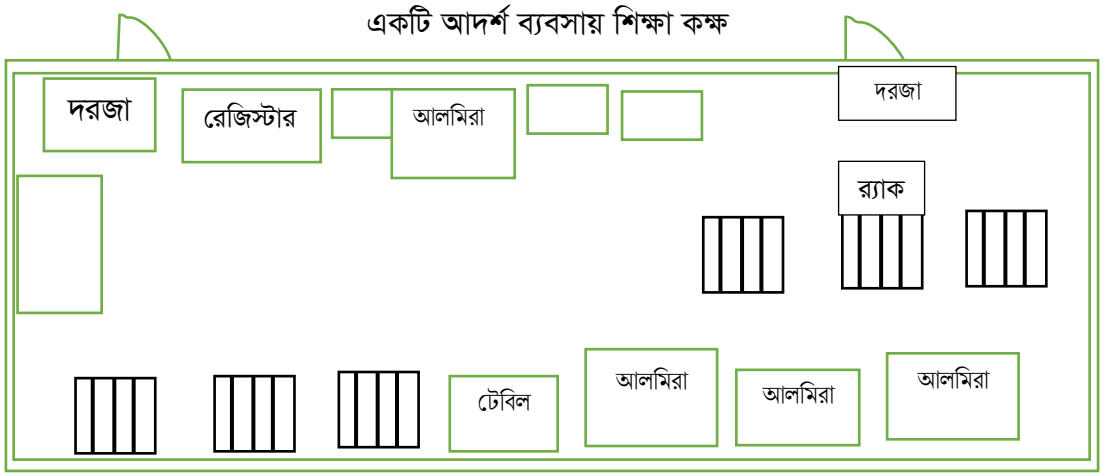

একটি আদর্শ ব্যবসায় শিক্ষা কক্ষের --চিত্র

৪.৪ শিক্ষোপকরণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে সমস্যা ও সমাধান
(Teaching Aids Problem & Problem Solving)

সমস্যা

- আমাদের মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর বড় দুর্বলতা হলো ব্যবহৃত উপকরণ যথাযথভাবে সংরক্ষণ না করা , আমাদের শিক্ষকবৃন্দ ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষা উপকরণ সংরক্ষণে অভ্যস্ত নন ।
- ব্যবহৃত শিক্ষাউপকরণ শিক্ষার নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য কতটুকু উপযোগী তা সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে না পারা,
- শিক্ষা উপকরণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রেষণা সৃষ্টিতে সহায়ক নয়,
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ / সংগ্রহ করতে উৎসাহ কম।
- স্বল্পমূল্যের ও বিনামূল্যের শিক্ষা উপকরণ সংগ্রহে দক্ষতার অভাব।
- গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষা উপকরণ অথবা শিখন সামগ্রীর গুণের মান নিয়ন্ত্রণ বা নিশ্চিতকরণব্যবস্থাপনার দুর্বলতা ।
- আধুনিক বিশ্বে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত অভাবনীয় উন্নতির ফলে বিভিন্ন ধরনের

আধুনিক শিক্ষা উপকরণের স্বল্পতা।

- আধুনিক শিক্ষা উপকরণের ব্যবহারে প্রশিক্ষণের অভাব।
- সৃজনশীল, উদ্ভাবনী শিক্ষা উপকরণ উদ্ভাবনে অনুপ্রেরণার অভাব।
- পাঠদানে গতানুগতিক, বক্তৃতা পদ্ধতির প্রাধান্য।
- পাঠ্যপুস্তক বা মুদ্রিত শিক্ষা উপকরণই প্রধান শিক্ষা উপকরণ হিসেবে বেশি ব্যবহার।
- পাঠযোগ্য অতিরিক্ত বইপুস্তক প্রয়োজনমতো পাওয়া যায় না।
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের সকল সুফল সকলের দোড়গোড়ায় এখনও পৌঁছায়নি।

সমাধান

আমাদের মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে আলাদা উপকরণ কক্ষ তৈরি করে ব্যবহৃত উপকরণ যথাযথ ভাবে সংরক্ষণ করতে হবে, এক্ষেত্রে শিক্ষা উপকরণ সংরক্ষণের নীতিমালার আলোকে কাজ করতে হবে , শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে শিক্ষাউপকরণ সরবরাহ / সংগ্রহ করতে উদ্যেগ গ্রহণ করতে হবে। ব্যবস্থাপনাগত দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে হবে। প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপকরণ প্রর্দশনের ব্যবস্থা থাকবে। প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। দক্ষ শিক্ষকদের মাধ্যমে In house training –এর ব্যবস্থা করে দক্ষ শিক্ষকদের কাজে লাগাতে হবে। সৃজনশীল শিক্ষকদের অনুপ্রেরণা দিতে হবে। আমাদের শিক্ষকবৃন্দ ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষা উপকরণ সংরক্ষণে অভ্যস্ত নন, ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষা উপকরণ সংগ্রহ ও সংরক্ষণে আগ্রহী করে তুলতে পারলে এ সমস্যা অনেকাংশে লাঘব হবে। পাঠ্যপুস্তকের উপর নির্ভরশীলতা কমাতে হবে। আমাদের শিক্ষকবৃন্দকে শিক্ষাক্রম ব্যবহারে উৎসাহিত করতে হবে।বর্তমান যুগে প্রযুক্তিগত নানা শিক্ষা উপাদান শিখনের ক্ষেত্রে এনে দিয়েছে নতুন মাত্রা।

প্রকৃত অর্থে প্রযুক্তিগত এসব উপাদান পাঠকে সহজবোধ্য ও আকর্ষণীয় করে তোলে, যা শিক্ষা প্রযুক্তির নতুন অবদান হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। এসব শিক্ষা উপকরণ সহজলভ্য করে শিক্ষকবৃন্দের যথাযথ প্রশিক্ষণ আধুনিক শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারে উৎসাহিত করবে। সমস্যা সমাধানের উপায় হিসেবে নিম্নলিখিত বিষয় বিবেচনাযোগ্য-

- আমাদের মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যবহৃত উপকরণ যথাযথ ভাবে সংরক্ষণ করা ,
- শিক্ষা উপকরণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রেষণা সৃষ্টি
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ / সংগ্রহ করতে উৎসাহ।
- স্বল্পমূল্যের ও বিনামূল্যের শিক্ষা উপকরণ সংগ্রহ
- আধুনিক বিশ্বে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত অভাবনীয় উন্নতির ফলে বিভিন্ন ধরনের আধুনিক শিক্ষা উপকরণের যোগান
- আধুনিক শিক্ষা উপকরণের ব্যবহারে প্রশিক্ষণ
- সৃজনশীল, উদ্ভাবনী শিক্ষা উপকরণ উদ্ভাবনে অনুপ্রেরণা
- পাঠদানে গতানুগতিক, বক্তৃতা পদ্ধতি যথাসম্ভব পরিহার
- পাঠ্যপুস্তক বা মুদ্রিত শিক্ষা উপকরণই প্রধান শিক্ষা উপকরণ হিসেবে বেশি নির্ভরশীলতা।
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের সকল সুফল সকলের দোড়গোড়ায় পৌঁছান।

৪.৫ আইসিটি উপকরণ, হিসাববিজ্ঞান, ফাইন্যান্স ও ব্যাংকিং এবং ব্যবসায় উদ্যোগ বিষয়ের জন্য বর্তমান উপযোগী শিক্ষা উপকরণসমূহের তালিকা প্রস্তুত (অ্যাসাইনমেন্ট)

বর্তমানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (Information and Communication Technology-ICT) মানুষের জীবন ধারণের পদ্ধতিকে বদলে দিয়েছে - জীবনকে করেছে সহজ ও আনন্দময়।শিক্ষাক্ষেত্রেও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি যোগ করেছে নতুন মাত্রা। যোগাযোগ ও বিনোদনের সকলমাধ্যম জয় করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আজ স্থান করে নিয়েছে গ্রামের বিদ্যালয়ের সেই ছোটশ্রেণীকক্ষেও যেখানে শিক্ষার্থীরা বই-খাতার পাশাপাশি কম্পিউটারও শিখতে শুরু করেছে। ২০২১সালের মধ্যে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ে তোলার অগ্রযাত্রায় শিক্ষার সার্বিক গুণগত মানোন্নয়নে শিক্ষার সকল পর্যায়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার তাই আজ সময়ের দাবী।

ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং বিষয়ের পাঠদান কর্মকাণ্ডে নিম্নোল্লেখিত আইসিটি মাধ্যম ব্যবহার করা হয়ে থাকে-

আইসিটি মাধ্যম

ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং বিষয়ের পাঠদান কর্মকাণ্ডে নিম্নোল্লেখিত আইসিটি ইমেজগুলোকে উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে-

এছাড়া বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ইমেজ, ভিডিও এবং ডকুমেন্ট ব্যবহার করা হয়ে থাকে

ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরির ক্ষেত্রে

ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরির বিবেচ্য বিষয়সমূহ হলো-

- ছবি/ভিডিও অবশ্যই বিষয় সংশ্লিষ্ট হবে এবং শিখনফলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।
- শিক্ষার্থীদের জীবন ঘনিষ্ঠ বা পরিচিত পরিবেশ প্রদর্শন করেএমন ।
- আমাদের দেশীয় ছবি/ভিডিও হতে হবে। তবে একান্ত দেশীয় ছবি পাওয়ানা গেলে আমাদের সংস্কৃতির সাথে মোটামুটি মিলনসই এমন বিদেশি ছবি নেয়া যেতে পারে।
- আমাদের সামাজিক মূল্যবোধ, রীতি-নীতি, ধর্মীয়, রাজনৈতিক চেতনার পরিপন্থী নয়।
- শিক্ষার্থীদের বয়স উপযোগী হবে।
- শিক্ষার্থীদের অনুসন্ধিৎসু করার মতো হবে।
- রাষ্ট্রীয় আদর্শ, মূলনীতিএবং বিভিন্ন নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
- ব্যাকগ্রাউন্ড সাদা/হালকা রঙের রাখা ভালো।
- টেক্সট-এর রঙ কালো/গাঢ় নীল রঙের হলে ভালো।
- পেছনের বেঞ্চের শিক্ষার্থীরাও যাতে দেখতে পারে এরকম ফন্ট সাইজ নিতে হবে (৩৬+)।
- ব্যাকগ্রাউন্ড, ছবি, টেক্সট রঙের মধ্যে সামঞ্জস্য রাখতে হবে।
- অহেতুক চাকচিক্য পরিহার করতে হবে।
- অপ্রয়োজনীয় অ্যানিমেশন ব্যবহার না করাই ভালো।
- একটা স্লাইডে ৬ লাইনের বেশি কখনোই ব্যবহার করা উচিৎ নয়।
- অপ্রয়োজনীয় ভিডিও/ছবি ব্যবহার করা উচিৎ নয়।

ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং বিষয়েরবিষয়বস্তু পাঠদানে আইসিটি ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা-

- শিক্ষণীয় বিভিন্ন বিষয়বস্তু আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করা যায়।
- শিখন-শেখানো কার্যাবলিকে অনেক বেশি প্রাণবন্ত এবং কার্যকর করা যায়।
- বিমূর্ত বিষয়গুলোকে মূর্ত করে তোলা যায়।
- বাস্তব চিত্র/ভিডিও দেখিয়ে এবং অ্যানিমেশনব্যবহার করে পাঠকে অনেক বেশি হৃদয়গ্রাহী এবং পাঠদানের একঘেয়েমি দূর করে বৈচিত্রপূর্ণ করা যায়।
- শিক্ষার পরিবেশকে interactive ও collaborative করে শিক্ষার্থীকে পাঠে আগ্রহী করা যায়।
- অমনোযোগী ও পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের মনোযোগী করে তোলা যায়।
- ইন্টারনেট ব্যবহার করে অতি প্রয়োজনীয় তথ্য, গ্রাফ, চিত্র সংগ্রহ করে পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে উপস্থাপন করা যায়
- স্বল্প সময়ে একক/জোড়ায়/দলীয় কাজ প্রদান করা যায়।

- অধিক শিক্ষার্থী বিশিষ্ট শ্রেণিকক্ষকে সহজে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
- নির্দিষ্ট সময়ে অনেক বেশি তথ্য প্রদান করা যায়।
- শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক শিখন (Learner-Centered) পরিবেশ তৈরিতে সহায়তা করে থাকে। শিক্ষার্থীরা নিজেরাই হাতে-কলমে শিক্ষা (Hands on Work) কাজ করতে করতে শিখতে থাকে (Learning by Doing)।
- বিষয় সংক্রান্ত সর্বশেষ (Latest) তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করে পাঠদান করা যায়।

ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং বিষয় পাঠদানে আইসিটির সীমাবদ্ধতা-

- আইসিটি ব্যবহার উপযোগী শ্রেণিকক্ষের স্বল্পতা।
- শিক্ষকদের ইতিবাচক মানসিকতার অভাব।
- পেডাগজির সাথে আইসিটির সমন্বয় ঘটাতে না পারা।
- শিখন -শেখানো কার্যাবলি সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকা।
- ইন্টারনেটের ধীরগতি।
- শ্রেণিতে অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী।
- আইসিটি ব্যবহারে প্রয়োজনীয় জ্ঞান/ ট্রেনিং-এর স্বল্পতা।
- ইনসার্ভিস ট্রেনিং বা শিক্ষায় প্রফেশনাল ডিগ্রির যথাযথ প্রয়োগ না করা
- কর্তৃপক্ষ থেকে যথাযথ সাহায্য ও সহযোগিতার অভাব।
- ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং বিষয়ে গ্রাফ/চার্ট তৈরি করা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার ।
- কলেজ শিক্ষকরা প্রাইভেট পড়ানোর দিকে অধিক মনোযোগী যার ফলে ক্লাসে দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়।
- সর্বোপরি নেতিবাচক মনোভাব।

ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং বিষয়ে আইসিটি ব্যবহারের বিবেচ্যবিষয়সমূহ-

- উদ্দেশ্য/ শিখনফলের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে।
- সর্বশেষ তথ্য ও উপাত্ত উপস্থাপন করতে হবে।
- জীবন ঘনিষ্ঠ উদাহরণ নিতে হবে যেন বাস্তবভিত্তিক হয়।
- গ্রাফ, চিত্র আকর্ষণীয় ও সহজভাবে উপস্থাপন করতে হবে যাতে প্রশিক্ষণার্থীরা সহজেই বুঝতে পারে।
- প্রয়োজনীয় ক্লু দিতে হবে যেন অনুসন্ধিৎসু হয়ে নিজেরাই কাজটি করতে আগ্রহী হয়।
- শিক্ষক যেদিন যে পাঠটি উপস্থাপন করবেন অবশ্যই ভালোভাবে প্রস্তুতি নিয়ে আসবেন।
- পাঠ সংশিষ্ট ভিডিও বা ছবি প্রদর্শন করার সময় অবশ্যই দেশীয় সংস্কৃতির সাথেমানানসই হতে হবে।
- কোনো সমাজ, ব্যক্তি ও সম্প্রদায়কে আঘাত করে বা নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে এমন চিত্র/ভিডিও/বাক্য প্রদর্শন করা যাবে না।

- ইমেজ বা ভিডিও বা অ্যানিমেশন প্রদর্শনের পর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দিয়ে এগুলো বর্ণনা করাবেন।
- পাওয়ার পয়েন্টে স্লাইডের ব্যাকগ্রাউন্ডের রঙ হাল্কা হবে তবে টেক্সট রঙ গাঢ় হবে যেমন কালো, নীল, খয়েরি।
- পর্যবেক্ষণে প্রাপ্ত তথ্যাদি/বিষয় শিক্ষার্থীদের দিয়ে বোর্ডে লেখানোর ব্যবস্থা নিতে হবে। যেমন- চেকের কিছু ছবি বা ভিডিও দেখিয়ে চেকের বৈশিষ্ট্য বোর্ডের মাঝখানে লিখে মাইন্ডম্যাপ আকারে পয়েন্টগুলো শিক্ষার্থীদের দিয়ে লেখানোর ব্যবস্থা নিতে হবে।
- শিখনফল অর্জিতব্য কিনা এবং নির্দিষ্ট সময়ে অর্জন করা যাবে কিনা সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং বিষয়ভিত্তিক বিষয়বস্তু উপস্থাপনে অনলাইন আইসিটির ব্যবহার (অ্যাসাইনমেন্টের ক্ষেত্রে)

অনলাইন ব্যবসায়

সাধারণভাবে অনলাইনে পণ্য কেনা বেচাকে অনলাইন ব্যবসায় মনে করা হয়। কিন্তু শুধুমাত্র ক্রয়-বিক্রয় নয় বরং ব্যবসায়ের অন্যান্য কাজ যেমন পণ্য ও সেবা বাজারজাতকরণ প্রসারের কাজটিও অনলাইনে সম্পাদন করা যায়। অর্থাৎ ইন্টারনেটকে মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করে ব্যবসায়ের যে কোনো ধরনের কাজ অনলাইনে সম্পাদন করা হলে তাকেও অনলাইন ব্যবসায় বলা যাবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বিক্রয় ডটকম বাংলাদেশের বিখ্যাত অনলাইন ব্যবসায়গুলোর মধ্যে একটি।

ই-কমার্স

বাণিজ্য বলতে বোঝায় উৎপাদিত পণ্য বা সেবা ভোক্তার হাতে পৌঁছে দেয়া। যদি ইন্টারনেটের মাধ্যমে পণ্য বাসেবা ভোক্তার হাতে পৌঁছানো হয় তবে তাকে ই-কমার্স বলা হবে। সাধারণ অর্থে, ইলেক্ট্রনিক মাধ্যম ব্যবহার করে পণ্য ক্রয়-বিক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করাকে ই-কমার্স বলা হবে। অর্থাৎ পণ্য বা সেবার বাণিজ্য যখন অনলাইন পদ্ধতিতে ঘটে তখন সেটি ই-কমার্স নামে পরিচিতি পায়। ব্যাপক অর্থে, বিশ্বব্যাপী ই-কমার্সকে পণ্য বা সেবা ক্রয়-বিক্রয়ের কার্যাবলি হিসেবে বিবেচনা করা হলেও পণ্য বা সেবা উৎপাদনের পর থেকে ক্রেতা বা ভোক্তার নিকট পৌঁছানোর যাবতীয় কার্যাবলি যেগুলো ইন্টারনেটের মাধ্যমে সম্পাদিত হয় তার সমষ্টিও ই-কমার্স বলে বিবেচিত হয়।

ই-ব্যবসায়/ ই-বিজনেস

যে ব্যবসায় ইন্টারনেট ব্যবহার করে পরিচালিত হয় অথবা উৎপাদন ও মুনাফা বৃদ্ধিতে ইন্টারনেট প্রযুক্তি ব্যবহার করা হলে তাকে ই-বিজনেস বলা হয়। ই-বিজনেস অর্থ ইলেকট্রনিক্স বিজনেস বা ইলেক্ট্রনিক ব্যবসায়। সাধারণভাবে বলতে গেলে কম্পিউটার ও ইন্টারনেট ব্যবহার করে ব্যবসায় পরিচালনা করাই হলো ই-বিজনেস। অতএব, ই-বিজনেস বলতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে পণ্যদ্রব্য বা সেবা উৎপাদন হতে শুরু করে চূড়ান্ত ভোক্তার নিকট পৌঁছানো পর্যন্ত সকল ধরনের ব্যবসায়িক তথ্য আদান-প্রদান, ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপন, লেনদেন, ক্রয়-বিক্রয়, মার্কেটিং, গবেষণা ইত্যাদি কার্যাবলির সমষ্টিকে বোঝায়।

ই-মার্কেটিং

ই-মার্কেটিং এর পূর্ণ অর্থ হচ্ছে ই-মেইল মার্কেটিং। যখন বাজারজাতকরণের মৌলিক কাজগুলো কম্পিউটার ওইন্টারনেট ব্যবহার করে ই-মেইলের মাধ্যমে সম্পাদিত হয় তখন তাকে ই-মার্কেটিং বলে। ই-মার্কেটিং এর মাধ্যমে বিজ্ঞাপন, ব্যবসায়ের অনুরোধ, বিক্রয় প্রস্তাব প্রভৃতি সম্পাদন করা হয়। ই-মেইলের সাহায্য ভোক্তার আনুগত্য, ট্রাস্ট,ব্র্যান্ড সচেতনতা (awareness) প্রভৃতি সৃষ্টি করা হয়। ই-মার্কেটিং-এর অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে বর্তমান ক্রেতা ধরে রাখা, পুরাতন ক্রেতাগণকে সচেতন ও অনুরোধ করা এবং সম্ভাব্য ক্রেতা খুঁজে বের করা।

ই-রিটেইলিং

ই-রিটেইলিং-এর পূর্ণরূপ হলো ইলেক্ট্রনিক রিটেইলিং। যে সকল ই-কমার্স কার্যক্রম ভোক্তাকে ইন্টারনেট ব্যবহার করে সরাসরি পণ্য বা সেবা ক্রয়ের সুযোগ দেয় তাকে ই-রিটেইলিং বলে। একে ই-শপ, ই-স্টোর, ইন্টারনেট শপ, ওয়েব শপ, ওয়েব স্টোর, অনলাইন স্টোর, ভার্চুয়াল স্টোর ইত্যাদি নামেও অভিহিত করা হয়। ১৯৯০ সালে টিম বার্নাসলি: কর্তৃক ডব্লিউ ডব্লিউ ডব্লিউ (WWW) সার্ভার ও ব্রাউজার সৃষ্টি এবং তা বাণিজ্যিকভাবে ১৯৯১ সালে বাজারজাতকরণের পরপরই ১৯৯৪ সালে পিজা হাট কর্তৃক চালিত অনলাইন পিজা শপই হচ্ছে প্রথম অনলাইন শপিং সিস্টেম।

পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন

পাওয়ার পয়েন্টে মাইন্ড ম্যাপ ব্যবহার কোন বিষয়কে আকর্ষণীয় করা যায়। এক্ষেত্রে পাওয়ার পয়েন্টের Insert Menu(Ribbon)-তে গিয়ে Illustration Section এর SmartArt থেকে একটি উপযুক্ত Effect Theme নিয়ে কাজটি করা যায়। যেমন–বাংলাদেশের মৌলিক ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং বিষয়ভিত্তিক সমস্যার কিছু চিত্র দেখিয়ে শিক্ষার্থীদের Brain Storming করিয়ে মাইন্ড ম্যাপ আকারে বিষয়টি উপস্থাপন করা যায়।

ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং বিষয়বস্তুসংক্রান্ত বিভিন্ন ভিডিও চিত্র দেখাতে চাইলে YouTube এ গিয়ে এগুলো ডাউনলোড করে উপস্থাপন করতে পারি বা অন্যান্য উৎস থেকে এনে দেখাতে পারি। (নীচের ঠিকানাদ্রষ্টব্য) এক্ষেত্রে ভিডিও এর সাইজ বড় হয়ে গেলে a tube catcher-এর সাহায্যে প্রয়োজনীয় অংশগুলো কেটে এবং পরবর্তীতে সে অংশগুলোকে জোড়া দিয়ে স্লাইডে নিয়ে শিক্ষার্থীদের প্রদর্শন করবেন। ইন্টারনেট থেকে (www.Google.com) প্রয়োজনীয় ছবি ডাউনলোড করে পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে প্রদর্শন করা যায়। কারণ আমরা জানি একটি উপযুক্ত ছবি ১০,০০০/-(দশ হাজার)শব্দের চেয়েও অধিক কার্যকরী। যেমন– অর্থের উপাদানের কথা সরাসরি না বলে কয়েকটি ছবি প্রদর্শন করে শিক্ষার্থীদের চিন্তাশীল করে তোলা যাতে করে তারা ছবি দেখে উত্তর প্রদান করতে পারে। বাংলাদেশের ব্যাংক/শিল্প এগুলোর অবস্থান দেখাতে গিয়ে আমরা ট্রিগার এনিমেশন দিয়ে কোনো কোনো স্থানে অবস্থিত, কোথায় গার্মেন্টস, চিনি, পাট, সিমেন্ট উৎপাদন হয় ইত্যাদির অবস্থান দেখাতে পারি। আবার গত ৫ বছরের মাথাপিছু আয়, মাথাপিছু ঋণ, শিল্প উৎপাদন ইত্যাদি গ্রাফ (যেমন- রৈখিক/স্তম্ভ/বৃত্ত) লেখচিত্রের সাহায্যে প্রদর্শন করা যায়।

বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক পলিসি দেখাতে চাইলে অর্থনীতি বিষয়ক বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করে লিঙ্ক স্থাপন করে সরাসরি সেগুলো দেখানো যায়। আবার কোনো বিষয়কে আকর্ষনীয়ভাবে উপস্থাপন করার জন্য বিভিন্ন ধরনের এনিমেশন প্রয়োগ করা যায়। এতে করে শিক্ষার্থীদের thought provoking করে কাজ আদায় করা যায়। যেমন- বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলি আলোচনার সময় বিভিন্ন চিত্র দেখিয়ে শিক্ষার্থীদের থেকে উত্তর আদায় করে পরবর্তীতে এনিমেশন দিয়ে সেগুলোর স্থানে টেক্সটব্যবহার করা যায়। সর্বোপরি শ্রেণির পরিবেশ তৈরি বা মানসিক পরিবেশ বা পূর্বজ্ঞান যাচাই করার জন্যও বিভিন্ন চিত্র/ভিডিও ক্লিপ/অডিও ক্লিপ ব্যবহার কর যায়।

শিক্ষা বিষয়ক ওয়েবসাইট

এনসিটিবি অনুমোদিত পুস্তকসমূহের ওয়েবসাইট	www.ebook.gov.bd
শিক্ষক বাতায়ন	www.teachers.gov.bd
শিক্ষামূলক তথ্য, শিক্ষকদের তৈরি ডিজিটাল কন্টেন্ট, ভিডিও ক্লিপ	www.infokosh.gov.bd
বাংলাদেশের তথ্য সমৃদ্ধ জ্ঞান কোষ	www.banglapedia.org
বিভিন্ন শিক্ষামূলক টুলসের বিশাল ভাণ্ডার	http://www.educatorstechnology.com/
বিশ্বের যে কোনো তথ্য-উপাত্তের জন্য	www.indexmundi.com
বিশ্বের যে কোনো তথ্য-উপাত্তের লিঙ্ক	http://www.globaldashboard.org/
অনলাইন তথ্য- কোষ	www.wikipedia.org
শিক্ষা বিষয়ক ছবি	http://edupic.net/
শিক্ষকদের জন্য বিভিন্ন বিষয়	http://www.discoveryeducation.com/teachers/
যে কোনো ধরনের ছবি	www.google.com
যে কোনো ধরনের ভিডিও	https://www.youtube.com

অন্যান্য ওয়েবসাইট

https://economicreview.com.pk
https://en.wikipedia.org/wiki/economics
https://www.investopedia
https://www.tutor2u.net/blog/index.php/economics
https://www.economicshelp.org/
https://economics.about.com/
https://www.basiceconomics.info/
https://www.sparknotes.com/economics

প্রশ্নমালা

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। শিক্ষা উপকরণ বলতে কী বোঝায় ?

২। আইসিটি উপকরণ বলতে কী বোঝায় ?

৩। প্রাপ্যতার ভিত্তিতে শিক্ষা উপকরণকে কয়টি ভাগে ভাগ করা যায়, কী কী ?

৪। শিক্ষা প্রযুক্তির নতুন অবদান-এ ধরনের ৫টি শিক্ষা উপকরণের নাম লিখ ।

৫। শিক্ষোপকরণ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা লিখুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। শিক্ষা উপকরণের প্রয়োজনীয়তা কী?

২। শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারের নিয়মাবলি লিখুন

৩। চকবোর্ড/হোয়াইটবোর্ড ব্যবহারের কৌশল বর্ণনা করুন ।

৪। একটি আদর্শ ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং বিষয়কক্ষ কীরূপ হবে ব্যাখ্যা করুন।

৫। আমাদের দেশে শিক্ষোপকরণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করুন এবং সমস্যা সমাধানে আপনার পরামর্শ লিখুন ?

৬। উপকরণের শ্রেণিবিভাগ করুন।

৭। ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং বিষয়ের স্বল্পমূল্য, বিনামূল্যের, সহজলভ্য, অপ্রতুল ও দুস্প্রাপ্য উপকরণের তালিকা তৈরি করুন।

ইউনিট-৫ : অর্থ ও ব্যাংকিং (Money and Banking)

একটি সুষম ব্যাংকিং ব্যবস্থা ছাড়া কোনো দেশেরই অর্থনৈতিক উন্নয়ন হতে পারে না। অর্থের লেনদেন শুরু হওয়ার সাথে সাথে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রয়োজনেই ব্যাংক ব্যবস্থার জন্ম হয়। ধারের ব্যবসার মধ্য দিয়েই ব্যাংক ব্যবসার জন্ম হয়। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে ব্যাংক ব্যবস্থা শুধু ঋণ নেওয়া ও দেওয়ার কাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং এর কাজ অনেক বিস্তৃত হয়েছে অর্থ ব্যাংকিং ব্যবস্থার আধার। যেমন, ব্যাংক ড্রাফ্ট্, চেক, পে-অর্ডার ইত্যাদির মাধ্যমে নতুন নতুন বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি করা, মক্কেলদের ব্যবসা বাণিজ্যের লেনদেন নিষ্পত্তি করার জন্য এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় অর্থ স্থানান্তর করা, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিনিয়োগের জন্য মূলধন গঠন করা ও লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সহযোগিতার জন্য বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেন করা ইত্যাদি। অর্থ ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যম হিসেবে যোগানদারের ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে৷

এই ইউনিটের আলোচ্য বিষয়গুলি-

৫.১ অর্থের সময়মূল্য
৫.২ শেয়ার, বন্ড ও ডিবেঞ্চার
৫.৩ মুদ্রা, ব্যাংক ও ব্যাংকিং

৫.১ অর্থের সময়মূল্য (Time Value of Money)

সাধারণভাবে অর্থের সময় মূল্য বলিতে বুঝায়, যে পরিমাণ অর্থ আজ পাওয়া যায় এর মূল্য কিছুদিন পরে প্রাপ্ত অর্থ অপেক্ষা বেশি হবে। একইভাবে, ভবিষ্যতে প্রাপ্ত অর্থের মূল্য বর্তমানে প্রাপ্ত অর্থের মূল্য অপেক্ষা কম। অন্য কথায়, কিছুদিন পর প্রাপ্ত ১ টাকার বর্তমান মূল্য বর্তামানে প্রাপ্ত ১ টাকার মূল্য অপেক্ষা কম হইবে। ভবিষ্যতের ১ টাকার মূল্য অপেক্ষা যেহেতু বর্তমানের ১ টাকার মূল্য বেশি সেহেতু স্বাভাবিক কারণে মানুষ সাধারণত বর্তমান প্রাপ্তিকে ভবিষ্যতের প্রাপ্তি অপেক্ষা অগ্রাধিকার প্রদান করে থাকে। অর্থের সময় মূল্যকে অর্থের সময় পছন্দ (Time preference for money) হিসাবেও অভিহিত করা যায়। এই কারণে অর্থের সময় মূল্য আর্থিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যবহৃত হয়।

অর্থের সময়মূল্যের ধারণা(Concept of Time Value Money)

সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে অর্থের মূল্যের যে পরিবর্তন ঘটে তাকে অর্থের সময় মূল্য বলে। কোনো পাওয়নাদারকে আজকে ১০০ টাকা দেয়ার বদলে যদি বলা হয় ১ বছর পর ৫% সুদ হারে মোট ১০৫ টাকা দেয়া হবে। সে তা গ্রহণ করবে না। কারণ ১ বছর পরে ১০০ টাকার বর্তমান মূল্য হবে (১০০ × ০.৯৫২) = ৯৫ টাকা এবং ভবিষৎ মূল্য (১০০ × ১.০৫)= ১০৫ টাকা হবে। অর্থাৎ ভবিষ্যতের ১০০ টাকার বর্তমান মূল্য ৯৫ টাকা এবং ভবিষৎ মূল্য ১০৫ টাকা।

ভবিষ্যত মূল্য Future Value (F.V)

আজকের ১ টাকা নির্দিষ্ট একটি সুদের হারে ভবিষ্যতে একটি নির্দিষ্ট সময় পরে বেড়ে কত টাকা হবে। গাণিতিক ভাবে তা যে ধারণার মাধ্যমেনির্ণীত হয় তাকেই ভবিষৎ মুল্যের (F.V) ধারণা বলা যায়।

বর্তমান মূল্য Present Value (P.V)

ভবিষৎতে প্রাপ্তব্য কোনো অর্থের আজকের মূল্য কত। সেটি নির্ধারণের কৌশলকেই বর্তমান মূল্যের ধারণা বলা যায়। অর্থাৎ নির্দিষ্ট সুদের হারে ভবিষ্যতের কোনো নির্দষ্ট সময়ে প্রাপ্য বা প্রদত্ত অর্থ বা অর্থের দ্বারা পরিমাপযোগ্য কোনো দ্রব্য/ সেবার আজকের মূল্যই বর্তমান মূল্য।

অর্থের সময়মূল্যের গুরুত্ব(Importance)

অর্থের সময় মূল্য তিনটি কারণে গুরুত্বপূর্ণ। এগুলো নিম্নরূপ–

প্রথমত : আমরা অনিশ্চিত জগতে বাস করি। যেহেতু ফার্ম এর ভবিষ্যতে নগদ প্রাপ্তি সম্পর্কে নিশ্চিত নহে সেহেতু ফার্ম বর্তমানের নগদ প্রাপ্তিকে অগ্রাধিকার প্রদান করে।

দ্বিতীয়ত : অধিকাংশ মানুষ ভবিষ্যত দ্রব্য বা সেবার ভোগ অপেক্ষা বর্তমানের ভোগকে অধিক অগ্রাধিকার প্রদান করে থাকে। কারণ, তাদের জরুরি চাহিদা অথবা ভবিষ্যত ভোগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকি যেমন- অসুস্থতা, মৃত্যু ইত্যাদির কারণে ভোগ সম্ভব নাও হতে পারে।

পরিশেষে, অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান বর্তমান নগদ অর্থকে ভবিষ্যত নগদ অর্থ অপেক্ষা অধিক গুরুত্ব দেয়। কেননা, অতিরিক্ত নগদ অর্থের সাহায্যে উক্ত প্রতিষ্ঠান কোনো প্রকল্পে অর্থ বিনিয়োগ করিতে পারে।

অর্থের সময় ভিত্তিক মূল্যকে উপার্জন হার বা বাট্টার হার হিসাবে প্রকাশ করা হয়। প্রত্যাশিত উপার্জন হার অথবা অর্থের সময় মূল্য এক প্রতিষ্ঠান হতে অন্য প্রতিষ্ঠানে ভিন্ন হতে পারে।

অর্থের সময়মূল্যের কৌশল (Techniques)

নগদ প্রবাহের মধ্যে যুক্তিসংগত এবং যথাযথ তুলনার জন্য অর্থের পরিমাণকে সময়ের সাধারণ পরিমাপকের সাহায্যে রূপান্তর করা একান্ত প্রয়োজন। এর জন্য সাধারণত দুটি পদ্ধতি ব্যবহার হয়।

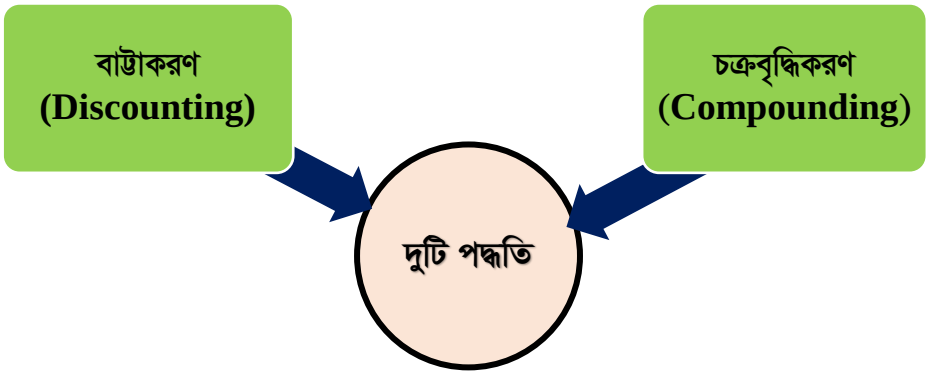

৫.২ শেয়ার,বন্ড,ডিবেঞ্চার (Share, Bond, Dibenture)

শেয়ারের অপর নাম হলো স্টক। একটি কোম্পানি দু'ধরনের স্টক বা শেয়ার ইস্যুর মাধ্যমে তার দীর্ঘমেয়াদি মূলধন সংগ্রহ করতে পারে। এ উভয় স্টক বা শেয়ারকে এক কথায় মালিকানা মূলধন বলে। যদিও উভয়ের বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য রয়েছে।

শেয়ারের ধারণা (Concept of Share)

একটি যৌথ মূলধনী কোম্পানি সাধারণ স্টক কিংবা অগ্রাধিকার স্টক বিক্রির মাধ্যমে ইক্যুইটি বা মালিকানা তহবিল সংগ্রহ করতে পারে। প্রতিটি কোম্পানি প্রাথমিক অবস্থায় সাধারণ স্টক ইস্যু করে ইক্যুইটি তহবিল সংগ্রহ করে। পরবর্তী পর্যায়ে কিছু প্রতিষ্ঠান নতুনভাবে সাধারণ স্টক কিংবা অগ্রাধিকার শেয়ার ইস্যুর মাধ্যমে ইক্যুইট তহবিল সংগ্রহ করতে পারে। সাধারণ স্টক ও অগ্রাধিকার স্টক দুটিই ইক্যুইটি তহবিল হলেও অগ্রাধিকার স্টকের অনেক বৈশিষ্ট্যই ঋণ তহবিলের সঙ্গে মিলে যায়।

কোম্পানি সংগঠনের মূলধনকে সমপরিমাণ মূল্যের ক্ষুদ্র এককে ভাগ করা হলে তার প্রত্যেকটি একককে শেয়ারবলে। তাই বলা যায়, শেয়ার হলো কোম্পানির মালিকানার প্রতীক। যিনি শেয়ার ক্রয় করেন তিনি শেয়ারহোল্ডার এবং শেয়ার বিক্রয় হতে সংগৃহীত অর্থকে শেয়ার মূলধন বলে।

শেয়ারের বৈশিষ্ট্য(Charecteristics of Share)

শেয়ারের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। তা নিম্নরূপ:

- শেয়ার কোম্পানির মূলধনের ক্ষুদ্র অংশ বিশেষ;
- প্রতিটি শেয়ারের মূল্য সমপরিমাণ হয়ে থাকে;
- শেয়ারহোল্ডারের কোম্পানির উপর আংশিক মালিকানা স্বত্ব জন্মায়;
- কোম্পানির উপর শেয়ারহোল্ডারের কিছু চুক্তিগত অধিকার থাকে;
- শেয়ার হস্তান্তরযোগ্য অবস্থার সম্পত্তি হিসেবে গণ্য;
- কোম্পানিতে শেয়ারহোল্ডারের কতিপয় দায়িত্ব ও কর্তব্যও বহাল থাকে।

শেয়ারের শ্রেণিবিভাগ (Classification Of Share)

শেয়ার বা স্টক প্রধাণত দুই ধরণের হয়ে থাকে। যথা:

- সাধারণ শেয়ার
- অগ্রাধিকার শেয়ার

এছাড়া আরও রয়েছে -

- বিলম্বিত শেয়ার
- অন্যান্য শেয়ার

তবে শেয়ার বা স্টক এর বিভিন্ন শ্রেণিবিভাগ নিম্নে ছকে উপস্থাপন করা হলো–

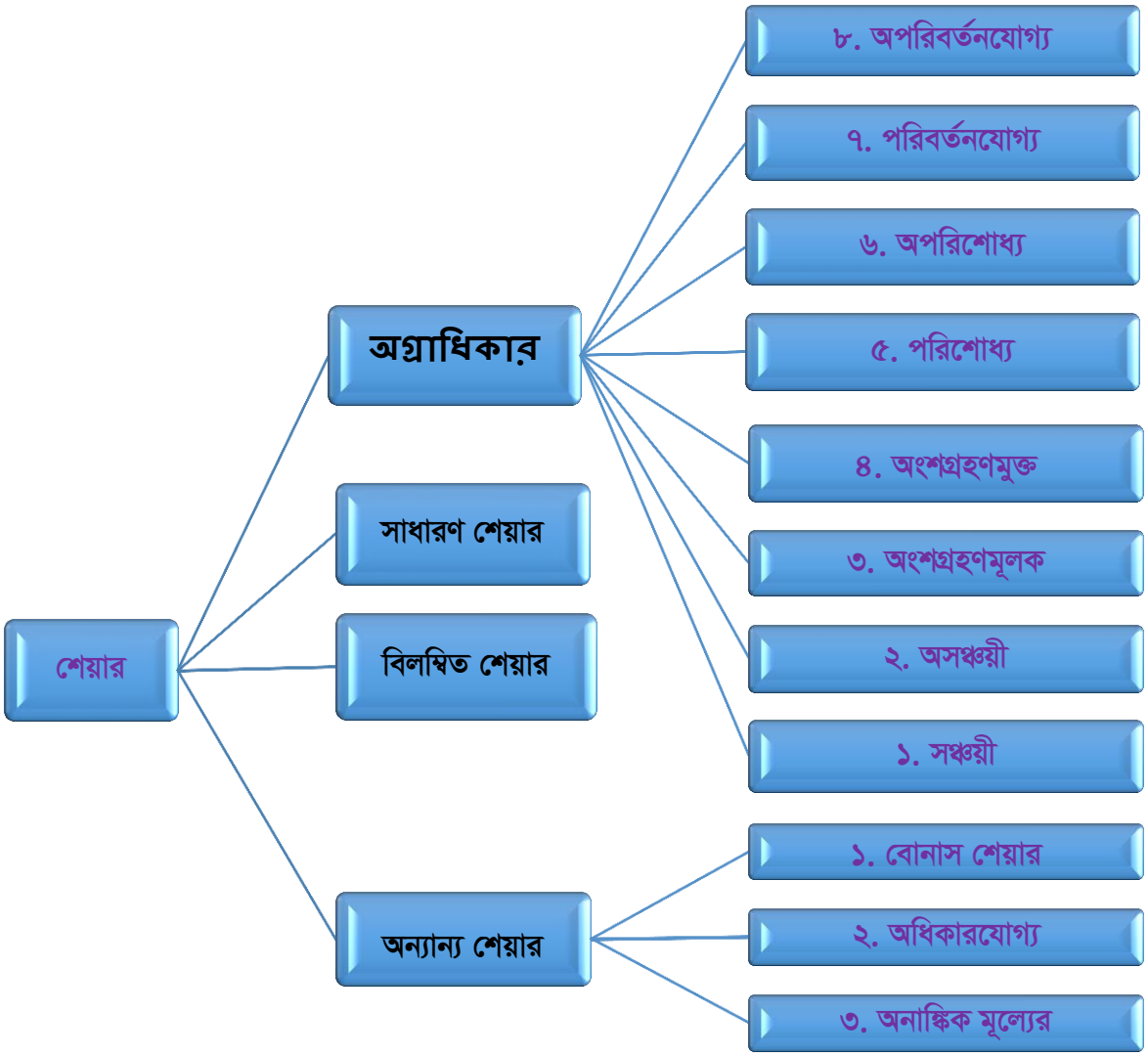

পরবর্তীতে কোম্পানির মূলধনের প্রয়োজনে নগদ ডিভিডেন্ড-এর পরিবর্তে স্টক ডিভিডেন্ড ইস্যু করে থাকে। আবার রাইট শেয়ার ইস্যু করে থাকে।

বন্ড (Bond)

বন্ড হলো কোম্পানির দীর্ঘমেয়াদি ঋণ গ্রহণের এক প্রকার দলিলপত্র। এটি এমন এক ধরনের আর্থিক সিকিউরিটি যা ইস্যুর মাধ্যমে কোম্পানি জনগণ বা বিভিন্ন ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে দীর্ঘমেয়াদের জন্য ঋণ নিয়ে থাকে। অন্যভাবে বলা যায়, বন্ড হলো ঋণ গ্রহণকারী এবং ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যকার একটি চুক্তিপত্র যার মাধ্যমে কোম্পানি নির্দিষ্ট মেয়াদ অন্তর অন্তর সুদ (যাদের আবার কুপনও বলা হয়) এবং মেয়াদান্তে মূল টাকা ফেরত দেয়ার জন্য অঙ্গিকারাবদ্ধ থাকে। চুক্তিপত্রে সাধারণত ঋণকৃত অর্থের পরিমাণ, সুদের হার, মেয়াদকাল, পরিশোধের নিশ্চয়তা ইত্যাদির উল্লেখ থাকে। বাংলাদেশে এখনো বন্ড সেভাবে পরিচিতি লাভ করেনি, তবে গত কয়েক বছরে বেশ কিছু পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি বন্ড ইস্যু করে দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন করেছে।

ডিবেঞ্চার বা ঋণপত্র (Dibenture)

ঋণপত্রের মাধ্যমে যৌথ মূলধনী কারবার ঋণ গ্রহণের স্বীকৃতি প্রদান করে। তা কারবার কর্তৃক ঋণ গ্রহণের স্বীকৃতি পত্র। এটিকে বন্ডও বলা হয়ে থাকে। নির্দিষ্ট সময় পর ঋণ পরিশোধ ও ঋণের উপর ডিবেঞ্চার হোল্ডারকে প্রতি বৎসর নির্দিষ্ট হারে সুদ প্রদান করার অঙ্গীকার এই দলিলে লিপিবদ্ধ করা হয়। তৎসঙ্গে ঋণের অন্যান্য শর্তাবলি এতে লিপিবদ্ধ থাকে।

কোম্পানি যখন জনগণের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করে তখন প্রমাণস্বরূপ যে দলিল বা প্রত্যয়নপত্র প্রদান করে তাই ঋণপত্র। সুনির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে কোম্পানি ঋণপত্র ইস্যু করে থাকে। পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি যে ঋণ স্বীকৃতিপত্র ইস্যু করে জনগণ বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে ঋণ সংগ্রহ করে তাকে ঋণপত্র বলে। অন্যভাবে বলা যায়, ঋণপত্রে ঋণেরশেয়ার এবং সুদের বা মুনাফার হার সুনির্দিষ্ট থাকে। ঋণপত্রে কর সুবিধা পাওয়া যায়।

৫.৩ মুদ্রা, ব্যাংক ও বিমা (Money, Bank, & Insurance)

মুদ্রা (Money)

সভ্যতার আদিকালে মানুষের অভাব ছিল সীমিত। তাই মানুষ তার প্রয়োজনীয় সকল অভাব পূরণ করতে সক্ষম ছিল। অর্থাৎ, প্রতিটি মানুষ বা পরিবার ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ। কিন্তু সমাজ সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে মানুষের অভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে। নতুন নতুন অভাব মানুষের জীবনকে করে বিপর্যস্ত। এ কারণে মানুষ তার প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্যের অভাব পূরণ করতে সক্ষম হতো না। তাছাড়া মানুষের অভাবের প্রকৃতিরও পরিবর্তন ঘটে। তাই মানুষ পরিবর্তিতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত চাহিদা পূরণ করার ক্ষেত্রে ক্রমান্বয়ে অন্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এরূপ নির্ভরশীলতা থেকে সূত্রপাত হয় বিনিময় ব্যবস্থার।

সভ্যতার আদিকালে যখন সর্বজনগ্রাহ্য কোনো বিনিময়ের মাধ্যম ছিল না তখন মানুষ দ্রব্যের বিনিময়ে দ্রব্য প্রাপ্তিকে প্রধান অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করলো। শুরু হলো দ্রব্য বিনিময় প্রথার। তখন মানুষ তার উৎপাদিত উদ্বৃত্ত পণ্য পরস্পরের মধ্যে লেনদেন করে নিজের প্রয়োজনীয় অভাব পূরণ করতে সচেষ্ট হলো। কিন্তু এই

ব্যবস্থাও বেশি দিন স্থায়ী হলো না। বিনিময় প্রথার নানা অসুবিধার কারণে মানুষ কামনা করলো এমন একটি বিনিময়ের মাধ্যম যা মানুষের জীবনকে করে তুলবে আরও সহজ ও স্বাচ্ছন্দ্যময়ী। যার ফলশ্রুতিতে আবিষ্কৃত হলো আজকের সর্বজনস্বীকৃত বিনিময়ের মাধ্যম, অর্থ।

কাজেই মুদ্রার আবিষ্কার দ্রব্য বিনিময় প্রথার সব অসুবিধা দূর করতে সক্ষম হয়েছে। মানুষের দৈনন্দিন কেনাকাটা, লেনদেন ও অন্য যে কোনো বিনিময়ের প্রয়োজনে মানুষ অর্থ ব্যবহার করে থাকে। আধুনিককালে ব্যাংক ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে অর্থের ব্যবহার আরও গতিশীল হয়েছে। আধুনিক বাজার অর্থনীতিতে উৎপাদন, আয়ের বণ্টন, ভোগ, বিনিয়োগ, সঞ্চয়, ঋণ গ্রহণ ও পরিশোধ প্রভৃতি কার্যক্রমকে অর্থ সহজতর করেছে। মূলত অর্থকে কেন্দ্র করেই আধুনিককালে সকল কার্যক্রম আবর্তিত হয়। নিঃসন্দেহে অর্থ মানুষের একটি বড় আবিষ্কার।

ব্যাংক (Bank)

ব্যাংক অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি। আধুনিক যুগে ব্যাংক ব্যতীত ব্যবসায়-বাণিজ্য পরিচালনা করা যায় না। ব্যাংক একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে অর্থ ও ঋণের ব্যবসায় করে। যা আর্থিক কারবারি সংগঠন হিসেবে জনগণের নিকট থেকে অলসভাবে পড়ে থাকা অর্থ সংগ্রহ করে, অন্যকে তা ঋণ হিসাবে প্রদান করে, ঋণ আমানত সৃষ্টি করে, বিনিয়োগ করে, বিল বাট্টাকরণ, চেক ইস্যুকরণ, টি টি, চাহিবামাত্র আমানতকারীর অর্থ ফেরত দেয় এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক কার্যাবলি সম্পন্ন করে। ব্যাংক অন্যের নিকট হতে অর্থ সংগ্রহ করে আবার অন্যকেই ধার দেয়। তাই এটিকে ধার করা অর্থের ধারক বলা হয়।

ব্যাংকিং(Banking)

ইংরেজি Banking শব্দটির আভিধানিক অর্থ হচ্ছে ব্যাংকের কার্যাবলি। ব্যাংক ও ব্যাংকিং শব্দ দুটিকে অনেকেই সমার্থবোধক মনে করেন তাই একই অর্থে ব্যবহার করেন। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। মক্কেল বা গ্রহক এবং ব্যাংকের মধ্যে সম্পাদিত যাবতীয় কার্যাবলি হলো ব্যাংকিং। যেমন আমানত সংগ্রহ করা, ঋণদান, ঋণ আমানত সৃষ্টি, বিল, বন্ড ভাঙানো, বৈদেশিক বাণিজ্যে সাহায্য করা, বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি করা, অর্থ স্থানান্তর ইত্যাদিসহ যাবতীয় অর্থনৈতিক কার্যাবলি সম্পাদন করা।

ই-ব্যাংকিং এর ধারণা (E-Banking)

ই-ব্যাংকিং-এর পূর্ণরূপ হচ্ছে-ইলেক্ট্রনিক ব্যাংকিং। একে অনলাইন ব্যাংকিং নামেও অভিহিত করা হয়। এরসাহায্যে ব্যাংক ইন্টারনেটের মাধ্যমে গ্রাহককে ঘরে বসে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করার সুযোগ প্রদান করে। এর মাধ্যমে গ্রাহক ইন্টারনেট-এর সাহায্যে নিজেরাই নিজেদের হিসাবের জের, লেনদেন-এর প্রকৃতি ও পরিমাণ এবং হিসাববিবরণী দেখতে পারেন। পরিশোধিত চেকের ইমেজ পর্যবেক্ষণ, চেক বই-এর অর্ডার প্রদান, এম- ব্যাংকিং ও ই- ব্যাংকিং সংক্রান্ত দরখাস্ত সংগ্রহ ও প্রেরণ ইত্যাদি কাজও ঘরে বসে সম্পাদন করা যায়। এছাড়াও গ্রাহক এক ব্যাংক হিসাব থেকেঅনলাইনে অন্য হিসাবে অর্থ স্থানান্তর, অনলাইনে বিল পরিশোধ, ঋণের দরখাস্ত, বিনিয়োগ, ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদি ই-ব্যাংকিং এর সাহায্যে সম্পন্ন করতে পারে।

ডেবিট কার্ডের ধারণা (Debit Card)

ডেবিট কার্ড হলো ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গ্রাহককে ইস্যুকৃত এক ধরনের প্লাস্টিক চৌম্বক ইলেক্ট্রনিক কার্ড, যা নগদ অর্থ ও চেকের বিকল্প হিসেবে কাজ করে এবং যার মাধ্যমে গ্রাহক পিন বা পাসওয়ার্ড (গোপননাম্বার) ব্যবহার করে নির্দিষ্ট এটিএম (ATM-Automated Teller Machine) বুথ থেকে যে কোনো সময় তার জমাকৃত টাকা উত্তোলন, স্থানান্তর, নগদ লেনদেন ইত্যাদি কাজ করে থাকে।

ক্রেডিট কার্ডের ধারণা (Credit Card)

নির্দিষ্ট ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান থেকে পণ্য ও সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রেডিট কার্ড একটি বহুল ব্যবহৃত ইলেক্ট্রনিটক সেবাপদ্ধতি। এরূপ কার্ডের মাধ্যমে গ্রাহককে ক্রেডিট বা ঋণ সুবিধা প্রদান করা হয় বিধায় তা ক্রেডিট কার্ড নামে পরিচিত। এটিএম বুথ থেকে অর্থ উত্তোলনেও এ কার্ড ব্যবহার করা যায়। বিভিন্ন ব্যাংক ঋণ গ্রহণের সামর্থ্য রয়েছে এমন মর্যাদাবান গ্রাহকদের চুম্বকীয় শক্তিসম্পন্ন সাংকেতিক নম্বর যুক্ত এবং গ্রাহকদের ছবি ও অন্যান্য তথ্য সংবলিত এক ধরনের প্লাস্টিক কার্ড সরবরাহ করে। একজন গ্রাহককে কত টাকা পর্যন্ত ঋণ সুবিধা দেয়া হবে তা নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়। এক্রেডিট সীমা বা সর্বোচ্চ অনুমোদিত ডেবিট ব্যালেন্সের মধ্যে থেকে গ্রাহক নির্দিষ্ট দোকান বা প্রতিষ্ঠান থেকে পণ্য বা সেবা ক্রয়ের পর মূল্য পরিশোধ বাবদ তা বারবার ব্যবহার করতে পারেন। মাস্টার কার্ড, ভিসা কার্ড ইত্যাদি এর উদাহরণ।

মোবাইল ব্যাংকিংয়ের ধারণা (Mobile Banking)

মোবাইল ফোন প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে গ্রাহককে ব্যাংকিং ও আর্থিক সেবা তথা অর্থ জমাদান, উত্তোলন, মূল্য ও বিল পরিশোধ, বেতন ও ভাতা প্রদান ইত্যাদি কার্যক্রম প্রদান করাই মোবাইল ব্যাংকিং। ১৯৯৭ সালে Merita Bankof Finland সর্বপ্রথম মোবাইল ব্যাংকিং সেবা চালু করে। বাংলাদেশে ২০১১ সালের ৩১ মার্চ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকের তৎকালীন গভর্নর ২০০০ টাকা ডিপোজিট করার মাধ্যমে এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন। ব্যাংক হিসাবে টাকা জমাদান ও উত্তোলন উভয়ই এর মাধ্যমে সম্ভব হয়। বর্তমানে ব্র্যাক ব্যাংক এর 'বিকাশ' পদ্ধতিতে অর্থনৈতিক লেনদেন মোবাইল ব্যাংকিং এর একটি উদাহরণ।

বিমা (Insurance)

- বিমা হলো একটি চুক্তি যা দু'টি পক্ষের মধ্যে সম্পাদিত হয়
- এক পক্ষ অপর পক্ষকে প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে নির্ধারিত সেলামি প্রদান করে
- অপর পক্ষ সেলামীর বিনিময়ে বিপুল পরিমাণ টাকা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে
- তবে, প্রতিশ্রুত অর্থ দেবার বিষয়টি নির্ভর করে বিমাকৃত ঘটনা বা দুর্ঘটনা ঘটার উপর।

তাই বিমা হলো একটি চুক্তি, যার বিনিময়ে এক পক্ষ তার জীবন বা সম্পদের ঝুঁকি কমাতে অপর পক্ষকে নির্দিষ্ট পরিমাণ প্রিমিয়াম প্রদান করে এবং অপর পক্ষ উক্ত প্রিমিয়ামের বিনিময়ে ১ম পক্ষের জীবন বা সম্পদের অর্থনৈতিক ঝুঁকি গ্রহণ করে অর্থাৎ কোনো ঘটনা বা দুর্ঘটনা ঘটলে আর্থিক ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি প্রদান করে। এবার আসুন বিষয়টি একটি উদাহরণের সাহায্যে আরো ভালো করে জেনে নিই। ধরুন, রাজশাহী-পাবনা রোডে আপনার একটি গাড়ি চলে। গাড়িটি মূল্য ২৫ লক্ষ টাকা। গাড়িটি দুর্ঘটনায় পতিত

হলে আপনি বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন হবেন । এ ধরনের ঘটনা চিন্তা করে আপনি একটি বিমা কোম্পানির সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারেন। ধরি, মাসে ৫,০০০/= টাকা করে বিমা কোম্পানিকে প্রদান করলে কোম্পানিটি দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতির পুরোটাই আপনাকে প্রদান করবেন। এখানে প্রথম পক্ষ হলো আপনি এবং দ্বিতীয় পক্ষ হল বিমা কোম্পানি। যে, ৫,০০০/= টাকা প্রতিমাসে প্রদান করবেন তাহল বিমা বা সেলামি। ২৫ লক্ষ টাকা হলো পলিসি।

বিমার ভূমিকা ও গুরুত্ব

(Role and Importance of Insurance)

বিমা ব্যবসার মূল লক্ষ্যই হলো কোনো ক্ষতি সাধন হলে তার পাশে এসে দাঁড়ান; সহযোগিতা করা নিরাপত্তা বিধান করা। তাই,বিমা একজন বিপদগ্রস্ত মানুষের পাশে এসে প্রকৃত বন্ধুর ভূমিকা পালন করে থাকে। বিমা ব্যবসা নিম্নলিখিত তিনটি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে

একজন ব্যক্তির নিকট বিমার গুরুত্ব (Importance of Insurance to an Individual)

একজন ব্যক্তি নিম্নলিখিতভাবে বিমার মাধ্যমে উপকৃত হয়–

- **বিমা নিরাপত্তা বিধান করে (Insurance Provides Security)**ঃ বিমা মানুষের বিভিন্ন ধরনের নিরাপত্তা প্রদান করে থাকে। যেমন- জীবন বিমা অকাল মৃত্যুতে পরিবারের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা প্রদান করে থাকে। অগ্নি-বিমা সম্পদের নিরাপত্তা প্রদান করে থাকে। নৌ-বিমা সামুদ্রিক ঝুঁকির নিরাপত্তা প্রদান করে। তাই বিমা ব্যবস্থা মানুষ ও তার সম্পদের নিরাপত্তা দান করে থাক।

- **বিমা মানুষের মনের শান্তি দেয় (Insurance Provides Peace of Mind)**ঃ বিমাপত্র গ্রহণের ফলে একজন মানুষ নিরাপদবোধ করে। ব্যবসায়ের ঝুঁকি কমে, ফলে সে ভাবনাহীন জীবন যাপন করতে পারে। এর ফলে অহেতুক ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তার দুশচিন্তা থেকে মুক্ত থাকে। এর ফলে মনে এক অনাবিল শান্তি অনুভব করে।

- **বিমা বন্ধকী সম্পত্তি রক্ষা করে (Insurance Protects, Mortgage Proparty)**ঃ একজন বন্ধকদাতা হঠাৎ করে অকালে মৃত্যুবরণ করলে পরিবারবর্গ অর্থিক অনটনে পড়ে। যার ফলে, সংসার চালাতেই হিমশিম খেতে হয়। তাই বন্ধকী সম্পদ বন্ধক মুক্ত করা একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়ে। সেক্ষেত্রে জীবন বিমা পলিসি থাকলে বিমা কোম্পানি থেকে এককালীন মোটা অংকের টাকা পাওয়া যায়, যা থেকে বন্ধকী সম্পদ মুক্ত করা সম্ভব হয়। এভাবে বিমা বন্ধকী সম্পত্তি রক্ষায় সাহায্য করে থাকে।

- **বিমা নির্ভরশীলতা দূর করে (Insurance Eliminates Dependency):** কারো বাবা বা স্বামীর মৃত্যুতে ঐ পরিবার অসহায় সম্বলহীন হয়ে পড়তে পারে। সেক্ষেত্রে, তাদের আর্থিকভাবে অন্যের উপর নির্ভরশীল হওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়ে। সেক্ষেত্রে উক্ত মৃত ব্যক্তির জীবন বিমাপত্র থাকলে এককালীন বড় অংকের টাকা পায়, যার ফলে তাদের পরিবার আর্থিকভাবে সচ্ছল থাকে। তাদের আর্থিকভাবে পরনির্ভরশীল হতে হয় না। এভাবে বিমা নির্ভরশীলতা দূর করে থাকে।

- **জীবন বিমা সঞ্চয়ে উৎসাহিত করে (Life Insurance Encourages Savings):** জীবন বিমা মূলত নিশ্চয়তার বিমা। বিমা গ্রহীতার মৃত্যু হউক বা চুক্তির সময়সীমা পর্যন্ত বেঁচে থাকুক, সে আর্থিক অনুদান পাবেই। আর বিমা গ্রহীতার জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বিভিন্ন কিস্তিতে প্রিমিয়াম বা বিমা সেলামি দিতে হয়। তাই মানুষ ভবিষ্যতে পাবার আশায় জীবন বিমার মাধ্যমে কিস্তিতে টাকা দিয়ে থাকে। এর ফলে, তার একটি বিরাট সঞ্চয় গড়ে ওঠে, যা ভবিষ্যতে অর্থিক চাহিদা মিটাতে সক্ষম হয়। এভাবে জীবন বিমা সঞ্চয়ে মানুষকে উৎসাহিত করে থাকে।
- **জীবন বিমা লাভজনক বিনিয়োগে সাহায্য করে (Life Insurance Provides Porfitable Investment):** জীবন বিমায় যে প্রিমিয়াম জমা দেয়, সেটাকে বিমা কোম্পানি বিনিয়োগ করে তার লাভের অংশসহ বিমার দাবী পূরণ করে। তাই বিমা গ্রহীতা যখন টাকা ফেরত পায়, তখন লাভসহ তাকে দেওয়া হয়। তাই জীবন বিমা একটি লাভজনক বিনিয়োগ হিসেবে কাজ করে।

বিমার শ্রেণীবিভাগ (Classification of Insurance)

বিমাকে দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রেণীবিভাগ করা যায়। যথা; ১। ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে ২। ঝুঁকির দিকে থেকে

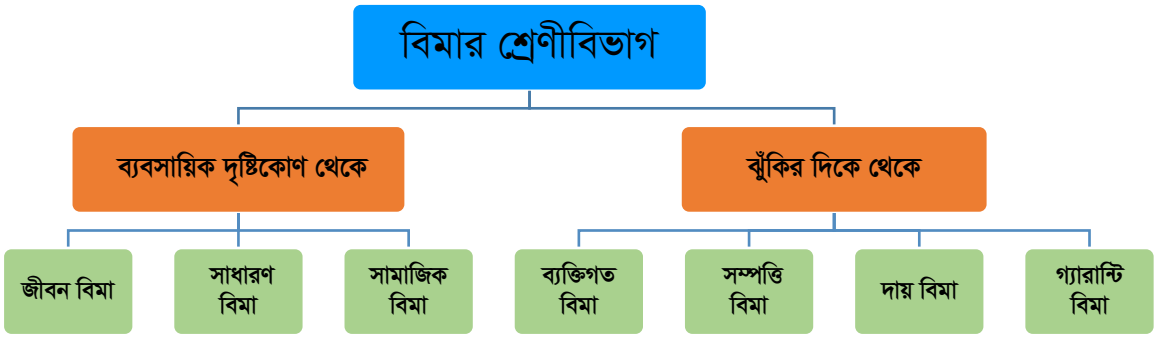

এ ছাড়াও রয়েছে নৌ বিমা, জীবন বিমা ও অগ্নি বিমা

বিমা ব্যবস্থার নীতিমালা (Principles Of Insurance)

বিমা ব্যবস্থা নিম্নলিখিত ছয়টি নীতি উপর প্রতিষ্ঠিত

- চূড়ান্ত সদ্বিশ্বাসের নীতি (Principles of Utmost Good Faith)
- বিমাযোগ্য স্বার্থের নীতি (Principles of Insurable Interest)
- ক্ষতিপূরণের নীতি (Principles of Indemnity)
- প্রতিস্থাপনের নীতি (Principles of Subrogation)
- অবদানের নীতি (Principles of Contribution)
- সম্ভাব্য কারণ নীতি (Principles of Proximate Cause)

প্রশ্নমালা

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। অর্থের সময়মূল্য বলতে কী বোঝায় ?

২। শেয়ার, বন্ড ও ডিবেঞ্চার বলতে কী বোঝায় ?

৩। মুদ্রা, ব্যাংক ও ব্যাংকিং বলতে কী বোঝায়?

৪। বিমা বলতে কী বোঝায় ?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। অর্থের সময়মূল্য ধারণা তুলে ধরুন।

২। অর্থের সময়মূল্যের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।

৩। অর্থের ভবিষ্যত মূল্য ও বর্তমান মূল্য ধারণা আলোচনা করুন।

৪। অর্থের সময়মূল্যের কৌশল ব্যাখ্যা করুন।

৫। শেয়ারের বৈশিষ্ট্য ও শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা করুন।

৬। শেয়ার ও বন্ডের পার্থক্য তুলে ধরুন।

৭। বিমার গুরুত্ব বর্ণনা করুন।

৮। বিমার শ্রেণিবিভাগ আলোচনা করুন।

৯। বিমার শ্রেণিবিভাগ দেখান।

ইউনিট- ৬ : ঝুঁকি এবং অনিশ্চয়তা (Risk & Uncertainity)

মানুষের সর্বত্রই ঝুঁকি জড়িত। ঝুঁকি বলতে আর্থিক ক্ষতি সংক্রান্ত অনিশ্চয়তাকে বোঝানো হয়েছে। ঝুঁকি আমরা সরিয়ে ফেলতে পারি না, কিন্তু ঝুঁকিজনিত ক্ষতিকে চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তিদের মধ্যে বণ্টন করে দিতে পারি। বিমা ব্যবসায়ের মূলপুঁজিই হলো ঝুঁকি। কোনো ঝুঁকি না থাকলে বিমা ব্যবসায়ের উদ্ভব নাও হতে পারত। আমাদের ঝুঁকিকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা প্রয়োজন। শুধু ঝুঁকি ব্যবস্থার উপর বিমা ব্যবস্থা অনেকাংশে নির্ভরশীল। তাই ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজন ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ; ঝুঁকির ফলে ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ ও ঝুঁকিকে মোকাবিলা করার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ নির্ধারণ করা।

এই ইউনিটের আলোচ্য বিষয়গুলো–

৬.১ ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা
৬.২ বাণিজ্যিক ব্যাংক ও তার পরিচিতি
৬.৩ কেন্দ্রীয় ব্যাংক

৬.১ ঝুঁকি এবং অনিশ্চয়তা (Risk and Uncertainity)

ঝুঁকি বলতে অমারা সাধারণত ভবিষৎ অনিশ্চয়তাকে বুঝি। ঝুঁকিকে অমারা সাধারণত নেতিবাচক বলে মনে করে থাকি। মানুষের প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিপদাপদ, অনিশ্চয়তা, বিপর্যয় রয়েছে। আর এ অনিশ্চয়তা নিরসনের জন্যই বিমা কার্যক্রমের জন্ম। তাই বলা যায় ঝুঁকির কারণেই বিমার উদ্ভব। বিমার মূল উৎসহলো ঝুঁকি ও ঝুঁকির অনিশ্চয়তা।

নিম্নে কয়েকজন বিমা বিশেষজ্ঞের মতামত দেয়া হলো:

M. R. Green এর মতে "ঝুঁকি হলো - কোনো আর্থিক ক্ষতি সাধন সম্পর্কিত অনিশ্চয়তা।"
F. Knit এর মতে,"ঝুঁকি হচ্ছে পরিমাপ ও নির্ধারণযোগ্য অনিশ্চয়তা।"

এম, এন, মিশ্র একটি তাৎপর্যপূর্ণ সংজ্ঞা প্রদান করেছেন, তার মতে, "কোনো আর্থিক ক্ষতি সংক্রান্ত অনিশ্চয়তাই হচ্ছে ঝুঁকি।"

তাই বলা যায় ঝুঁকি হচ্ছে একটি অপ্রত্যাশিত অনিশ্চয়তা যা মানুষের আর্থিক ক্ষতি বয়ে আনে।

কোনো কোনো সময় ঝুঁকি এবং অনিশ্চয়তার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা হয়ে থাকে। যখন কোনো প্রকল্পে অর্থ বিনিয়োগের অর্থ প্রবাহের সম্ভাবনা নিবেশন জানা থাকে তখন ঐ অবস্থাকে ঝুঁকি বলে। কিন্তু অর্থ প্রবাহের সম্ভাবনা নিবেশন যদি জানা না যায় তখন ঐ অবস্থাকে অনিশ্চয়তা বলা হয়। নিম্নে অনিশ্চয়তা ও ঝুঁকির পার্থক্য দেখানো হলো :

ঝুঁকি	অনিশ্চয়তা
ঝুঁকি পরিমাপযোগ্য	অনিশ্চয়তা পরিমাপযোগ্য নয়
ঝুঁকির জন্য গাণিতিক জ্ঞান অপরিহার্য	অনিশ্চয়তা ভাগ্য নির্ভর ধারণা
ঝুঁকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরিহারযোগ্য	অনিশ্চয়তা পরিহারযোগ্য নয়
ঝুঁকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে হ্রাসযোগ্য	অনিশ্চয়তা কোনো ক্রমেই হ্রাসযোগ্য নয়

৬.২ বাণিজ্যিক ব্যাংক ও তার পরিচিত (Commertial Bank)

বাণিজ্যিক ব্যাংকের ধারণা (Concept ofCommertial Bank)

আধুনিক ব্যবসায় জগতে ব্যাংক বলতে মূলত বাণিজ্যিক ব্যাংককেই বোঝানো হয়। বাণিজ্যিক ব্যাংক জনগণের কাছে পড়ে থাকা অলস অর্থ বিভিন্ন হিসাবের মাধ্যমে সংগ্রহ করে এবং এর কিছু অংশ বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ঋণ হিসাবে প্রদান করে। বাণিজ্যিক ব্যাংক স্বল্প সুদের হারে জনগণের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে এবং তুলনামূলক অথিক সুদের হারে বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ঋণ প্রদান করে। এ দু'ধরনের সুদের হারের পার্থক্যই হলো বাণিজ্যিক ব্যাংকের মুনাফা। আর মুনাফা অর্জন করাই হলো বাণিজ্যিক ব্যাংকের মূল উদ্দেশ্য। সুতরাং বাণিজ্যিক ব্যাংক বলতে এমন এক ধরনের আর্থিক মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানকে বোঝায় যা ধরনের মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে এক পক্ষের নিকট হতে বিভিন্ন হিসাবের মাধ্যমে আমানত সংগ্রহ করে এভং তা হতে অন্য পক্ষকে ঋণ প্রদান করে। অর্থাৎ যে আর্থিক প্রতিষ্ঠান কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অর্থ আমানত হিসেবে জমা রাখে, অন্যদিকে অন্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে চাহিদা অনুযায়ী ঋণ দেয়, ঋণের বিনিময়ে সুদ নিয়ে মুনাফা সর্বোচ্চ করতে চায়, তা বাণিজ্যিক ব্যাংক। বাণিজ্যিক ব্যাংক হলো এমন একটি ব্যাংক যা মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে কম সুদে এক পক্ষ থেকে আমানত সংগ্রহ করে এবং অপেক্ষাকৃত বেশি সুদে অন্যপক্ষকে ঋণ দেয় বা লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করে। বাণিজ্যিক ব্যাংক সাধারণত অংশীদারী আইন, কোম্পানি আইন বা সমবায় আইনের আওতায় দেশে প্রচলিত ব্যাংকিং আইন বলে গঠিত হয়।

- বাণিজ্যিক ব্যাংক একটি মুলধন ও অর্থ মধ্যস্থতাকারী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান।
- বাণিজ্যিক ব্যাংকের মূল উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন।
- এই ব্যাংক জনগণের অর্থ অল্প সুদে আমানত হিসাবে গ্রহণ করে এবং আমানতকারীদের চেকের মাধ্যমে অর্থ পরিশোধ করে।
- সংগৃহীত আমানত অপেক্ষাকৃত বেশি সুদে বা লাভে ঋণ হিসাবে দিয়ে থাকে।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Commertial Bank)

- বাণিজ্যিক ব্যাংক এক ধরনের আর্থিক মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান।
- মধ্যস্থতাকারী হিসেবে এ প্রতিষ্ঠান এক পক্ষের নিকট হতে ঋণ গ্রহণ করে ও অন্য পক্ষকে ঋণ প্রদান করে।
- বাণিজ্যিক ব্যাংক জনগণের নিকট হতে স্বল্প সুদে আমানত গ্রহণ করে এভং অপেক্ষাকৃত অধিক হার সুদে ঋণ প্রদান করে।
- সুদ গ্রহণ ও প্রদানের পার্থক্যই হলো বাণিজ্যিক ব্যংকের মুনাফা।
- বাণিজ্যিক ব্যাংক চেক, বিভিন্ন প্রকার প্রতিশ্রুতি পত্র ইস্যু করে থাকে যা সহজ বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

বাণিজ্যিক ব্যাংকেরগুরুত্ব (Importance of Commertial Bank)

- আমানত ও সঞ্চয় সংগ্রহ
- ঋণ ও অগ্রিম প্রদান
- মূলধন গঠন
- ঋণ আমানত সৃষ্টি
- উদ্বৃত্ত তহবিলের যথাযথ ব্যবহার
- বিনিময় মাধ্যম সৃষ্টি
- বৈদশিক মুদ্রার লেনদেন
- অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষা
- আর্থিক নীতির বাস্তবায়ন
- প্রতিনিধি হিসেবে ভূমিকা

৬.৩ কেন্দ্রীয় ব্যাংক (Central Bank)

সমগ্র অর্থ বাজারের নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক গঠিত ব্যাংককে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের পক্ষে মুদ্রার প্রচলন, মুদ্রার যোগান, নিয়ন্ত্রণ, আর্থিক নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নসহ অপরাপর আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে। কাজেই একটি দেশে মুদ্রার প্রচলন, মুদ্রার যোগন নিয়ন্ত্রণ ও অপরাপর সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকার কর্তৃক গঠিত ও পরিচালিত ব্যাংককে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলা হয়। সকল দেশেই একটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক থাকে– যা সরকারের পক্ষে দেশের অর্থ বাজারকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পরিচালিত করে। বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম বাংলাদেশ ব্যাংক। কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের ব্যাংক হিসেবে সরকারে আয়-ব্যয়ের হিসেবরাখে, সরকারের আর্থিক পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ করে এবং সরকারের পক্ষে অন্যান্য ব্যাংকের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে। এজন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংককে অর্থ বাজারের অভিভাবক বলা হয়।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভূমিকা

- কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উদ্দেশ্য হলো দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করা।
- এই ব্যাংক এককভাবে দেশের নোট ও মুদ্রা প্রচলনের দায়িত্ব পালন করে।
- এটি দেশের আর্থিক ও ব্যাংকিং কাঠামোর শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান।
- দেশের অর্থনীতিতে সমতা আনা এবং মূল্যস্তর স্থিতিশীল রাখা এই ব্যাংকের কাজ।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নীতিমালা (Principles of Central Bank)

প্রত্যেক দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কিছু আলাদা নীতিমালা রয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক যেসব নীতিমালার অধীনে পরিচালিত হয় তা নিম্নরূপ :

- **মুনাফা নয় জনকল্যাণ :** কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান নীতি হলো মুনাফার দিকে লক্ষ না রেখে জনকল্যাণের জন্য কাজ করা। সামগ্রিকভাবে দেশের অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধনই হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।
- **প্রতিযোগিতা না করা :** কেন্দ্রীয় ব্যাংক সাধারণ ব্যাংকিং কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে না। কারণ এর ফলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও বাণিজ্যিক ব্যাংকের মধ্যে প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হবে। এর ফলে বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলি ব্যাহত হবে।
- **তারল্য বজায় রাখা :** কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি হলো অর্থ বাজারে তারল্যতা ও সুস্থতা বজায় রাখা। কোনো কারণে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহে তারল্য সংকট দেখা দিলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। এজন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংককে ঋণদানের শেষ আশ্রয়স্থল বলা হয়।
- **সরকারকে তথ্য সরবরাহ করা :** দেশের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে সরকারকে অবহিত করা। আর্থিক নীতি প্রণয়ের প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেয়া, বৈদেশিক রিজার্ভ নিয়ন্ত্রণ করা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নীতিমালার অন্যতম অংশ।
- **দামস্তরের স্থিতিশীলতা বজায় রাখা :** কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি ও লক্ষ্য হলো দেশের অভ্যন্তরীণ দামস্তরের স্থিতিশীলতা বজায় রাখা তথা বাণিজ্যচক্র নিয়ন্ত্রণ করা। এ লক্ষে কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুদ্রা ও ঋণের যোগান নিয়ন্ত্রণ করে।
- **আর্থিক নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন :** কেন্দ্রীয় ব্যাংক-এর অন্যতম প্রধান লক্ষ্যও নীতিমালার একটি হলো আর্থিক নীতি প্রণয়ন এবং তার বাস্তবায়ন করা।

সর্বোপরি সকল প্রকার রাজনৈতিক প্রভাব ও চাপমুক্ত থেকে অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করা এবং নিরপেক্ষভাবে পরিচালিত হওয়াই হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মূল নীতি ও লক্ষ্য। এজন্য বিশ্বের প্রায় সকল দেশেই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের 'স্বায়ত্তশাসন' রয়েছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ (Charecteristics of Central Bank)

কেন্দ্রীয় ব্যাংক হলো সরকারের নিয়ন্ত্রণ এমন একটি একক ও অনন্য ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান যা দেশের অন্যান্য ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংককে একটি ব্যাংক হিসাবে বিবেচনা করা

হলেও এর এমন কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে যা একে অন্য সকল প্রকার ব্যাংক থেকে আলাদা করে। নিচে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করা হলো:

প্রশ্নমালা

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা বলতে কী বোঝায় ?
২। বাণিজ্যিক ব্যাংক বলতে কী বোঝায় ?
৩। কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলতে কী বোঝায়?

রচনামূলক প্রশ্ন

১।ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার পার্থক্য তুলে ধরুন।
২। বাণিজ্যিক ব্যাংকের গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন।
৩।কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বৈশিষ্ট্য ও নীতিমালা ব্যাখ্যা করুন।

ইউনিট ৭ : শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল
(Methods and Techniques)

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের প্রধান দায়িত্ব হলো বিষয়বস্তু অনুযায়ী শিখনফল অর্জনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরবিকাশ সাধন। শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল শিক্ষাক্রমের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিখন নিশ্চিতকরণ অর্থাৎ শিখনফল অর্জন প্রধানত দু'টি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণটি হচ্ছে শ্রেণিশিক্ষকের সক্রিয় সহযোগিতা ও যথোপযুক্ত শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশলের সুষ্ঠু প্রয়োগ । উভয় ক্ষেত্রেই শিক্ষকের ভূমিকা অত্যন্তগুরুত্বপূর্ণ। এক কথায় শিক্ষার্থীর শিখন নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে শিক্ষকের চেয়ে উত্তম আর কিছু নেই। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, অনেক কঠিন ও জটিল কাজ যা করার জন্য অনেক শ্রম ও সময় প্রয়োজন তা যথোচিত পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগে সহজে ও কম সময়ে সঠিকভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব। শিক্ষার্থীর শিখনের ক্ষেত্রেও এ নিয়ম প্রযোজ্য। শিক্ষক পূর্ব প্রস্তুতি নিয়ে কম পরিশ্রমে এবং অপেক্ষাকৃত কম সময়ে যথোচিত পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগে শিক্ষার্থীর শিখনফল অর্জন নিশ্চিত করতে পারেন।

এই ইউনিটের আলোচ্য বিষয়গুলো–

৭.১ পদ্ধতি ও কৌশলের ধারণা ও শ্রেণিবিভাগ

৭.২ অনুশিক্ষণ

৭.৩ প্রদর্শণ

৭.৪ আলোচনা

৭.৫ সমস্যা সমাধান

৭.৬ প্রকল্প

৭.৭ অনুসন্ধান পদ্ধতি

৭.৮ ডিজিটাল পদ্ধতি

৭.৯ ছদ্মশিক্ষণ, সর্তীথ শিক্ষণ, সহযোগী শিক্ষণ

৭.১০ প্রশ্নোত্তর

৭.১১ একক কাজ, দলীয় কাজ ও জোড়ায় কাজ, কার্যকর দল ধারণা মানচিত্র, ভূমিকাভিনয়

৭.১ পদ্ধতি ও কৌশলের ধারণা,পদ্ধতি ও কৌশলের শ্রেণিবিভাগ

(Classification & Concept of Method and Techniques)

পদ্ধতি ও কৌশল (Method and Techniques)

শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল অনেক ধরনের। এর কয়েকটি শিক্ষককেন্দ্রিক এবং কয়েকটি শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক। শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণ শিক্ষালাভে সহায়ক। সব পদ্ধতিরই কমবেশি সুবিধা ও অসুবিধা আছে। এমন কোনো পদ্ধতি বা কৌশল নেই যেটি সকল শিক্ষার্থীর জন্য সমভাবে উপযোগী বা সব ধরনের বিষয়বস্তুর জন্য উপযোগী। শিক্ষকের বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশলের উপর দক্ষতা এবং শ্রেণি ও পাঠ উপযোগী পদ্ধতি ও কৌশলের যথাযথ প্রয়োগের উপর নির্ভর করে শিক্ষার্থীর শিখন সাফল্য। এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই যে একটি পাঠ পরিচালনায় শিক্ষককে এক বা একাধিক পদ্ধতির উপর নির্ভর করতে হয়। পাঠকে ফলপ্রসূ করার জন্য শিক্ষক পরিস্থিতি অনুসারে একাধিক পদ্ধতি ও কৌশলের সংমিশ্রণে নিজের মতো করে পাঠ পরিচালনা করতে পারেন। পাঠের সাফল্য নির্ভর করে শিক্ষকের বিচক্ষণতা এবং বিষয়জ্ঞান ও শিখন পদ্ধতির যথাযথ প্রয়োগের উপর। এজন্য বলা হয় শিক্ষকই সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতি।

পদ্ধতি (Methods)

পদ্ধতি বা Method কোনকিছু করার নির্ধারিত উপায়,প্রক্রিয়া বা পথ। উপযুক্ত প্রক্রিয়া ব্যতীত কোনো কাজ সম্পাদন করলে তা যথাযথ হয় না। পাঠদান পদ্ধতি হলো পাঠদানের প্রক্রিয়া। প্রক্রিয়া হবে যথাযথ ও কার্যকর অর্থাৎ শিখনফল অর্জন উপযোগী। এক্ষেত্রে বিষয়বস্তু, শিক্ষক, শিক্ষার্থী পারস্পারিক সম্পর্ক সৃষ্টির মাধ্যমে পাঠের লক্ষ্যও উদ্দেশ্য অর্জনের প্রক্রিয়াই হলো পদ্ধতি। শিক্ষক যে প্রক্রিয়ায় সার্থক, ফলপ্রসু, কার্যকর পাঠদান করেন, শিখনফল অর্জন করেন তাকে পদ্ধতি বলে।

সুষ্ঠু শিক্ষাদান পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য (Charecteristics of Teaching Methods)

- পদ্ধতি হবে লক্ষ্য ভিত্তিক। প্রথমে লক্ষ্য নির্ধারণ করে নিয়ে লক্ষ্যের অনুকূলে বিষয়বস্তু উপস্থাপন ও লক্ষ্যে পৌঁছাবার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ। সর্বশেষ লক্ষ্য অর্জন ও নির্ণয়ের জন্য যথাযথ মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রয়োগে একটি সুষ্ঠু সমাধানে পৌঁছানো।
- পদ্ধতি প্রয়োগ কখনও এলোমেলো হতে পারবে না। পদ্ধতি হতে হবে সুপরিকল্পিত।
- পদ্ধতি হতে হবে মনোবিজ্ঞান ভিত্তিক। শিক্ষার্থীর বয়স, সামর্থ্য, আগ্রহ, ইচ্ছা ও অভিরুচি অনুযায়ী শিক্ষা প্রদান করা বাঞ্ছনীয়।
- এটি হবে কর্মভিত্তিক। সার্থক পদ্ধতি সমাজ ও জীবনভিত্তিক উপাদানের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। শিক্ষার্থীর সমস্ত জ্ঞানার্জনই জীবনের উপযোগী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ধাবিত।
- বিষয়ের ভিন্নতার দিকে যেমন নজর রাখেন তেমনি সমগ্র শ্রেণির শিক্ষার্থীর প্রতি তার দৃষ্টি সদা জাগ্রত থাকে। মেধা, গড় মেধা ও উচ্চ মেধা তিন শ্রেণির প্রতি সমান দৃষ্টি রেখে তিনি শিক্ষা প্রদান করেন।

- উত্তম পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হলো শিক্ষার্থীর মনকে যুক্তিও চিন্তাধর্মী করে তোলা।শিশুর মন যুক্তি ও বিচারধর্মী থাকে না। শিক্ষার্থী বড় হওয়ার সাথে সাথে তার ভিতরে ধীরে ধীরে যুক্তি ও বিচারবুদ্ধি জাগ্রত হয়। প্রাথমিক স্তরে মূর্ত বিষয় দিয়ে শুরু করে পরবর্তী উচ্চতর স্তরে বিমূর্ত বিষয়ের অবতারণা করা উচিত।

শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার অনেকাংশে নির্ভর করে শিক্ষক কর্তৃক পরিচালিত পদ্ধতি ও কৌশলের উপর। শিক্ষার্থীদের ক্ষমতা ও প্রবণতা এবং পাঠের বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে পদ্ধতি ও কৌশল নির্বাচন করা প্রয়োজন। পদ্ধতি ও কৌশল সঠিক হলে এবং যথাযথভাবে প্রয়োগ করা হলে শিক্ষার্থী সহজে শিখতে পারে।

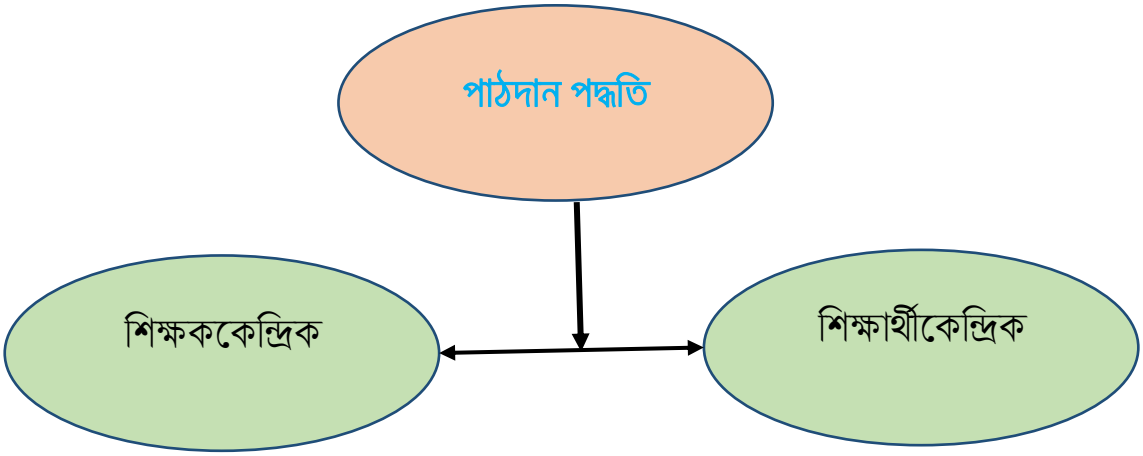

শিক্ষক কেন্দ্রিক (Teacher Centered Methods)

সনাতন এ পদ্ধতিতে শুধু শিক্ষকেরই প্রাধান্য থাকে, তিনি একনায়ক পন্থায় গতানুগতিক পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের তথ্য ও জ্ঞান সরবরাহ করে শিক্ষা দিয়ে থাকেন। প্রশ্নের সাহায্যে শিক্ষার্থীদের ভেতর থেকে তথ্য বের করে আনতে পারেন। যে পন্থাই অবলম্বন করেন না কেন শিক্ষক যখন কেন্দ্র বিন্দুতে থেকে শ্রেণি পরিচালনা করেন তখন শিক্ষার্থীরা পরোক্ষ শিখনে উদ্বুদ্ধ হয়, শিক্ষার্থীরা শিক্ষক নির্দেশিত গৌণ ভূমিকা পালন করে তা শিক্ষক কেন্দ্রিক পদ্ধতির অন্তর্গত ।

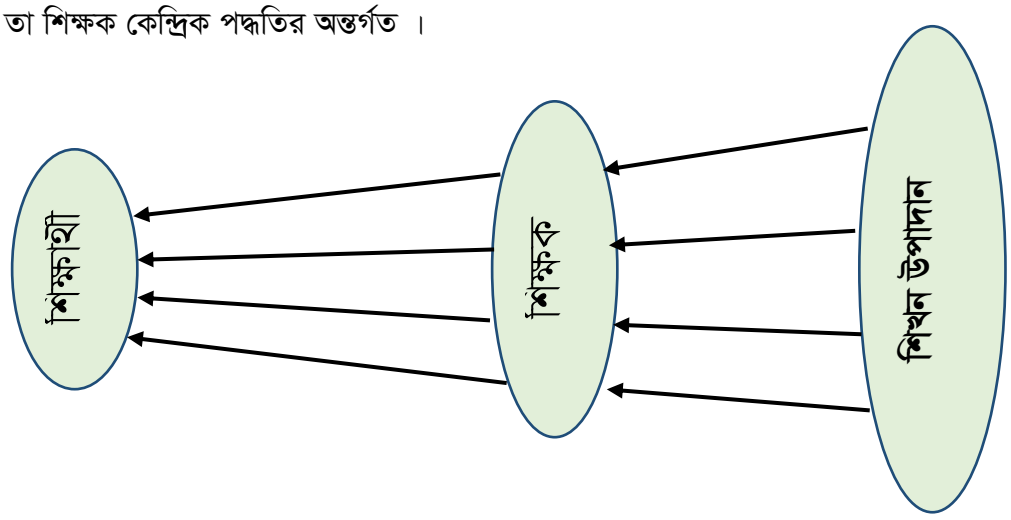

শিক্ষক কেন্দ্রিক পদ্ধতির একটি উদাহারণ

শিক্ষক কেন্দ্রিক পদ্ধতিতে শিক্ষক শিক্ষণীয় উপদানগুলো নিজের মতো করে সাজিয়ে শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেন।শিক্ষার্থীদের সরাসরি শিক্ষণীয় উপাদানগুলোর সাথে সম্পর্ক থাকে না । বিষয়বস্তুর সাথে পরোক্ষভাবে শিক্ষকের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে । শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে দাতা গ্রহীতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। শিক্ষক- শিক্ষার্থী,শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থী মিথষ্ক্রিয়া হয় না ।

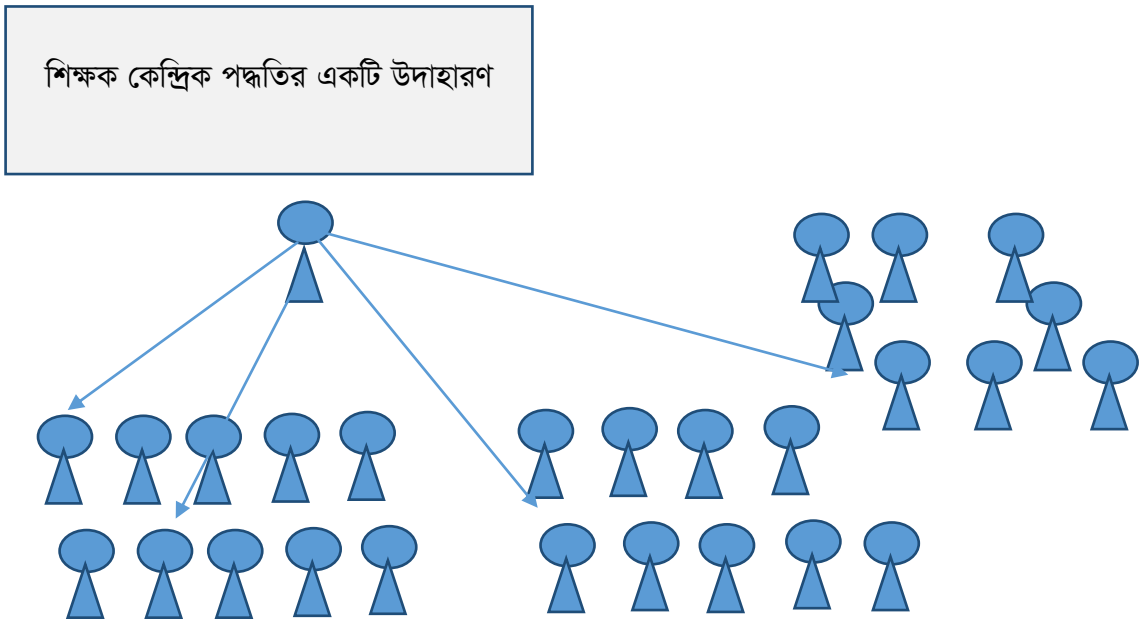

শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক শিখন-শেখানো পদ্ধতি(Student Centered methods)

শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিখন-শেখানো পদ্ধতি বহুবিধ। এখানে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় রাখার কয়েকটিপদ্ধতি সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলো। তবে শিক্ষকের অধিক সংখ্যক পদ্ধতি ও কৌশলের উপর দক্ষতা থাকা প্রয়োজন। তাহলে তিনি যে ক্ষেত্রে যে পদ্ধতি উপযোগি তা প্রয়োগ করতে পারেন।

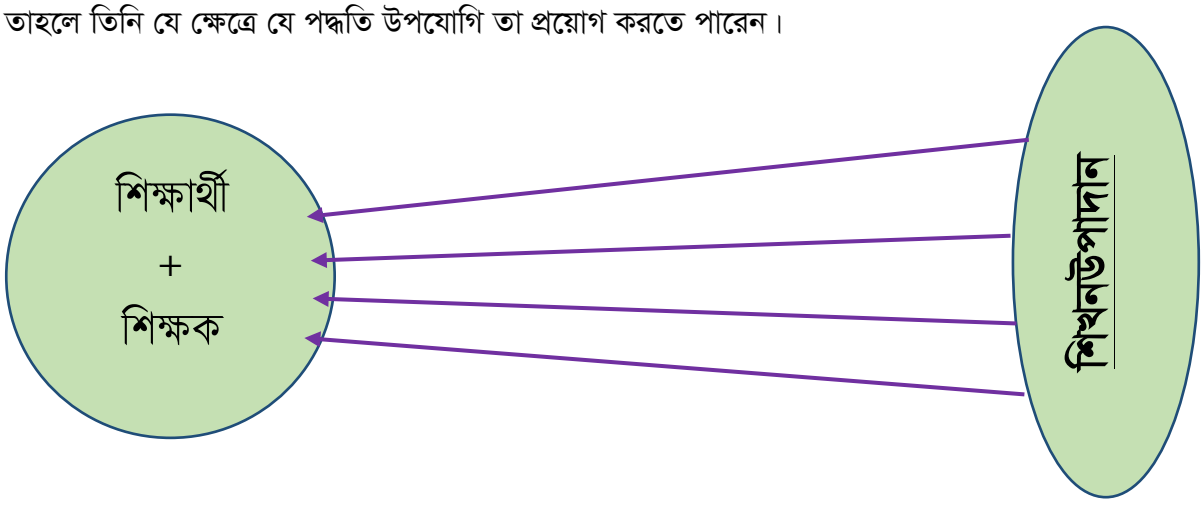

শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক পদ্ধতির একটি উদাহরণ

শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী শিক্ষনীয় উপদানগুলো নিজের মতো করে সাজিয়ে শেখে। শিক্ষার্থীদের সাথে সরাসরি শিক্ষণীয় উপাদানগুলোর সাথে সম্পর্ক থাকে। বিষয়বস্তুর সাথে প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষকের সহচর্যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। শিক্ষক- শিক্ষার্থী, শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থী মিথষ্ক্রিয়া হয়। শিখনের একজন সহায়কবা Facilitator হিসাবে কাজ করেন। তারা শিখন পরিস্থিতি তৈরি করার জন্য দায়িত্বশীল হন, কিন্তু শিখন ফলাফল তারা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না।

শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক পদ্ধতির একটি উদাহারণ

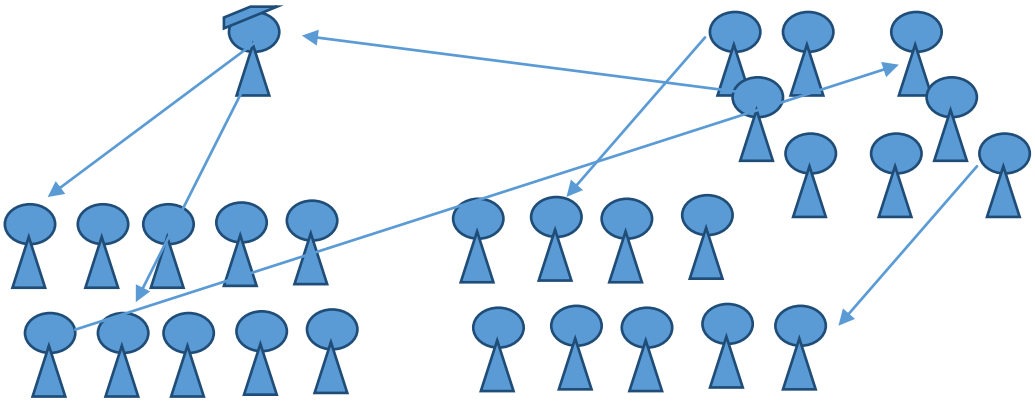

কৌশল (Techniques)

শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার অনেকাংশে নির্ভর করে শিক্ষক কর্তৃক পরিচালিত পদ্ধতি ও কৌশলের উপর। শিক্ষার্থীদের ক্ষমতা ও প্রবণতা এবং পাঠের বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে পদ্ধতি ও কৌশল নির্বাচন করা প্রয়োজন। পদ্ধতি ও কৌশল সঠিক হলে এবং যথাযথভাবে প্রয়োগ করা হলে শিক্ষার্থী সহজে শিখতে পারে। সফল ও সার্থক পাঠদানের জন্য শিক্ষককে যে কোনো পদ্ধতি বা পদ্ধতির অংশ যে কোনো সময় প্রয়োগ করতে হয়, শিক্ষক একটি বা সুনির্দিষ্ট কয়েকটি পদ্ধতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে পাঠদান করেন না, পরিস্থিতি অনুযায়ী নানা কৌশল প্রয়োগ করে সফল পাঠদান প্রক্রিয়ায় অগ্রসর হনএগুলো পাঠদানের কৌশল। পদ্ধতির সফল ও যথোপযুক্ত প্রয়োগের জন্য শিক্ষক যে সকল কৌশল ব্যবহার করেন তাকে পাঠদানের কৌশল বলে।

এখানে পদ্ধতির সফল বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষক হাতিয়ার বা কৌশল ব্যবহার করেন । পাঠদানে কোনো পদ্ধতি এককভাবে ব্যবহৃত না হয়ে কখনো কখনো কৌশল আবার কখনো কখনো কৌশল, পদ্ধতিতে রুপ নেয় ।

সার্থক শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায় শিক্ষকের বিবেচ্য দিক-

- শিক্ষার্থীর সক্রিয়তা মানসিক সক্রিয়তা ও দৈহিক সক্রিয়তা। শিক্ষা লাভ প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীকে সক্রিয় রাখা গেলে কম সময়ে ও সহজে শিখন সম্ভব।
- শিক্ষক কখন কোন পদ্ধতি ব্যবহার করবেন, এটি তার একান্ত নিজস্ব ব্যাপার। তবে শিক্ষার্থীর মন ও চিন্তার স্বাধীনতার বিষয়টি স্মরণ রাখতে হবে।
- শিক্ষার্থীর মনোযোগ ধরে রাখা এজন্য শ্রেণি কার্যক্রম হবে বৈচিত্র্যপূর্ণ।
- প্রত্যেক শিক্ষার্থী তার নিজের মতো করে নিজ গতিতে শেখে। তাই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কথা বিবেচনায় রেখে যথাসম্ভব শিক্ষার্থীর উপযোগী উপায়ে সহযোগিতা দেওয়া হলে শিক্ষার্থীর পক্ষে শিক্ষালাভ সহজ হয়।
- পূর্ব লব্ধ জ্ঞান, দক্ষতার সাথে সংযোগ স্থাপন করে নতুন জ্ঞান, দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করা হলে শিক্ষা লাভ সহজ হয়।
- শিক্ষার্থীরা যা শিখবে তা বুঝে শিখবে। কোন বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করবে।
- না বুঝে মুখস্থ করা যথার্থ শিক্ষা নয়। এতে শিখনের সঞ্চালন হয় না।
- শিখনকে স্থায়ীকরণের জন্য প্রয়োজন অনুশীলনের ব্যবস্থা। নতুনভাবে অর্জিত জ্ঞান, দক্ষতা বারবার অনুশীলন করা হলে একদিকে যেমন শিখন স্থায়ী হয়, অন্যদিকে শিখন সঞ্চালনের সুযোগ সৃষ্টি হয়।
- শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর প্রতি শিক্ষকের সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
- শিক্ষকের বিশ্বাস থাকতে হবে যে, তাঁর সকল শিক্ষার্থীই শেখার সামর্থ্য সম্পন্ন।
- সবার শেখার উপায় ও গতির মধ্যে পার্থক্য থাকতে পারে, তবে উপযুক্ত পরিবেশ ও সহযোগিতা পেলে সবাই শেখে।

অর্থসংস্থান ও ব্যাংকিং বিষয়ের পাঠদানের কতিপয় পদ্ধতি ও কৌশল-

পদ্ধতি	বক্তৃতা পদ্ধতি, আলোচনা, অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি : প্রশ্ন-উত্তর পদ্ধতি, সহযোগিতামূলক শিখন পদ্ধতি, ওয়ার্কশ, সমস্যা সমাধান পদ্ধতি, প্রকল্প পদ্ধতি, অভিজ্ঞতামূলক পদ্ধতি, পোস্টবক্স, পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি, সংশ্লেষণ পদ্ধতি, মাইক্রোটিচিং, আরোহী, অবোরহী, বিশ্লেষণ
কৌশল	একক কাজ, জোড়ায় কাজ, দলীয় কাজ, বাড়ির কাজ, বোর্ডের কাজ, নির্ধারিত কাজ, মার্কেট প্লেস, মৎস্যপাত্র, পোস্ট বক্স, **VIPP CARD**, শোনা এবং পর্যবেক্ষণ করা, তুষার বল (Snowballing), ভূমিকা পালন, সাক্ষাৎকার, মাথা খাটানো, এক্সপাট জিগস, মাইন্ড ম্যাপিং Buzz-groups, বরফ গলানো

বক্তৃতা পদ্ধতি (Lecture)

আমাদের দেশে তথা বিশ্বজুড়ে বক্তৃতা হচ্ছে সবচেয়ে বহুল প্রচলিত শিক্ষাদান কৌশল। Bergevin বক্তৃতাকে æa Carefully prepared oral presentation of a subject by a qualified person''বলে সংজ্ঞায়িত করেছেন। যদিও অনেক সময়ই বক্তৃতা সযত্নে তৈরি করা হয় না এবং দক্ষ ব্যক্তি দ্বারাও হয় না। যত সমালোচনাই থাকুক না কেন, প্রায় সকল শিক্ষকই বক্তৃতা পদ্ধতির ব্যবহার অব্যাহত রেখেছেন।

বক্তৃতা পদ্ধতি কার্যকরি করার উপায়

- শিক্ষকের কণ্ঠস্বর সুস্পষ্ট ও জোরালো হতে হবে।
- উপস্থাপনা ও প্রকাশভঙ্গী মার্জিত ও মনোজ্ঞ হওয়া উচিত।
- শিক্ষক অভিনয়, অঙ্গভঙ্গি করবেন।
- আকর্ষণীয় উপকরণসমৃদ্ধ ডিজিটাল কন্টেন্ট ব্যবহার করবেন।
- বক্তব্যের ফাঁকে ফাঁকে বিভিন্ন দৃষ্টান্ত, অভিজ্ঞতার বর্ণনা এবং প্রশ্নোত্তর বিনিময় করবেন।
- সঠিক দৃষ্টি বিন্যাস থাকবে ।

প্রশ্ন-উত্তর পদ্ধতি (Question-Answer Method)

প্রশ্ন-উত্তর একটি বহুল প্রচলিত ও কার্যকর পদ্ধতি। এ পদ্ধতির সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে সক্রিয় রেখে শিখনে সহযোগিতা করা যায়। বিভিন্ন উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করা হয়ে থাকে। শেখার জন্য প্রশ্ন, শিখনফল অর্জন পরিমাপের জন্য প্রশ্ন, কোনো বিশেষ কর্মের উপযোগিতা যাচাই করার জন্য প্রশ্ন, ইত্যাদি বেশ কয়েকটি ধরণ রয়েছে।

প্রশ্ন-উত্তর পদ্ধতি কার্যকর করার জন্য শিক্ষকের দক্ষতা অর্জন করতে হয় ।

- প্রশ্ন করার রীতি
- প্রশ্নের উত্তর পরিচালনা
- প্রশ্নের ধরণ
- অনুসন্ধানমূলক প্রশ্ন

অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি (Participatory Method)

এটি একটি দ্বি-মুখি পদ্ধতি। প্রকৃতপক্ষে এ পদ্ধতি অনেকগুলো পদ্ধতির সমন্বয়। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য নিম্নের কৌশল ব্যবহার করবেন:

- শিক্ষকের পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে।
- দলীয় কাজে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।
- শিক্ষা উপকরণ উদ্ভাবন ও সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ।
- শ্রেণিতে পাঠদান এবং গ্রহণের পরিবেশ সৃষ্টি।

বৈশিষ্ট্য

- এক বা একাধিক সমস্যা নিয়ে কাজ করা হয়।
- একে অন্যের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়।
- দলীয় সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।
- দলের প্রতিনিধির মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়।
- অপেক্ষাকৃত বড় সমস্যা নিয়ে কাজ করা হয়।

প্রয়োগ কৌশল

- বসার ব্যবস্থা করা।
- প্রতিটি দল উদ্দেশ্য অনুযায়ী আলোচনা করছে কি-না তা দেখা।
- দলের সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

সহযোগিতামূলক শিক্ষা পদ্ধতি

সহযোগিতামূলক শিক্ষা পদ্ধতি বা দলগত সহযোগিতামূলক পদ্ধতি একটি সফল শিখনপদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে একই বয়ঃক্রমের বা একই পর্যায়ের শিক্ষর্থীরা পরস্পর মিথষ্ক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষা লাভ করে। এক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকা পরোক্ষ কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ। দলগত কাজের মাধ্যমে প্রতিটি শিক্ষার্থীর শুধু জ্ঞান-দক্ষতাই বৃদ্ধি পায় না, সাথে সাথে বেশ কিছু মানবিক গুণাবলির বিকাশ ঘটে। কথা শোনার ও কথা বলার শৃঙ্খলা অনুসরণ, পরমত সহিষ্ণুতা, নেতৃত্ব, সমঝোতা ইত্যাদি গুণাবলির বিকাশ ঘটে।

দলীয় কাজ

পাঠদানের যে কোনো বিষয়বস্তু হতে অনেকগুলো চিন্তামূলক প্রশ্ন বা সমস্যা বিভিন্ন দলের মধ্যে প্রদান করা এবং দলীয় মতামতের ভিত্তিতে সমস্যার সমাধান বের করার কৌশলকে দলীয় কাজ বলে।

দল গঠন

দল গঠন বিভিন্নভাবে দল গঠন করা যায়। সম-সামর্থ্যের শিক্ষার্থীদের দল, মিশ্র সামর্থ্যের শিক্ষার্থীদের দল, বিষয়ভিত্তিক দল, অঞ্চলভিত্তিক দল ইত্যাদি। অনেক ক্ষেত্রে মিশ্র সামর্থ্যে দলের সুবিধা অন্যদের চেয়ে কিছুটা বেশি। একই শ্রেণির বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষকগণ শ্রেণিশিক্ষক কর্তৃক গঠিত দলগুলোকেই দলগত কাজে নিয়োজিত করবেন। প্রতিটি দলের আকার ৬ থেকে ৮ জন হলে ভালো, তবে ১০ জনের বেশি হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। প্রত্যেক দলের একটি করে নাম থাকবে।

আসন বিন্যাস

দলগত কাজের আসন বিন্যাস এমন হবে যাতে দলের সকল শিক্ষার্থী মুখোমুখি বসতে পারে। শ্রেণিকক্ষের আকার বড় হলে এবং পর্যাপ্ত আসবাবপত্র থাকলে, প্রতি দল গোল টেবিলের চারপার্শ্বে বসবে। এরূপ আসবাবপত্র না থাকলে পাকা মেঝেতে মাদুরেও গোল হয়ে বসতে পারে। নতুবা প্রথম বেঞ্চের শিক্ষার্থীরা ঘুরে দ্বিতীয় বেঞ্চের মুখোমুখি বসবে, এভাবে তৃতীয় বেঞ্চ ঘুরে চতুর্থ বেঞ্চের মুখোমুখি। এক্ষেত্রে প্রতি দলের শিক্ষার্থীদের পর পর দু'বেঞ্চে বসতে হবে। শিক্ষক দলগত কাজ বুঝিয়ে দেওয়ার সাথে সাথেই দলবদ্ধভাবে বসে দলগত কাজ শুরু করতে হবে। আসবাবপত্র টানাটানি করে সময় নষ্ট করা যাবে না।

দলগত কাজ করার প্রক্রিয়া

- দলে ভাগ হওয়ার আগেই সমবেত ক্লাসে শিক্ষক স্পষ্ট করে দলগত কাজ বুঝিয়ে দিবেন।
- শিক্ষক দলের একজনকে একটি কাজের জন্য দলনেতা মনোনয়ন দিবেন। পর্যায়ক্রমে দলের প্রত্যেককে দলনেতার দায়িত্ব দিবেন।
- শিক্ষার্থীরা দলে ভাগ হয়ে বসবে। দলের প্রত্যেকে বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করবে। তারপর আলোচনা শুরু করবে। একজন কথা বলার সময় অন্যরা মন দিয়ে শুনবে। কথার মাঝে কেউ কথা বলবে না। তবে আলোচনা অযথা দীর্ঘ বা প্রসঙ্গ বহির্ভূত হলে দলনেতা ভদ্রভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে।
- দলের প্রত্যেকে আলোচনায় অংশগ্রহণ করবে।
- আলোচনার মাধ্যমে তত্ত্ব, তথ্য, যুক্তি উপস্থাপন ও যুক্তি খণ্ডন করবে।
- কারো কথা অপছন্দ হলে বা মনঃপুত না হলে ধৈর্য ধরে শুনতে হবে, পরে যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করা যাবে, রাগ করা বা অশোভন আচরণ করা যাবে না।
- জোর করে অন্যদের উপর নিজের মতামত চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা যাবে না।
- আলোচনার ফলাফল দলের সিদ্ধান্ত হিসাবে লিখতে হবে এবং সবাইকে মেনে নিতে হবে।
- পরবর্তীতে সমবেত ক্লাসে শিক্ষকের নির্দেশানুসারে ঐ আলোচনার দলনেতা দলের প্রতিবেদন উপস্থাপন করবে। অন্য দলের প্রশ্ন থাকলে দলের পক্ষে যে কোনো একজনউত্তর দিবে।
- দলগত কাজ চলার সময় কোনো মতানৈক্য বা সমস্যা দেখা দিলে দলনেতা হাত তুলে শিক্ষকের নির্দেশনা চাইবে।
- দলগত কাজ প্রধানত : চিন্তামূলক বা সমস্যাভিত্তিক হবে। দলগত কাজের বিষয় চিন্তা উদ্দীপক, সৃজনশীল ও বিশ্লেষণধর্মী হবে।
- একই শ্রেণির একজন শিখনফল অর্জনকারী চৌকস শিক্ষার্থীকে দলনেতা হিসাবে দলের অন্যদের শিখন সহযোগিতা করার দায়িত্ব দেওয়া হয়। শিক্ষক দলনেতাকে পূর্বেই প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিয়ে দেন। সমপর্যায়ের শিক্ষার্থী দ্বারা অন্য শিক্ষার্থীদের শিখন সহযোগিতা দেওয়াকে 'Peer Learning' বলা হয়।
- দলগত কাজ চলাকালীন শিক্ষকের করণীয় দলগত কাজ চলাকালীন শিক্ষক ঘুরে ঘুরে প্রত্যেক দলের কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন। যেখানে যখন প্রয়োজন নির্দেশনা ও সহায়তা দিবেন। পরবর্তীতে দলগত কাজ উপস্থাপনের সময় ভুল-ভ্রান্তি বা অসম্পূর্ণতা থাকলে ধরিয়ে দিবেন।

মাইন্ড ম্যাপিং (Mind Mapping)

অংশগ্রহণমূলক শিক্ষণ-শেখানো কৌশলগুলোর মধ্যে মাইন্ড ম্যাপিং অন্যতম। এই কৌশলটি ব্যাবহার করা হয় একটি বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদের বোধগম্যতা একত্রিত করার জন্য। অর্থাৎ আমাদের চিন্তার সুসংবদ্ধ সংরক্ষণ ও পরবর্তীতে তার দর্শনযোগ্য প্রতিফলনই হলো মানসিক চিত্র। অন্যভাবে বলা যায় বিষয়বস্তু থেকে পূর্ব ধারণাগুলো যখন কোনো ভূ-চিত্র বা ছক আকারে প্রকাশ করা যায় তখন তাকে আমরা মানষিক বা মাইন্ড ম্যাপিং বলতে পারি। যেমন শিক্ষক চক বোর্ডে বিভিন্ন শব্দ লিখতে পারেন। অত:পর লিখিত শব্দের সাথে অর্থবোধক সংযোগ সাধনের উদ্দেশ্য অন্যান্য শব্দ বলার জন্য শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করেন। তাছাড়া শিক্ষক এমন কোনো ছবি বা চিত্র অংশ বিশেষ শ্রেণিতে উপস্থাপন করতে পারেন যা দেখে শিক্ষার্থীরা ঐ চিত্র বা ছবির সম্পূর্ণকরণ করার চেষ্টা করতে পারে । মাইন্ড ম্যাপ করার জন্য ব্যবহার হতে পারে সরল রেখা, ছবি, চিত্র, রেখা চিত্র, নকশা ইত্যাদি।

মাইন্ড ম্যাপিং কৌশলের সুবিধা

- বিষয়বস্তুর ধারণা স্পষ্ট করা হয়ে ওঠে।
- সকল শিক্ষার্থী এতে সক্রিয় থাকে।
- অনেক বড় বিষয়কে সংক্ষেপে নিয়ে আসা যায়।
- সকল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা যায়।

মার্কেট প্লেস (Market Place)

মার্কেট প্লেস শিক্ষার্থীদের জন্য এটি খুবই অনুপ্রেরণামূলক ও সৃজনশীল কাজ। সাধারণত দলগত কাজ উপস্থাপনায় এটি প্রয়োগ করা হয়। এতে প্রতিযোগিতামূলক ভাব বিরাজ করে, সবাই সক্রিয় থাকে, এক ঘেয়েমি দূর করে। এই কৌশলটিতে কোনো একটি বিষয়বস্তু নিয়ে কাজ করার পর সেটি পোস্টারে/ কার্ডে/ চিত্রিতভাবে আকর্ষণীয়ভাবে দেয়ালে টানিয়ে দেয়া হয়। সকল দল ঘুরে ঘুরে তা দেখে আলোচনা করে নিজেদের ধারণা সুস্পষ্ট করে তোলে।

এক্সপার্ট জিগস (Expert Jigsaw)

এক্সপার্টজিগস সম্পূর্ণ নতুন একটি সহযোগিতামূলক কৌশল। এর মাধ্যমে শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে অতি অল্পসময়ে অধিক পাঠদান করতে পারেন। এক্সপার্টজিগস পরিচালনায় নিম্নের বিষয়গুলো বিবেচনায় আনতে হয় ঃ

- একটি বিষয়বস্তু নির্বাচন করে ৫/৬ ভাগে ভাগ করতে হবে ।
- শ্রেণি শিক্ষার্থীদের সমসংখ্যক দলে ভাগ করে প্রত্যেক দলকে একটি করে বিষয়বস্তুর অংশ দিতে হবে।
- প্রতিটি দলের সদস্যরা তাদের জন্য নির্বাচিত বিষয়বস্তুর অংশ পড়বে এবং প্রয়োজনীয় আলোচনা করে একটি বস্তু নির্ভর সারাংশ তৈরি করবে।

- এবার নতুন দল গঠন করতে হবে। দল গঠনের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে পূর্বের গঠিত দল থেকে একজন করে শিক্ষার্থী যেন প্রত্যেক নতুন দলে থাকে
- অতপর অংশগ্রহণকারীরা নতুন দলে একজন অন্য জনকে পূর্বের বিষয় বস্তুর আলোচনা সম্পর্কিত তথ্য দিবে, বিষয় বস্তু সম্পর্কে জানাবে যা পূর্বতন দলে পাঠ ও আলোচনার মাধ্যমে যা জেনেছিল

  এভাবে কার্যকরী দল পূণর্বিন্যাস্ত করে কাজ করার মাধ্যমে শ্রেণি সকলে পুরো বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা লাভে সক্ষম হবে।
- এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন দলের বিভিন্নরকম প্রশ্ন বা সমস্যা সরবরাহ করা হয়। সমস্যাগুলো হবে ঐ দিনের পাঠ সংশ্লিষ্ট একই দলের প্রশিক্ষণার্থীরা সমস্যা বা প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করবে। আলোচনা শেষে নতুন দল গঠন করা হবে, যেখানে মূল দলের একজন করে প্রতিনিধি থাকবে। নতুন দলের অংশগ্রহণকারীরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে। মূল দলে ফিরে যাবে এবং ফিডব্যাক প্রদান করবে।

এক্সপার্ট জিগস সুবিধা

- এক্সপার্টজিগস মাধ্যমে বড় বিষয়বস্তু সহজে পড়ানো যায়।
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে দলীয় মনোভাব জাগ্রত হয় ।
- শিক্ষার্থীদের পারস্পারিক মিথষ্ক্রিয়া হয়।
- পাঠের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়।

মুক্ত চিন্তার ঝড় (Brain Storming)

একটি ধারণাকে সম্মিলিতভাবে জীবনভিত্তিক চিন্তায় প্রতিফলন ঘটানোর মাধ্যমে ন্যূনতম সময়েসর্বাধিক বক্তব্য বের হয়ে আসার যে প্রক্রিয়া তাই ব্রেনস্টর্মিং। এ পদ্ধতির মূল উদ্দেশ্য সহায়ক কোনো প্রশ্নের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীর সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া। মতামত গ্রহণ এবং সবার মতামতের ভিত্তিতে ঐক্যমতে পৌঁছার জন্য সুযোগ সৃষ্টি করা। Bergevin এটাকে ‘ধারণার তালিকা’ (Idea Inventory) নামে অভিহিত করেছেন। এতে পরিস্থিতির গুণগত মানের চেয়ে উৎপাদিত ধারণার পরিমাণ অথবা কোনো সমস্যা প্রদত্ত সম্ভাবনাময় সমাধান অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। Brain storming-এর জন্য দলের সকলের মতৈক্যের ভিত্তিতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অংশগ্রহণকারীদের দেওয়া সকল পয়েন্ট লিপিবদ্ধ করা হয়। এই সময়ের মধ্যে দেওয়া মতামত যত হাস্যকর অথবা অদ্ভুতই হোক না কেন, দলীয় কোন সদস্য প্রদত্ত কোনো ধারণার অথবা সুপারিশকৃত কোনো সমাধানের সমালোচনা করতে পারবেন না। এতে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে নিরুৎসাহিতা সৃষ্টি হবে। নির্ধারিত সময়ের শেষে সমস্যার সমাধানের জন্য অথবা কার্যক্রম গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে ঐক্যে পৌঁছানোর জন্য দল প্রতিটি পয়েন্ট স্বাধীনভাবে বিশ্লেষণ করতে পারবে। সিদ্ধান্তে যাওয়ার জন্য অথবা সমস্যা সমাধানের জন্য এই পদ্ধতি সৃজনশীল চিন্তাভাবনার সহায়ক।

প্রয়োগ কৌশল

- নির্দিষ্ট সমস্যাকে কয়েকটি অংশে ভাগ করা।
- সকল শিক্ষার্থী নিজস্ব মতামত প্রদান করতে পারে।
- মতামতের জন্য নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করতে হবে।
- মতমত ত্রুটিপূর্ণ হলেও কাউকে অভিযুক্ত বা তিরস্কার করা যাবে না।
- বিভিন্ন দলের জন্য পৃথক সমস্যা নির্বাচন করতে হবে।

পোস্টবক্স পদ্ধতি (Postbox)

শিক্ষক নির্ধারিত বিষয় বা সমস্যার উপর প্রশ্ন করবেন এবং পোস্ট বক্সের মতো একাধিক বাক্স ব্যবহারকরবেন।শিক্ষার্থীদের ৪/৫ টি গ্রুপে ভাগ করবেন প্রশ্নগুলো বিভিন্ন কার্ডে বা কাগজে নিয়ে তা প্রত্যেক গ্রুপকে সরবরাহ করবেন। প্রত্যেক গ্রুপ প্রত্যেকটি উত্তর আলাদা কাগজে লিখবে এবং সিরিয়াল অনুযায়ী সাজানো বাক্সে ফেলবে। শিক্ষক বাক্স থেকে উত্তরগুলো সংগ্রহ করবেন এবং সঠিক উত্তরগুলো পর্যায়ক্রমে পোস্টারে সাজাবেন। প্রয়োজনে সঠিক উত্তর বলে দিবেন। এ পদ্ধতিতে উত্তর ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। লেখার সময় গ্রুপ বা শিক্ষর্থীর নাম ব্যবহার করা যাবে না। ফলে ভুল উত্তরের জন্য কেউ মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। পোস্টবক্স কৌশল ডাক প্রেরণের মতো এটি শিখনের একটি জনপ্রিয় প্রক্রিয়া। এ কৌশলে শিক্ষার্থীরা শ্রেণিতে সক্রিয় থাকে, পাঠদান বৈচিত্র্য ও আকর্ষণীয় হয় এবং আনন্দঘন পরিবেশে নিজেদের মতামত প্রকাশের মাধ্যমে শেখার কাজটি সম্পাদন করতে পারে।

প্রয়োগ কৌশল

- প্রশিক্ষক কৌশলটি অনুশীলনের জন্য পাঠদানের পূর্বে ৫/৬টি কাগজের খালি বাক্স সংগ্রহ করবেন।
- প্রতিটি বাক্সর উপরে একটি করে মাঝারি আকারের আয়তকার অংশ কাটাবেন এবং কক্ষের বিভিন্নস্থানে সমান দূরত্বে সেগুলো স্থাপন করবেন।
- প্রত্যেকটি বাক্সের সামনের দিকে নির্ধারিত বিষয়বস্তু থেকে একটি করে প্রশ্ন সাদা কাগজে বড় অক্ষরে লিখে বাক্সের বাইরে লাগিয়ে দিবেন। এবং বাক্সের সামনে কিছু সাদা কাগজের টুকরো রাখবেন।
- প্রশিক্ষণার্থীরা দলীয়ভাবে ঘুরে ঘুরে বাক্সের গায়ে লাগানো প্রশ্নগুলো পড়বে এবং দলীয় অবস্থানে ফিরে গিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে প্রত্যেকে বাক্সের সামনে রক্ষিত টুকরো কাগজে প্রশ্নের উত্তর লিখে কাগজটি ভাঁজ করে সংশ্লিষ্ট বাক্সে ফেলবেন।
- যখন প্রত্যেকটি দল সবগুলো বাক্সের প্রশ্নগুলো পড়ে উত্তর লিখে বাক্সে জমা দেয়া শেষ করবে তখন এক একটি দল এক একটি বাক্সের সামনে দাঁড়িয়ে বাক্স ঢেলে উত্তরগুলো থেকে সঠিক উত্তরের সার-সংক্ষেপ করবেন।
- উত্তরগুলো সারসংক্ষেপ করার পর এক এক দলের পক্ষ থেকে তা উপস্থাপন করবে।
- প্রশিক্ষক সবশেষে সকল প্রশ্নের আলোকে বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য কিছু কথা বলে পাঠ শেষ করবেন।

পোস্টবক্স কৌশলের সুবিধা (Postbox)

- সকল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণের সুযোগ থাকে।
- পাঠে একঘেয়েমি থাকে না।
- এখানে শারীরিক ও মানসিক দুটি কাজ করে।
- অল্প সময়ে অধিক পাঠ দেয়া যায়।
- পাঠ আনন্দদায়ক হয়।
- শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা বাড়ে।

VIPP CARD (Visualisation in Participatory Programmes) পদ্ধতি

এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের মতামতের ভিত্তিতে একটি গ্রহণযোগ্য সমাধান বা উত্তর বের হয়ে আসে। এই পদ্ধতির জন্য চার্ট কার্ড বা ভিআইপিপি কার্ড ব্যবহার করা হয়। চার্টে তথ্যসমূহ ২/৩ লাইনে আড়াআড়ি ভাবে বড় হরফে লিখতে হয়। এই পদ্ধতিতে এই তথ্যসমৃদ্ধ কার্ডগুলো পিন দিয়ে এক জায়গায় সুন্দরভাবে আটকাতে হয়।

নির্দেশিত আলোচনা (Guided Discussion)

এই পদ্ধতি সাধারণ আলোচনা কৌশলের থেকে বেশ ভিন্ন প্রকৃতির। এটাকে অনেক সময় Step-by-step Discussion বলা হয়। এই পদ্ধতিতে শিক্ষক পর্যায়ক্রমিকভাবে সাজিয়ে কিছু প্রশ্ন তৈরি করেন যার সাহায্যে শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতালব্ধ অন্তর্নিহিত জ্ঞান বের করে নিয়ে আসতে চেষ্টা করেন। যেমন– কোনো বৃত্তিমূলক ক্লাসে যোগদানের পর ব্যবহারিক কাজের বিভিন্ন উপাদান তারা কতটুকু বুঝতে পেরেছে যাচাই করার জন্য পর্যায়ক্রমে প্রশ্নের সাহায্যে আলোচনা করা। অনেক সময় আলোচনার ধারা শিক্ষকের প্রশ্নের অনুক্রমে নাও এগিয়ে যেতে পারে। শিক্ষার্থীরা অন্য খাতে আলোচনা নিয়ে যেতে পারে। সে অবস্থায় শিক্ষক তাদের প্রশ্ন পরিবর্তন করে কিছুটা স্বাধীনতা দেবেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আলোচনার ইপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর প্রচেষ্টা তার থাকতে হবে। এই পদ্ধতি আপাতদৃষ্টিতে সরল ও সহজ বলে মনে হলেও এটার জন্য শিক্ষকের আত্মবিশ্বাস, প্রচুর জ্ঞান ও প্রস্তুতির প্রয়োজন হয়।

নিয়ন্ত্রিত আলোচনা (Controlled discussion)

এই পদ্ধতিতে শিক্ষক শ্রেণীতে আলোচনার জন্য একটি বিষয় ঠিক করে সে সম্পর্কে বলতে আরম্ভ করেন এবং শিক্ষার্থীদের তথ্য বের করার জন্য এই শিখন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে উৎসাহিত করেন । সব প্রশ্ন ও মন্তব্য তার উদ্দেশ্যে করা হয় বলে শিক্ষক কেন্দ্র বিন্দুতে থাকেন। এই পদ্ধতির সমস্যা হলো এখানে প্রবল ও আত্মবিশ্বাসীরাই শুধু অংশগ্রহণ করে বলে গ্রুপেরনীরব সদস্যদের চাহিদা মেটানোর মতো আলোচনা হয় না। আবার শিক্ষক যদি শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক কথা বলার সুযোগ দিতে চান তবে তাদের বৃত্তাকারে বসার ব্যবস্থা

করে দিতে হবে যাতে তাদের পারস্পরিক দৃষ্টি বিনিময়ের (Eye-Contact) সুবিধা হয়। প্রয়োজনে শ্রেণিকক্ষ বিন্যাসে শিক্ষার্থীরাই ব্যবস্থা নেবে। বক্তৃতা-আলোচনা (Lecture Discussion)এটা অনেকটা নিয়ন্ত্রিত আলোচনা (Controlled Discussion)-এর মতো। পার্থক্য হচ্ছেনিয়ন্ত্রিত আলোচনায় শিক্ষকবিষয়টির সূত্রপাত করেই আলোচনায় চলে যান। আর বক্তৃতা আলোচনায় শিক্ষক বিষয়বস্তু সম্পর্কে কিছুটা বক্তৃতা দেওয়ার পর আলোচনার কাজ চলে।

বিজ্ঞ ও বিশ্বস্ত পরামর্শ দেওয়া (Mentoring)

তাৎপর্যপূর্ণ শিক্ষাদান পদ্ধতি হিসাবে Mentoring এ যুগে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। Dalz তার বইয়ে বয়স্ক শিক্ষার্থীদের Mentoring-এর পরিস্থিতিতে একজন ভালো Mentor-এর প্রধান যে কাজগুলোর কথা বলেছেন, তাহলো Support, Challenge এবং Vision-এর ব্যবস্থা। এর প্রত্যেকটির বিভিন্ন কাজ রয়ে গেছে। Support এর অন্তর্ভুক্ত কাজ হলো শোনা, একটা কাঠামোর ব্যবস্থা, প্রত্যাশার প্রকাশ,সহযোগী হওয়া এবং একে বিশেষ করে তৈরি করা। Challenge-এর করণীয় কাজ নির্দিষ্টকরণ,আলোচনায় নিয়োজিত হওয়া, অনুমান গঠন করা এবং উচ্চমান নির্দিষ্ট করা। Vision-এর অন্তর্ভুক্ত কাজ হচ্ছে মডেলিং, ট্রাডিশন ধরে রাখা, নতুন ভাষা এবং দূর দৃষ্টির ব্যবস্থা। এ সমস্ত কাজের মাধ্যমে Mentor শিক্ষার্থীদের তাদের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিতে এবং তার উন্নতি করে অধিকতর দক্ষতা অর্জনে তাদের সাহায্য করেন। Mentoring-এর কাজ সাধারণত গভীর সম্পর্কের মাধ্যমে হয়।

টিউটোরিয়াল (Tutorial)

বয়স্ক শিক্ষার ক্ষেত্রে Tutorial-এর ব্যবহার অপেক্ষাকৃত কম হয়ে থাকে। Davies-এর মতেTutorial তিন প্রকার : পর্যবেক্ষণমূলক টিউটোরিয়েল, দলীয় এবং ব্যবহারিক টিউটোরিয়েল। প্রথমটিতে একজন টিউটর ও একজন শিক্ষার্থী জড়িত। শিক্ষার্থীর প্রস্তুত করা লেখা পড়ার স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে যুক্তিতর্ক, আলোচনা হয়। দ্বিতীয়টিতে একজন শিক্ষক ও ছয়/সাত জন শিক্ষার্থী থাকেন। আর তৃতীয় ব্যবস্থা ব্যক্তিগত অথবা দলীয় হতে পারে এবং ল্যাবরেটরি, জিমনেসিয়াম, কাজের জায়গা ইত্যাদিতে সংগঠিত হয়। শিক্ষাদান পদ্ধতি যাই হোক, টিউটর এমন ব্যক্তি হবেন যিনি মানব সম্পর্ক প্রক্রিয়ায় দক্ষ ও প্রশিক্ষিত।

প্রজেক্ট এবং কেসস্টাডি (Projects and Case Studies)

বয়স্ক শিক্ষার পদ্ধতি হিসাবে প্রজেক্ট ও কেসস্টাডিকে যথেষ্ট উৎসাহিত করা প্রয়োজন। এতে সুনির্দিষ্ট ও উদ্দেশ্যমুখী একটি সমস্যামূলক কাজ শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপিত করা হয় এবং তারা নিজেদের চেষ্টায় সেই কাজ বা সমস্যাটি সমাধানে প্রয়াসী হয়। সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে শিক্ষার্থীরা প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো শিখে নিতে পারে। এছাড়া এ পদ্ধতিতে সমাজকে, সামাজিক পরিবেশকে এবং সামাজিক সমস্যা সম্বন্ধে সচেতন হওয়ার ও জানার সুযোগ ঘটে। এটি ব্যবহারিক বয়স্ক শিক্ষার একটি ধরন। কেসস্টাডিজও অনেকটা গ্রুপ প্রজেক্টের মতো। গ্রুপ প্রজেক্ট ও কেসস্টাডিজ এ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা কাজ করে শিখে এবং তার ফলাফলকে ব্যবহারিক ধরনে ব্যবহার করতে শিখে। এ পদ্ধতি বিষয় সম্পর্কে গভীর জ্ঞান বা ধারণা লাভের জন্য প্রয়োগ করা হয়। সাধারণত সাহিত্য বিষয়ে পাঠদানে এ পদ্ধতি ফলপ্রসূ। সাধারণত পাঠের বিশেষ বিশেষ অংশে অত্যাধিক মনোযোগ সৃষ্টির জন্য এ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

মৎস্যপাত্র (Fishbowl)

এই পদ্ধতির উদ্দেশ্য হচ্ছেকোন একটি বিষয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করার জন্য যত বড় সম্ভব দলগঠন করা। বিভিন্ন ধরনের সেটিং এ এর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এর জন্য একটি বৃহৎ কক্ষেরদরকার। সেখানে চেয়ারগুলো বৃত্তাকারে সাজানো থাকবে, যাতে দলের সকল সদস্য একটি বৃত্তে অবস্থান করতে পারে। তবে খুব বৃহৎ দল হলে কার্যকরী আলোচনা সম্ভব হয় না বলে কুঁড়ি জনের মতো শিক্ষার্থীর একটি বৃত্তে বসা বাঞ্ছনীয়। বড় বৃত্তের ভেতরে আরেকটি অভ্যন্তরীণ বৃত্তাকারে চেয়ার থাকবে যেখানে আলোচনায় অংশগ্রহণকারীরা বসবেন। বাইরের বৃত্তে যারা বসবেন, তারা নীরব থাকবেন। এই পদ্ধতির মূল ধারণা হচ্ছে শ্রেণির দুই অথবা তিন জন সদস্য একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন এবং তারা ভেতরের বৃত্তে বসবেন আর বাকিরা সবাই বাইরের বৃহৎ বৃত্তে থাকবেন। আলোচনা চলাকালীন বাইরের বৃত্তের যে কোনো সদস্য ইচ্ছে করলে আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন। কিন্তু তার আগে তাকে জায়গা পরিবর্তন করে ভেতরের বৃত্তে যেতে হবে। এটা করার প্রক্রিয়া হচ্ছে যখন ভেতরের গ্রুপের কোনো সদস্য কথা বলছেন না তখন তার ঘাড়ে হাত দিতে হয় এবং তার সঙ্গে জায়গা পরিবর্তন করে ভেতরের বৃত্তে সীট গ্রহণ করে আলোচনায় অংশ নিতে হয়। এভাবে যত বার ইচ্ছে ভেতরের এবং বাইরের বৃত্তের সদস্যদের আসন পরিবর্তিত হতে পারে। শিক্ষকরা এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে পারেন। শিক্ষকরা প্রথম দিকে অন্যান্যদের আলোচনায় অংশগ্রহণে উৎসাহিত করার জন্য এবং শেষের দিকে আলোচনাকে বিশেষ দিকে চালিত করার জন্য আলোচনায় অংশ নিতে পারেন। এই পদ্ধতিতে অনেকে আলোচনায় অংশ নিতে পারেন এবং সকলেই আলোচনায় অংশ নেওয়ার জন্য যথেষ্ট কাছাকাছি থাকেন। এদিক থেকে এটি একটি উপকারী আলোচনা কৌশল। Fishbowl এ একটা সময় নির্ধারণ করে দেওয়া প্রয়োজন। পুরো সময়টা Fishbowl এ না দিয়ে শ্রেণি সদস্যদের আলোচনা থেকে প্রাপ্ত দিক বা বক্তব্যসমূহ বিবেচনা করে লিখে নেওয়ার জন্য সেশনের কিছুটা সময় রেখে দিতে হয়। ফীডব্যাক হিসাবে আলোচনার মূল বক্তব্যসমূহ তালিকাবদ্ধ করা দলের জন্য খুবই প্রয়োজনীয়।

সাক্ষাৎকার (Interview)

সাক্ষাৎকারকে কখনো কখনো সাক্ষী সেশন বলা হয়। এটি সম্ভাবনাময় কৌশল হওয়া সত্ত্বেও বয়স্কশিক্ষার ক্ষেত্রে খুব বেশি ব্যবহৃত হয় না। এই পদ্ধতিতে তথ্যজ্ঞ ব্যক্তির সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। বিষয় ও কিছু প্রশ্ন আগেই তৈরি করে দেওয়া হয়। এই কৌশলের উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীরা যে সব প্রশ্নের উত্তর জানতে চায় প্রশ্নের সাহায্যে তথ্যজ্ঞ ব্যক্তির নিকট হতে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী সেই সমস্ত তথ্যাদি বের করে নেন। সেশন শিক্ষার্থীদের অনুরাগ এবং শিখন চাহিদার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক করে তোলার জন্য শিক্ষার্থীরা পূর্বেই প্রশ্ন তৈরি করে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নিকট অর্পণ করে। এই পদ্ধতি ইস্যু ব্যাখ্যা করতে, তথ্য সরবরাহ করতে এবং সমস্যা আবিস্কার ও ব্যাখ্যা করতে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করে। এই পদ্ধতির সাফল্য বহুলাংশে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর কৌশলের উপর নির্ভর করে।

শোনা এবং পর্যবেক্ষণ করা (Listening and Observing)

এটা একটা দলীয় কৌশল। বক্তৃতা শোনা বা ফিল্ম দেখার সময় সক্রিয়ভাবে শোনা ও পর্যবেক্ষণ করার ক্ষমতার উন্নয়নের জন্য এই কৌশল তৈরি করা হয়। প্রতিটি দল অথবা দলের প্রতিটি সদস্যকে নির্দিষ্ট দায়িত্ব দেওয়া হয়। যেমন কাউকে বিষয়বস্তু শোনা, কাউকে বিভিন্ন শ্রেণির শিক্ষার্থীর জন্য উপস্থাপিত বিষয়বস্তুর প্রাসঙ্গিকতা যাচাই করার দায়িত্ব দেওয়া হয়। উপস্থাপনা শেষহওয়ার পর বিভিন্ন দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্যরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে সিদ্ধান্তে পৌঁছায় এবং Plenary Session এ রিপোর্ট পেশ করে। এই পদ্ধতির অসুবিধা বিভিন্ন সদস্যের বিভিন্ন নির্ধারিত দায়িত্ব থাকায় সেদিকেই তাদের মনোযোগ থাকে এবং উপস্থাপনার অন্যান্য দিকে তারা পূর্ণমনোযোগ দিতে পারে না।

তুষারবল (Snowballing)

এই পদ্ধতি প্রতিটি শিক্ষার্থীকে ব্যক্তিগতভাবে নিয়ে শুরু হয় এবং দলগত প্রক্রিয়ায় গিয়ে শেষ হয়। প্রারম্ভে কোনো একটি বিশেষ বিষয়বস্তু চিহ্নিত করে শিক্ষার্থীদের তার উপর চিন্তা-ভাবনা করে একটা উপসংহারে পৌঁছাতে বলা হয়। প্রতিটি শিক্ষার্থীর কাজ হয়ে গেলে, তাদের জোড়াবদ্ধ করা হয়। জোড়ায় জোড়ায় তারা নিজেদের সিদ্ধান্তের হচ্ছে উপর আলোচনা করে একটি যুগ্ম সিদ্ধান্তে পৌঁছায়। এভাবে প্রতি শিক্ষার্থী তার নিজের চিন্তা-ভাবনা ও ধারণা তার শ্রেণির অন্য সদস্যের সঙ্গে ভাগাভাগি করার সুযোগ পায়। এই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হলে জোড়াগুলোকে চার জনের দল গঠন করতে এবং একই প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি করতে বলা হয়। সব শেষে প্রতিটি দল একজন র‍্যাপোর্টিয়ার নির্বাচন করে, যে দলের যৌথ সিদ্ধান্তকে প্লেনারি সেশনে পেশ করে। Gibbs এই পদ্ধতিকে বিশেষভাবে সমর্থন করেন। কারণ তিনি মনে করেন, এই পদ্ধতিতে ব্যক্তির ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ব্যবহার হয় এবং শ্রেণির সকলেই এতে অংশগ্রহণ করে। সুতরাং এটাকে একটি উপকারী পদ্ধতি হিসাবে ধরা যায়। এই পদ্ধতিতে সময়ের ব্যাপারটি খুব তাৎপর্যপূর্ণ। শিক্ষককে বিভিন্ন ধাপে আলোচনার জন্য সময় সীমাবদ্ধ করে দিতে হবে।

পরিদর্শন, ভ্রমণ এবং ফিল্ডট্রিপ (Visits, Tours and Field Trips)

অর্থসংস্থান ও ব্যাংকিং বিষয়ে পরিদর্শন, ভ্রমণ এবং ফিল্ডট্রিপের ব্যবস্থা অনেক দিন থেকেই হয়ে আসছে। এগুলোর উদ্দেশ্য হচ্ছেশিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধতর করা। ব্যক্তিগত ও দলীয়ভাবে যে অভিজ্ঞতা শিক্ষার্থীরা অর্জন করে, সে অভিজ্ঞতা ভবিষ্যত শিখন কার্যক্রমের উৎস হিসাবে কাজ করে। এই দলীয় কাজ সকলের মধ্যে সংহতি স্থাপনে এবং দলীয় মনোভাব সৃষ্টিতেও অবদান রাখে। ভ্রমণ, পরিদর্শন বা ফিল্ডট্রিপ শেষে একটি দলীয় আলোচনার ব্যবস্থা করতে হয়, সকলে যাতে পারস্পরিক অভিজ্ঞতা নিয়ে আলোচনা করতে পারে। তবে এসব কৌশলের অসুবিধা হচ্ছে- এগুলো সংগঠন করতে অনেক সময় এবং অর্থের প্রয়োজন হয়। কোনো শিক্ষার্থী প্রতিবন্ধী হলে অথবা যিনি অন্যান্য কাজে খুব বেশি ব্যস্ত তাদের পক্ষে অংশগ্রহণ করা সম্ভব হয় না।

ওয়ার্কশপ (Workshop)

নিজেদের অনুরাগের বা পেশার ক্ষেত্রে যখন একদল শিক্ষার্থী তত্ত্বগত বিষয়বস্তুকে বাস্তবে প্রয়োগ করতে চায়, তখন সাধারণত ওয়ার্কশপ করা হয়। শিক্ষার্থীরা তাদের নিজেদের কার্যকরী প্রোগ্রাম নিজেরা পরিকল্পনা করে। আবার কখনো কখনো শিক্ষকও সেটা করে থাকেন। ওয়ার্কশপ পরিস্থিতিতে ব্যক্তিগত অথবা দলগতভাবে শিক্ষার্থীরা একটা কাজ গ্রহণ করে। আলোচনা ও মূল্য বিচারের জন্য কাজটিকে শ্রেণির সকলের তীক্ষ্ণ সমালোচনা ও কঠোর যাচাই এর মুখে ন্যস্ত করা হয়। এসব ওয়ার্কশপের শেষ ফলাফল হিসাবে সাধারণত উন্নততর কৌশল, পেশাগত অনুশীলনের জন্য উপকারী ফল অথবা শুধুমাত্র বাড়তি শিখন লাভ হয়ে থাকে। ওয়ার্কশপ এ অংশগ্রহণকারীরা ব্যাপক ও বিভিন্ন শিখন অভিজ্ঞতা প্রাপ্ত হয়। এই পদ্ধতি বয়স্কদের জন্য খুবই চিত্তাকর্ষক বিশেষ করে যাদের নির্ধারিত আলোচ্য কাজে বা বিষয়ে কিছু পূর্ব অভিজ্ঞতা আছে তাদের জন্য যথেষ্ট আনন্দ ও ফলদায়ক।

ফলাবর্তন (Feedback)

ফলাবর্তনে বিভিন্ন জনের মতামত একত্রিত করা হয়। সম্মিলিত চেষ্টার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চালানো হয় বলে সব ধরনের সমস্যার সঠিক সমাধান সম্ভব হয়। সবাই তাদের সুচিন্তিত মতামত প্রদান করতে পারে বলে নিজেদের কাজের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে।

ফলাবর্তন কার্যকর করার কৌশল (Feedback Techniques)

- ফলাবর্তন কার্যকর করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্টদের কার্যকর ভূমিকা থাকবে এবং তারা প্রত্যক্ষভাবে এ ক্ষেত্রে উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।
- সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীদের মধ্যে ফলাবর্তন সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাব গ্রহণের ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করবেন।
- পর্যবেক্ষিত প্রশিক্ষককে পর্যবেক্ষকরা প্রশিক্ষক হিসেবে চিহ্নিত করবেন।
- ফলাবর্তনের ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষকদের ভূমিকা একক বা দলগত হতে পারে।
- একই বিষয়ে ফলাবর্তন দেওয়ার জন্য একজন সতীর্থ সহযোগী পর্যবেক্ষক হিসেবে কাজ করবেন।

৭.২ অনুশিক্ষণ (Micro Teaching)

শিখন দক্ষতা উন্নয়ন : মাইক্রোটিচিং (Learning Skills Development: Microteaching)
মাইক্রোটিচিং বা অনুশিক্ষণ হচ্ছে দক্ষতাভিত্তিক এক ধরনের প্রশিক্ষণ কৌশল। Micro শব্দটি এসেছে গ্রীক শব্দ Mikros থেকে এর অর্থ হলো খুব ছোট এবং Teaching অর্থ শিক্ষাদান। পাঠের ক্ষুদ্রতম বা মৌলিক বিষয় নিয়ে চর্চা করা বা Practice করাই হচ্ছে Micro-Teaching| শিক্ষণের সবগুলো কৌশল একবারে আয়ত্ত না করে অনুশীলনের মাধ্যমে মাত্র একটি করে কৌশল একবারে আয়ত্ত করতে হয়। সমগ্র শিক্ষণ ব্যবস্থাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করে প্রত্যেকটিকে পৃথক পৃথকভাবে অনুশীলন করাই মাইক্রোটিচিং। সুতরাং

মাইক্রোটিচিং এমন এক ধরনের নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা যার মাধ্যমে নির্দিষ্ট শিক্ষণ দক্ষতা বারবার অনুশীলন করে আয়ত্ত করতে হয়।

MC Knight-এর মতে, মাইক্রোটিচিং হচ্ছে এমন এক শিক্ষণ কৌশল যার মাধ্যমে বার বার অনুশীলনের দ্বারা নতুন শিক্ষণ-দক্ষতা আয়ত্ত এবং পুরাতন দক্ষতাকে উন্নততর করা হয়।

(Allen and Eve.), A system of controlled practice that makes it possible to concentrated on teaching behaviour and to practice teaching under controlled conditions.

আরও বলা হয়েছে It is a dramatic teachnique. Micro-teaching is concentrate on a specific teaching technique.

মাইক্রোটিচিং আধুনিক শিক্ষা বিজ্ঞানের একটা উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার। শিক্ষাদান বিশেষ করে প্রশিক্ষণরত ভাবী শিক্ষকদের শ্রেণী শিক্ষাদান বাস্তব প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য এ কৌশল একটা সাফল্যজনক উপায়। 'প্রচেষ্টা ও ভুল' এই পদ্ধতির অবলম্বনে একটি একটি করে উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের শিক্ষা দেওয়াই হলো মাইক্রোটিচিং-এর প্রধান কাজ।

John-Brook and Spelman (১৯৭৩) বলেন The name micro-teaching was adopted for this type of teaching practice for student teachers because the technique involves a scaling down of as many elements as possible in each practice sesson.

অনুশিক্ষণ (Micro Teaching)-এর ঐতিহাসিক পটভূমি

আমেরিকার স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ষাটের দশকের প্রথম দিকে মাইক্রোটিচিংশুরু হয়। (Allen and Ryan, ১৯৬৯)। সে সময় এ প্রক্রিয়াকে মোটামুটি দুটি স্তরে ভাগ করা হত। Plan – Teach – Observe -Re plan – Re teach – Re observe. অর্থাৎ শিক্ষক পাঠদানের জন্য বিষয়ের কোনো একটি অংশ বেছে নিয়ে তার জন্য প্রয়োজনীয় পাঠটীকা প্রণয়ন করে সে অনুযায়ী শ্রেণীতে পাঠদান করবেন। তার পাঠদান টেলিভিশন ক্যামেরায় রেকর্ড করে সেই শিক্ষককে দেখানো হবে। তিন পর্যায়ে শিক্ষকের কমর্তৎপরতা বিশ্লেষণ করে আবার এই তিনটি স্তরের পুনরাবৃত্তি করা হয়। এক্ষেত্রে শিক্ষাদানের এক একটি মৌলিক দক্ষতার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। যেমন পাঠদান আরম্ভ এবং সম্পাদন, সার্থক প্রশ্নকরণ, Reinforcing, শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ। পাঠদান চলাকালে এই ক্রিয়া-প্রক্রিয়াগুলি কতবার হয় তা যদি পৃথক পৃথকভাবে গুণে রেখে পরিমাণগতভাবে বিশ্লেষণ করা যায় তাহলে ক্লাস চলাকলীন সময়ে একটা কাজের স্পষ্ট চিত্র পাওয়া যাবে। মাইক্রোটিচিং একটি গবেষণাভিত্তিক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে সাধারণ শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদানের জটিলতা ও ত্রুটিসমূহ অতি সহজ ও সরলভাবে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

স্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকাভুক্ত ১৪টি দক্ষতা নিম্নরূপ :

(১) উদ্দীপনার তারতম্য (Stimulus Variation of a lesson)
(২) পাঠ প্রস্তুতি (Introducing a lesson)
(৩) সূক্ষ্ম উদ্দেশ্য প্রণোদিত প্রশ্ন (Probing question)

(৪) বলবৃদ্ধি (Reinforcement)
(৫) প্রশ্নকরণে দ্রুততা (Fluency in questioning)
(৬) উচ্চ মানের প্রশ্নের ব্যবহার ()
(৭) বিভিন্নমুখী প্রশ্ন (Divergent question)
(৮) সমাপ্তিকরণ পদ্ধতি (Closure)
(৯) শিক্ষকের নীরবতা ও ভাষাহীন ইঙ্গিত (Teachers silence and non-verbal cues)
(১০) মনোযোগী আচরণের স্বীকৃতি (Recognizing attending behaviour)
(১১) বিশদকরণ ও উদাহরণ ব্যবহার (Illustrating and use of examples)
(১২) বক্তৃতা দেয়ার ভঙ্গি (Lecturing)
(১৩) পরিকল্পিত পুনরুক্তি (Planned repitation)
(১৪) সংযোগের সম্পূর্ণতাসাধন (Complements of communication)
এরপর ক্যালিফোর্নিয়ার ফার ওয়েস্ট লাইব্রেরিতে আরও চারটি দক্ষতাসহ মোট ১৮টি দক্ষতা তালিকাভুক্ত করা হয়। সেগুলো হলো-
(১৫) শ্রবণ দর্শন উপকরণ ব্যবহার (Using Audio visual aids)
(১৬) শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকের প্রাণবন্ততা (Teacher liveliness in the classroom)
(১৭) দলগতআলোচনার উৎসাহব্যঞ্জক ইঙ্গিত (Prompting group discussion)
(১৮) শিক্ষকের ব্যাখ্যা (Teacher's explanation)

অনুশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষণ দক্ষতা আয়ত্ত্বের কৌশল

(Micro Teaching Teachnique)

নিম্নে কয়েকটি দক্ষতা আয়ত্ত্বের কৌশল বর্ণনা করা হলো-

- **প্রশ্ন করার কৌশল :** সাধারণ মুখস্ত ধরনের প্রশ্ন দ্রুততার সাথে করা যায়। কিন্তু কঠিন প্রশ্ন করতে হলে প্রথমে একটু বিরতি দিয়ে ধীরে ধীরে স্পষ্ট স্বরে প্রশ্নটি করে শিক্ষার্থীদের চিন্তা করার সুযোগ দিতে হবে। সব শিক্ষার্থীদের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রশ্ন উপস্থাপন করতে হবে। প্রশ্নের ভাষা হবে সহজ
- **পাঠ ঘোষণা করার কৌশল :** শ্রেণী কক্ষে ঢুকেই শিক্ষক পাঠ ঘোষণা করবেন না। প্রথমে উৎসাহ সঞ্চারের চেষ্টা করবেন, তারপর জানা থেকে অজানা জ্ঞানের সূত্র ধরে পাঠ ঘোষণা করবেন।
- **উপকরণ ব্যবহারের কৌশল :** শিক্ষক উপকরণগুলো টেবিলের উপর রেখে দেবেন না। উপকরণগুলো টেবিলেরড্রয়ারে অথবা একটু আড়ালে রেখে দেবেন। শিক্ষণের সময় যখন যেটি প্রয়োজন হয় সেটি প্রদর্শন করবেন, কাজ শেষ হলে ড্রয়ারে রেখে দেবেন। একটি ক্লাসে অহেতুক অনেকগুলো উপকরণ প্রদর্শন করা যাবেনা। পাঠের সাথে সম্পর্কহীন উপকরণ প্রদর্শনের প্রয়োজন নেই।

- **সঠিক উত্তরদাতাকে উৎসাহ দানের কৌশল :** সঠিক উত্তর প্রদানকারীকে উৎসাহি করতে হবে। ভুল উত্তর প্রদানকারীকে নিরুৎ উৎসাহিত না করে সহজ ভঙ্গিতে সঠিক উত্তরটি জানিয়ে দিন। তারপর তাকে একটি সহজ প্রশ্ন করুন। এবার উত্তর সঠিক হলে তাকে দু'একটি কথা বলে উৎসাহিত করুন। উত্তর ভুল হলে বা উত্তর দিতে না পারলে কখনো নিরুৎসাহিত করবেন না।
- **বোর্ড ব্যবহারের কৌশল :** পাঠদানের সময় ব্ল্যাকবোর্ড বা হোয়াইট বোর্ডে লিখলেই বোর্ড ব্যবহার হয় না। বোর্ড ব্যবহারেরও নিয়ম আছে যেমন বোর্ডে লিখতে হবে বড় করে যাতে শেষে বেঞ্চের শিক্ষার্থী পর্যন্ত তা দেখতে পায়। বোর্ডে লেখার সময় শিক্ষককে এক সাইড হয়ে দাঁড়িয়ে লিখতে হবে। প্রতিটি শব্দ লেখার সাথে সাথে সুউচ্চ কণ্ঠে তা বলতে হবে।
- **উদ্দীপকের তারতম্য (Stimulus variation) :** পাঠদানের সময় উদ্দীপকের তারতম্য ঘটিয়ে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ বা দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়। যেমন কণ্ঠস্বরের ওঠানামা। একটা শব্দ বা লাইন জোর দিয়ে বলা, বোর্ডে যেয়ে একটা শব্দ বা লাইনের নীচে আন্ডার লাইন করে উদ্দীপকের তারতম্য ঘটানো যায়। তবে One technique can not be isolated from other. একটা দক্ষতা বা কৌশল থেকে আলাদা করা যায় না।

অনুশিক্ষণ (মাইক্রোটিচিং) এর ৫টি পর্যায় (Steps of MicroTeaching)

(১) ৫ থেকে ১০ জনের ছোট একটি দলের সামনে প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক পাঠের একটি খণ্ডাংশ উপস্থাপন করবেন। এখানে একজন সঙ্গী শিক্ষার্থী ভূমিকা অভিনয়ের মাধ্যমে কাজ করবেন। ৫ থেকে ৬ মিনিট সময়কালের মধ্যে প্রশিক্ষণার্থী শুধু একটি বা দুটি বিশেষ দক্ষতা সার্থকভাবে ব্যবহার করে আয়ত্ত করতে সচেষ্ট হবেন।

(২) শিক্ষকের কার্যাবলি মূল্যায়নের জন্য Video টেপ ব্যবহার করা হয়। পাঠদানের পর কক্ষে গিয়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী তা পর্যবেক্ষণ করবেন এবং পাঠদান কৌশলগতভাবে কতটুকু সার্থক হয়েছে তা পর্যালোচনা করেন

(৩) এ পর্বে পূর্ব পাঠের আলোচনা বা Feedback-এর আলোকে শিক্ষক তার পাঠ পুনর্গঠন করেন। এ পর্যায়কে re-plan session বলা হয়।

(৪) এ পর্ব পুনঃপাঠ বা re-teach session। সাধারণত ভিন্ন আরেক দল শিক্ষার্থীর সামনে শিক্ষক পুনর্গঠিত পাঠই পড়িয়ে থাকেন। এ পর্বেও পর্যবেক্ষক থাকেন এবং Video ক্যামেরা ব্যবহার করা যেতে পারে।

(৫) এখানে পাঠের Teach এর তুলনায় পুনর্পাঠ বা re-teach কতখানি সার্থক হয়েছে তা পুনরালোচিত হয়।

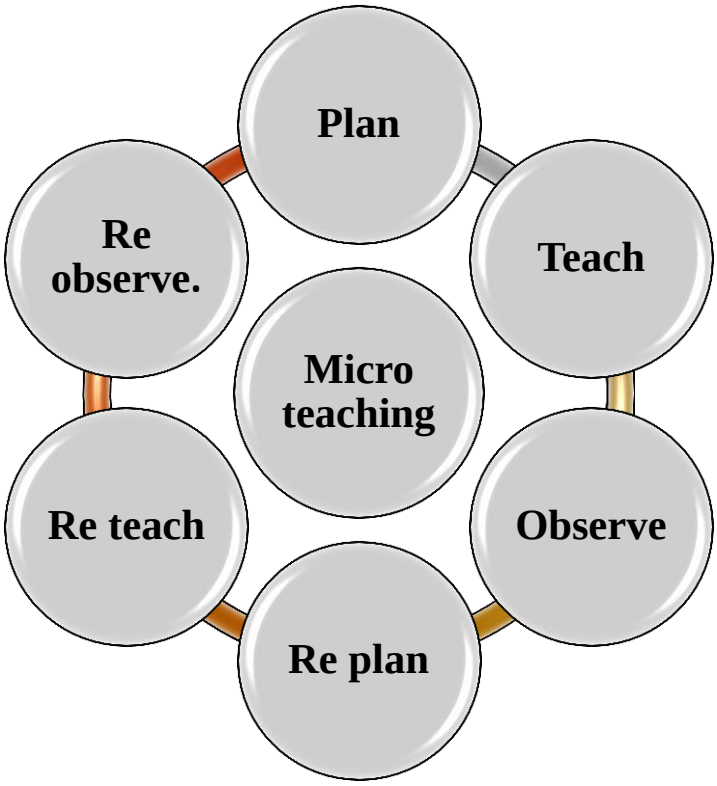

মাইক্রোটিচিং-এর সুবিধা (Micro Teaching Advantages)

- অনুশিক্ষণ একটি স্বশিক্ষণ কৌশল। প্রশিক্ষণার্থী পাঠদানের ক্ষেত্রে নিজের দোষ ত্রুটি সম্পর্কে সমালোচনার সম্মুখীন হয়। VCR, মোবাইল ক্যামেরা, ল্যাপটপ, কম্পিউটারের পর্দারমাধ্যমে তা পর্যবেক্ষণ করতে পারে। পরে এ পদ্ধতিতে আত্মঅনুশীলনের মাধ্যমে দোষ ত্রুটি সংশোধন ও পরিমার্জনের সুযোগ পায়
- শ্রেণীকক্ষে একটি বা দুটি কৌশলকে অবলম্বন করে শিক্ষকের পাঠদান কার্যাবলি আবর্তিত হয় বলে শিক্ষকের নিজের কার্যাবলি ও আচরণের উন্নতিসাধন সহজ, পরিচ্ছন্ন ও বোধগম্য হয়ে ওঠে।
- মাইক্রোটিচিং-এ আত্মঅনুশীলন আত্মপ্রত্যয় গঠনের সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে।

মাইক্রোটিচিং-এর অসুবিধা (Micro Teaching Limitations)

- Micro-teaching আপাতত একটি ব্যয়বহুল পাঠদান কৌশল। আমাদের দেশে এ কৌশলের ব্যাপক ব্যবহার সহজ সাধ্য নয়।
- আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দক্ষতা সম্পন্ন অতিরিক্ত লোকের প্রয়োজন।

মাইক্রোটিচিং-এর গুরুত্ব (Importance of Micro Teaching)

মাইক্রোটিচিং প্রক্রিয়ায় শিক্ষকতার দক্ষতা বৃদ্ধিতে যদিও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি (যেমন Videocamera, VCR, Mobile)-এর প্রয়োজন এবং অনেক বেশি সময় প্রয়োজন হয় তথাপি সফল শিক্ষাদানের জন্য ও সফল শিক্ষক তৈরির জন্য এ দক্ষতা অত্যন্ত সহায়ক। কারণ Micro-teaching প্রক্রিয়ায়বার বার অনুশীলনের মাধ্যমে একজন নতুন শিক্ষক শিক্ষাদানের সকল কৌশল আয়ত্ত করে হতে পারেন একজন সার্থক শিক্ষক।

মাইক্রোটিচিং অনুশীলন (Microteaching practice)

অনুপাঠের নমুনা

শিক্ষক:ক শ্রেণী : নবম বিষয়: ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং তারিখ: সময়: ৫/৭ মি
কৌশল প্রদর্শিত হবে : পাঠ সূচনার কৌশল
শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান : বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলি।

১। প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য : শিক্ষার্থীগণকে বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলী শিক্ষাদান।

(ক) সূচনা : তোমরা ব্যংকে লেনদেন করেছো কী ?
আমাদের আশপাশের পরিচিত ২টি ব্যাংকের নাম বল ,
- - - সামগ্রিকভাবে এ ব্যাংকের নাম জান কী?
এ সমস্ত ব্যংকের ২/১ টি কার্যাবলি বলতে পারবে কী?
- - - বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলি?
- - - - - বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলি সম্পর্কে আলোচনা করব।
(খ) মাইন্ড ম্যাপিং ?
(গ) তোমরা আমাদের আশপাশের পরিচিত ব্যাংকের কার্যাবলি আলোচনা করে লিখ
(ঘ) শিক্ষোপকরণ : চক, চকবোর্ড, রঙিন চক, ফ্ল্যানেল বোর্ড, বাণিজ্যিক ব্যাংকের চিত্র, ইত্যাদি।

পাঠটি সমাপ্ত হলে শিক্ষক নিজের আত্মসমালোচনা লিপিবদ্ধ করবেন, অতঃপর তিনি ভিডিওতে ধারণকৃত পাঠটি দেখবেন এবং পুনরায় পাঠটি সম্পর্কে তাঁর নিজের ধারণা লিপিবদ্ধ করবেন। অতঃপর পাঠটি সম্পর্কে অন্যান্য বিচারকগণ রায় দেবেন। অভিজ্ঞ শিক্ষক অথবা বিশেষজ্ঞগণ পাঠ সম্পর্কে রায় দিয়ে থাকেন। একটি চেকলিস্টে প্রত্যেকটি উপকৌশল সম্পর্কে বিশেষজ্ঞগণ পাঁচ পয়েন্টের স্কেলে তাঁদের মতামত দিয়ে থাকেন।

নীচে পাঠ সূচনা মূল্যায়ন করার চেক লিস্ট-ক মূল্যায়ন নির্দেশিকা

ক) পাঠ সূচনা করার কৌশল
শিক্ষকের নাম: ..... তারিখ: .....
প্রথম অনুশীলনী / দ্বিতীয় অনুশীলনী কম/বেশি

১। শিক্ষার্থীর পূর্বজ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং আগ্রহের ব্যবহার কতটা করা হয়েছে? ১ ২ ৩ ৪ ৫

২। নতুন পাঠকে কিভাবে শিক্ষার্থীর পূর্বজ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে সুসমন্বিত করে উপস্থাপন করা হয়েছে।
১২ ৩ ৪ ৫

৩। শিক্ষকের বক্তব্য প্রাসঙ্গিক এবং সুস্পষ্ট ছিল ১ ২ ৩ ৪ ৫

৪। সামগ্রিকভাবে পাঠের সূচনা কিরূপ ছিল? ১ ২ ৩ ৪ ৫

৫। অন্য কোনো বিশেষ কৌশল (যদি থাকে)। ১ ২ ৩ ৪ ৫

বিচারকের মন্তব্য :

নির্দেশনা : শ্রেণী পাঠের সময় উপস্থিত বিশেষজ্ঞগণ বা অভিজ্ঞ শিক্ষকগণ উপরোক্ত চেকলিস্ট ব্যবহার করে শিক্ষকের পাঠদান মূল্যায়ন করবেন এবং পাঠ শেষে বিশেষজ্ঞবৃন্দ পাঠ সম্পর্কে আলোচনা করবেন এবং চেকলিস্টে তার প্রদত্ত নম্বরের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করবেন। অতঃপর শিক্ষককে তাঁর পাঠপরিকল্পনাটিকে আরও উন্নত করার জন্য কিছু নির্দেশ প্রদান করবেন। শিক্ষক তাঁর নিজের সমালোচনা এবং বিচারকগণের সমালোচনার প্রেক্ষিতে পুনরায় পাঠটি নতুন করে পরিকল্পনা করবেন এবং পাঠদান করবেন। এভাবে পাঠ পরিকল্পনা-পাঠদান-পাঠের মূল্যায়ন-পুনরায় পাঠ পরিকল্পনা ইত্যাদি কার্যক্রমের পুনরাবৃত্তি ঘটবে, যতক্ষণ না শিক্ষক পাঠদানের মুখ্য কৌশলটি আয়ত্ত করতে পারবেন। সংক্ষেপে এই হলো অনুশিক্ষণের মাধ্যমে ব্যবহারিক পাঠদানের কৌশল আয়ত্ত করার পদ্ধতি।

৭.৩ প্রদর্শন পদ্ধতি (Demonstration)

দক্ষতা শেখানোর ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি হচ্ছেবহুল ব্যবহৃত একটি পন্থা। শিক্ষক কোনো একটি বিশেষ কাজ কিভাবে করা হয়েছে, সেটা শিক্ষার্থীদের দেখান, তার পর প্রত্যাশা করা হয় তারা শিক্ষকের মতো করে সেই কাজটি করবে। প্রদর্শক ব্যক্তি সাধারণত খুবই নিপুণ, সেজন্য কাজটি যখন দেখান, তখন খুব সহজ আর অনায়াসে করণীয় বলে মনে হয়। শিক্ষার্থীরা যখন একই নিপুণতা ও দ্রুততার সঙ্গে কাজটি সম্পাদন করতে পারে না, তখন তারা হতাশ হয়ে পড়ে। শিক্ষকরা অনেক সময় তাদের কায়দা কৌশল পর্যাপ্তভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেন না বলেও শিক্ষার্থীদের অসুবিধা হয়। ব্যবহারিক কাজ অনেক সময়ই জটিল প্রকৃতির হয়। Belbin এবং Belbin সুপারিশ করেন যদি কোন দক্ষতাকে অনেকগুলো আলাদা বিশেষ ভাগে ভাগ করে নেয়া যায় এবং প্রদর্শনের সময় এবং পরবর্তী অনুশীলন সেশনে যদি এইভাগগুলো প্রারম্ভিক পর্যায়ে খুব ধীরে করা হয়, তাহলে শিক্ষার্থীদের জন্য নতুন নতুন দক্ষতা মোটামুটি দ্রুততায় আয়ত্ত করা সম্ভব। এর অসুবিধার দিক হচ্ছে, শিক্ষক যদি শিক্ষার্থীদের সামনে নিজের ত্রুটিপূর্ণ ও অসম্পূর্ণ দক্ষতা প্রদর্শন করেন, তাহলে শিক্ষার্থীদের পক্ষে সেই দক্ষতার সঠিক সম্পাদনা শেখা কখনও সম্ভব হবে না।

প্রদর্শন পদ্ধতির মূলকথা হলো কোনো কিছু দেখিয়ে এটি সম্পর্কে ধারণা লাভে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করা। কোনো কিছু উপস্থাপনে শুধু বর্ণনা বা আলোচনায় সীমাবদ্ধ না থেকে তা দেখানো হলে ধারণা লাভ সহজ হয় এবং এতে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও উৎসাহ বৃদ্ধি পায়। এ পদ্ধতিতে পাঠের বিষয় সংশ্লিষ্ট বাস্তব বস্তু বা প্রত্যক্ষভাবে প্রক্রিয়া দেখিয়ে বর্ণনা, আলোচনা বা প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে ধারণা লাভে সহায়তা করা হয়। যেমন- একটি চেকের অংশগুলো দেখিয়ে চেকের অংশগুলোর সম্পর্কে ধারণা অর্জনে সহায়তা করা;

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের সামনে ব্যাংক হিসাব খোলার ফরম উপস্থাপনকরে হিসাব খোলার প্রক্রিয়া করে দেখানো ইত্যাদি। অনেক ক্ষেত্রে বাস্তব বস্তু বা ঘটনা সরাসরি দেখানো সম্ভব হয় না। সেক্ষেত্রে অর্ধবাস্তবের সাহায্যে ধারণা লাভে সহায়তা করা যায়। যেমন- চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণ সম্পর্কে ধারণা লাভের জন্য শ্রেণিকক্ষে সিডি বা ডিভিডির মাধ্যমে মাল্টিমিডিয়ায় পৃথিবী ও চাঁদের নিজ নিজ কক্ষপথে ঘূর্ণন দেখিয়ে গ্রহণ ঘটার বিষয়টি পরিষ্কার করা যায়। প্রজেক্টর বা মাল্টিমিডিয়া না থাকলে চার্টের মাধ্যমে দেখানো যায়। রোল-প্লে পদ্ধতিতেও শেখানো যায়। ক্ষেত্র বিশেষে শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষের বাইরে নিয়ে বাস্তব ঘটনা প্রত্যক্ষভাবে দেখিয়ে শিক্ষা লাভে সহায়তা করা যায়। যেমন– ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ডের ব্যবহারপ্রত্যক্ষ দেখানো যায়। সম্ভব হলে ঐতিহাসিক স্থানে নিয়ে বিভিন্ন নিদর্শন দেখিয়ে ও বর্ণনা করে ধারণা লাভে সহায়তা করা যায়। যেমন– কুমিল্লার কোর্টবাড়ি শালবন বিহারে পরিদর্শনে নিয়ে তৎকালীন বৌদ্ধসভ্যতা সম্পর্কে জানতে সাহায্য করা। প্রদর্শন পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের অনুসন্ধিৎসা বৃদ্ধি পায়। সহজে সঠিক ধারণা লাভ করতে পারে। শিখন অপেক্ষাকৃত দীর্ঘস্থায়ী হয়। প্রদর্শন পদ্ধতিতে লক্ষ রাখতে হবে যেন সব শিক্ষার্থী স্পষ্ট দেখতে পায়।

প্রদর্শন পদ্ধতি প্রদর্শন একটি কার্যকর শিখন-শেখানো পদ্ধতি। এটি শ্রেণি পাঠনায় তাত্ত্বিক জ্ঞানকে বাস্তব ঘটনা বা বিষয় প্রতক্ষভাবে উপস্থাপনার একটি প্রক্রিয়া। এ উপস্থাপনের মূল উদ্দেশ্য হলো পাঠের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদেরকে বাস্তবভাবে দেখানো/ জীবন্তভাবে দেখানো। প্রদর্শন পদ্ধতিতে শিক্ষক উপস্থাপক-এর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণের সাহায্যে/মাল্টিমিডিয়ায় দেখিয়ে এবং মৌখিক বিবৃতির মাধ্যমে বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের হৃদয়াঙ্গম করতে সচেষ্ট থাকেন। এ পদ্ধতি ব্যবহারের ছবি চিত্র চার্ট, কিংবা কোনো কিছুর মডেলও কাজে লাগানো হয়। বর্তমানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করে শিক্ষক সহজে অনেক কিছু শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করতে পারেন। যেমন আমদানি রপ্তানিইত্যাদি। তাছাড়া শিক্ষক নিজে স্থানীয়ভাবে সহজ লভ্য উপকরণ তৈরি করে প্রদর্শন করতে পারেন এবং শিক্ষার্থীদেরও উপকরণ সংগ্রহ ও তৈরির জন্য উৎসাহিত করতে পারেন। যে সকল প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীর অনুপাতে যন্ত্রপাতি ও উপকরণের অভাব রয়েছে সেখানে অপেক্ষাকৃত স্বল্প যন্ত্রপাতি ও শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করে বেশি সংখ্যক শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দান করা যায় এই প্রদর্শন পদ্ধতিতে। কাজের সুবিধার্থে প্রদর্শনের কাজগুলো ভাগ করে দেয়া যায়। যেমন- কেউ উপকরণ ব্যবহার করবে, কে কীভাবে তা সার্থকভাবে ব্যবহার করা যায় সে কৌশলগুলো নির্দেশ করবে, কেউ প্রশ্নের উত্তর দিবে, কেউ সাধারণ ভাবনার উপর জোর দেবে, আবার কেউ অন্যের মতামত লিপিবদ্ধ করবে।

প্রদর্শন পদ্ধতি/ কৌশল ব্যবহারের বিবেচ্য বিষয় (Considering Factors for Demonstration)

- প্রদর্শনের বিষয় সমস্যাভিত্তিক হওয়া
- প্রদর্শনের জন্য শিক্ষক চার্ট, মডেল, ছবি, যন্ত্রপাতি, ডিজিটাল কনটেন্ট এর পূর্বেই প্রস্তুতি নিবেন।
- প্রদর্শন যেন বৈচিত্র্যময়, আকর্ষণীয়, উৎসাহমূলক হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
- শিক্ষক সহযোগিতামূলক আচরণ করবেন যাতে তারা প্রদর্শন দেখতে ও বুঝতে পারে।
- এতে যেন শিক্ষার্থীরা সক্রিয় অংশগ্রহণ ও হাতে কলমে শিখতে পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

প্রদর্শন পদ্ধতির সুবিধা (Advantages of Demonstration)

- প্রদর্শন পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের বাস্তবতার সংস্পর্শে আসার সুযোগ ঘটে।
- এখানে শিক্ষার্থীরা হাতে কলমে শেখার সুযোগ পায়।
- এটি কম ব্যয়বহুল পদ্ধতি। এতে শিক্ষার্থীদের পৃথক পৃথক যন্ত্রপাতি/ উপকরণ প্রয়োজন পড়ে না। একসেট বা ২/৩ টি উপকরণ হলে চলে।
- এই পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অনুসন্ধিৎসু, উৎসাহী, মনোযোগী করা যায় খুব সহজে।
- এটা সাধারণ শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ উপযোগী।

৭.৪ আলোচনা পদ্ধতি (Discussion Method)

শ্রেণিপাঠদানে আলোচনা পদ্ধতি বলতে এমন এক পদ্ধতিকে বোঝায় যাতে শিক্ষার্থীরা পাঠসংশ্লিষ্ট কোনো পূর্ব নির্ধারিত বা অনির্ধারিত বিষয়ে একক বা দলীয়ভাবে আলোচনা করে থাকে। শিক্ষার্থীরা স্বাধীনভাবে কোনো বিষয়ের উপর মতামত প্রকাশ করতে পারে। পূর্ব নির্ধারিত আলোচনার জন্য শিক্ষক নিজে পরিকল্পনা প্রণয়ন, বিষয়বস্তু নির্বাচন, সময় নির্ধারণ ইত্যাদি কার্য সম্পন্ন করেন। আলোচনা বিভিন্ন প্রাকারে হতে পারে নিচে আলোচনা করা হলো -

প্যানেল (Panel)

বিভিন্নভাবে প্যানেল তৈরি করা যেতে পারে। প্যানেলের প্রতিটি সদস্য সম্পূর্ণ দলের সামনে একটি ছোট বক্তৃতা দিতে পারে এবং তিন অথবা চারটি বক্তৃতার পর প্রশ্নোত্তরের একটি সময় থাকতে হবে। অথবা প্যানেল সদস্যরা একটি বিশেষ টপিক বিশেষ সময়সীমার মধ্যে আলোচনা করতে পারে। শ্রেণি তাদের বক্তৃতা শুনবে এবং পরবর্তীতে শ্রেণিকে প্রশ্ন করতে আমন্ত্রণ জানানো হবে। অথবা সমস্ত সময়টা প্যানেল সদস্যরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেও ব্যয় করতে পারেন। আবার শুধু শ্রেণীর সকলের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্যও প্যানেল তৈরি করা যেতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে, বিষয়বস্তু নির্দিষ্ট না থাকায় সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য প্যানেল সদস্যদের পূর্ব প্রস্তুতি খুবই প্রয়োজন। এই পদ্ধতিকে সফল করতে হলে সভাপতিকে সভাপতির কাজে দক্ষ হতে হবে। প্যানেল সদস্যদের জটিল যুক্তিতর্ক বোঝার জন্য শ্রেণি সদস্যদের যথেষ্ট পড়াশুনা ও প্রস্তুতি থাকতে হবে। প্রশ্ন করার জন্য শিক্ষার্থীদের যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস থাকতে হবে।

প্যানেল আলোচনা পদ্ধতি এটি একটি উন্নতমানের শিক্ষাদন পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে শিক্ষকের তত্ত্বধানে শিক্ষার্থীরা পাঠের কোনো একটি সমস্যা সমাধান বের করার জন্য প্যানেলভুক্ত শিক্ষার্থীদের নিয়ে আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়। প্যানেল আলোচনা পদ্ধতি সাধারণত আলোচনা পদ্ধতির একটি বিশিষ্ট রূপ। প্যানেল আলোচনায় আলোচনার বিষয়বস্তু আগে থেকেই শিক্ষক প্যানেলভুক্ত ৪/৮ শিক্ষার্থীদের জানিয়ে দেন যাতে পূর্ব প্রস্তুতি নিতে পারে। শ্রেণির অন্যান্য শিক্ষার্থীরা বিষয়বস্তু জানতে পারে। প্যানেলে একজন শিক্ষার্থীকে দলনেতা নির্বাচন করা হয়। প্যানেল আলোচনায় শিক্ষক নিজেই অথবা শিক্ষক কর্তৃক নির্বাচিত ছাত্রনেতা সভাপতিত্ব করেন। তবে শৃঙ্খলা রক্ষা ও মূল্যায়নের দায়িত্ব শিক্ষকের। সভাপতি প্রথমেই আলোচ্য বিষয়টি শ্রেণিকক্ষে সবার সম্মুখে তুলে ধরবেন এবং আলোচনার শুরুতে প্রতিনিধিদের স্ব-স্ব ভূমিকা ব্যাখ্যা করে

দিবেন। বিভিন্নজনের আলোচনার মধ্যে সংযোগ স্থাপনের দায়িত্ব সভাপতি পালন করবেন। সমস্যা সমাধান ও সিদ্ধান্তে পৌঁছাবার উদ্দেশ্যে আলোচনা পরিচালিত হয়। বির্তকের ন্যায় যে কোনো উপায়ে একে অন্যকে পরাজিত করার উদ্দেশ্য এখানে থাকে না। প্যানেল আলোচনায় অন্যান্য শিক্ষার্থীরা শ্রোতার ভূমিকা গ্রহণ করে এবং আলোচ্য বিষয় প্রয়োজনীয় অংশটুকু নোট করতে থাকে। আলোচনার শেষে শিক্ষার্থীরা প্যানেল সদস্যদের কে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে। এভাবে সমস্ত অনুষ্ঠানটি এগিয়ে যায়। আলোচনা যাতে নির্ধারিত সময়ে শেষ হয় শিক্ষক সেদিকে দৃষ্টি রাখবেন। সবশেষে শিক্ষক আলোচিত বিষয়ের একটি সারাংশ সকলের সামনে তুলে ধরবেন।

সেমিনার (Seminar)

সেমিনারে এক বা একাধিক শিক্ষার্থী অথবা বহিরাগত তথ্যজ্ঞ ব্যক্তি একটি সূচনা বক্তব্য বা পেপার উপস্থাপন করে থাকেন। এটির উপরই দল পরবর্তীতে আলোচনা করে থাকে। যে বিষয়ের উপর বক্তব্যপেপারটি তৈরি হবে সেটি বিতর্কমূলক, চিন্তা উদ্রেককারী, বিষয়ভিত্তিক ও প্রাসঙ্গিক হওয়া প্রয়োজন। বক্তব্য-পেপার বা তথ্যপত্রটি তৈরি করার সময় পূর্ব নির্ধারিত সমস্যামূলক বিষয়ে শিক্ষার্থীরা নিজেদের মতামত সন্নিবেশ করে এবং প্রাসঙ্গিক গ্রন্থাদি থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে। এভাবে তাদের বক্তব্য বিষয়টিকে তথ্যাশ্রয়ী করে তোলে। এ কাজ একক ব্যক্তিগত চেষ্টায় বা ছোট ছোট দলবদ্ধ হয়েও করা যায়। তথ্যাদি সংগ্রহ করে তথ্যপত্র প্রস্তুত করার পর নির্ধারিত দিনে সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। তথ্যপত্রটির উপর আলোচনা, পর্যালোচনা হয় এবং তার মূল্যায়ন করা হয়। এই পদ্ধতি তথ্যপত্র প্রস্তুতকারীদের জন্য সক্রিয় শিখনের এবং অন্যান্যদের জন্য নিষ্ক্রিয় শিখনের ব্যবস্থা করে। সেমিনার শিক্ষার্থীদের স্বাধীনভাবে চিন্তা করার ক্ষমতা বাড়ায় এবং স্বয়ংশিক্ষা (Self Learning) লাভের এটি একটি উৎকৃষ্ট উপায়।

বির্তক (Debate)

এটি একটি আনুষ্ঠানিক পদ্ধতি এবং বয়স্ক শিক্ষার ক্ষেত্রে এটির ব্যবহার বেশ কম দেখা যায়। তবে Legge মনে করেন বিভিন্ন মতামতের বৈপরীত্য সূক্ষ্মভাবে তুলে ধরার জন্য এবং বিপরীতমুখী মতামতের বিশ্লেষণও মূল্যায়নের জন্য বিতর্ক একটি কার্যকর পদ্ধতি।

৭.৫ সমস্যা সমধান (Problem Solving)

সমস্যা সমাধান পদ্ধতি অনেক পুরনো। গ্রিক দার্শনিক সক্রেটিস এই পদ্ধতির প্রয়োগ করতেন সক্রেটিস প্রথমে কোনো সমস্যা তৈরি করতেন, পরে ঐ সমস্যার বাস্তবভিত্তিক সমাধান খুঁজে বের করতে উৎসাহ দিতেন। মার্কিন মনোবিজ্ঞানী জন ডিউই এই পদ্ধতির বাস্তবরূপ দান করেন। ডিইউর মতে মানুষ প্রথমে সমস্যায় পতিত হয় পরে ঐ সমস্যা থেকে পরিত্রাণের উপায় খুঁজে বের করে। এভাবেই মানুষ সমস্যা সমাধানে সক্রিয় থাকে। বাস্তব জীবনের সমস্যা সমাধান করতে শেখে। শ্রেণিপাঠদান কার্যক্রমে সমস্যা সমাধান পদ্ধতি একটি কার্যকর ও ফলপ্রসূ পদ্ধতি। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক সৃষ্ট কোনো সমস্যা সমাধান করতে শিক্ষার্থীদের সক্রিয়ভাবে চিন্তা করতে উৎসাহিত করে ।

সমস্যা সমাধানের কৌশল (Problem Solving Techniques)

শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত করে তোলে, শিখন সুদৃঢ় হয়। পাঠদানের যে পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষক শ্রেণিপাঠের বিষয় সংশ্লিষ্ট কোনো একটি সমস্যার উপযুক্ত সমাধান খুঁজে বের করার জন্য শিক্ষার্থীদের নিকট উপস্থাপন করেন,শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক কর্তৃক উপস্থাপিত সমস্যা সমাধানের বাস্তবভিত্তিক সমাধান চিহ্নিত করার লক্ষ্যে প্রচেষ্টা চালায় তা সমস্যা সমাধান পদ্ধতি নামে পরিচিত ।

সমস্যা সমাধান পদ্ধতি শিক্ষার্থীর কি কাজে লাগে-

- সমস্যা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ইতিবাচক মনোভাব গড়ে ওঠে ।
- শিক্ষার্থীদের যৌক্তিক চিন্তন ও উদ্ভাবনীমূলক দক্ষতার বিকাশ ঘটে।
- শিক্ষার্থীদের বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ সাধনের জন্য এ পদ্ধতি অত্যন্ত কার্যকর ।
- এই পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গঠন এবং জ্ঞানমূলক দক্ষতার বিকাশ ঘটে।
- শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক আন্তরিক ও বন্ধুত্বপূর্ণ হয়।
- শিক্ষক পাঠ সংশ্লিষ্ট নতুন নতুন সমস্যা খুঁজে বের করতে সচেষ্ট হয়।

সমস্যা সমাধান পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য (Problem Characteristics Solving)

- এই পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে শ্রেণিতে উদ্ভব ঘটে এমন সমস্যার সমাধান বের করা যায় ।
- বিষয় সংশ্লিষ্ট সমস্যা সমাধানে শিক্ষার্থীদের চিন্তাশীল করে তোলে ।
- শিক্ষার্থীদের যৌক্তিক চিন্তন ও উদ্ভাবনীমূলক দক্ষতার বিকাশ ঘটে।
- শিক্ষার্থীদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গঠন এবং জ্ঞানমূলক দক্ষতার বিকাশ ঘটে ।
- শিক্ষার্থীরা সমস্যার আনুপূর্বিক বিশ্লেষণ করতে পারে, আনুপূর্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে
- সমস্যার সমাধান বের করার জন্য প্রচেষ্টা চালায় ।
- সমস্যার সমাধানের জন্য কেন্দ্রভিমুখী ও কেন্দ্রাবিমুখী চিন্তনের বিস্তার ঘটে ।
- শ্রেণিকার্যক্রমে একক কাজ, জোড়ায় কাজ, দলীয় কাজ ইত্যাদির সুযোগ সৃষ্টি হয় ।

প্রয়োগ কৌশল

- বিষয়বস্তু অনুযায়ী সমস্যা নির্বাচন করতে হবে ।
- শিক্ষার্থীর মানসিক অবস্থা বিশ্লেষণ করে সমস্যা সমাধানে উদ্বুদ্ধ করতে হবে ।
- সমস্যা সমাধানে আলোচনার প্রয়োজন হলে আলোচনার পরিবেশ তৈরি করতে হবে।
- শিক্ষার্থীদের দিয়ে সমস্যার বিশ্লেষণ করতে হবে ।

- আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের সম্ভাব্য সকল উপায় বা পথ চিহ্নিত করতে হবে।
- সঠিক ও উপযুক্ত সমাধান নির্বাচন করতে হবে ।
- সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া বের করতে হবে।
- নির্বাচিত সমাধান প্রক্রিয়া শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপনের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে ।
- উপস্থাপিত সমাধান প্রক্রিয়া শিক্ষক কর্তৃক মূল্যায়ন করতে হবে

৭.৬ প্রকল্প (Project)

প্রজেক্ট /প্রকল্প পদ্ধতি: প্রজেক্ট পদ্ধতিটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রয়োগবাদী দার্শনিক জন ডিউই-এর শিক্ষা দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁর মতে জীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সমস্যা সমাধানের মধ্য দিয়ে শিক্ষা লাভ করা যায়। সুতরাং শিক্ষাদনের জন্য দুটি বিষয় অপরিহার্য ।

- সমস্যা
- শিক্ষার্থীদের সক্রিয়তা।

ডিউই অবশ্য তাঁর মতবাদভিত্তিক এ পদ্ধতির নাম দিয়েছিলেন সমস্যা পদ্ধতি। পরে তাঁর একজন অনুগামী শিষ্য আমেরিকার কলোম্বিয়া বিশ্ববিদালয়ের অধ্যাপক ডঃ ইউলিয়াম হার্ভ কিলপ্যাট্রিক ১৯১৮ সালে জন ডিইউ-এর সমস্যা পদ্ধতিকে পরিমাজির্ত ও পরিবর্তিত করে প্রজেক্ট পদ্ধতি উদ্ভবন করেন। বিশেষ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শারীরিক ও মানসিক উভয়বিদ কর্মের মাধ্যমে শিক্ষালাভ অগ্রসর হওয়ার পদ্ধতিকে বলে প্রকল্প পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের যে কোনো সমস্যামূলক বা বাস্তবমুখী কর্মই প্রকল্পের মাধ্যমে শিক্ষাদান করা যায়। অভিনয়, ভ্রমণ, চিত্রাংকন ইত্যাদি যাবতীয় তৎপরতা এর মাধ্যমে সুন্দরভাবে সম্পন্নকরা যায়। স্বাভাবিক সামাজিক পরিবেশে কর্মসম্পাদনের মাধ্যমে শিখনফল অর্জনই হচ্ছে প্রকল্প পদ্ধতির মূল লক্ষ্য। এ পদ্ধতিতে সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সম্বলিত একটি সমস্যামূলক কাজ শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থিত করা হয় এবং তাদের নিজেদের প্রচেষ্টায় কাজটি করতে হয় অর্থ্যাৎ সমস্যার সমাধান করতে হয়। কি শিখতে হবে আর কতটুকু শিখতে হবে তা আগে থেকে নির্ধারণ করে দেয়া হয় না। সমস্যা সমাধান করতে গিয়েই শিক্ষার্থীর প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো শিখে নিতে পারে। এ পদ্ধতির উদ্ভাবক কিল প্যাট্রিক বলেন, "বিশেষ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আন্তরিকতার সঙ্গে সামাজিক পরিবেশে কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে শিক্ষা কর্মে অগ্রসর হওয়ার প্রণালীকে প্রকল্প পদ্ধতি বলে।"

প্রকল্প পদ্ধতি বাস্তবায়নের স্তর–

- উদ্দেশ্য বা কর্ম নিধারণ
- পরিকল্পনা প্রণয়ন
- কার্য সম্পাদন
- মূল্যায়ন ও প্রতিবেদন

প্রকল্প পদ্ধতিতে শিক্ষকের ভূমিকা

- শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য গত দৃষ্টিভঙ্গি সফল করে তোলার জন্য শিক্ষার্থীদের সাহায্য করা।
- শিক্ষার্থীদের সঠিক প্রজেক্টের কাজ বা সমস্যার স্বরূপ নির্ণয়ে সহয়তা করা।
- শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ ভাগ করে দেয়া ।
- সময়মত কাজ সম্পাদনের জন্য উৎসাহ প্রদান করা ।
- শিক্ষার্থীদের মত প্রকাশের স্বাধীনতা প্রকাশ করা।
- প্রকল্প পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের স্বাধীনভাবে কাজ করার জন্য সামগ্রিক পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- প্রজেক্ট নির্বাচনে পরিকল্পনা রূপায়ণে এবং মূল্যায়নে শিক্ষার্থীদের আলোচনার জন্য শিক্ষক সামগ্রিক পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- প্রয়োজনের ভুল সংশোধন করবেন।
- কর্ম সম্পাদনের সময় তাদের কাজের প্রতি লক্ষ্য রাখবেন। শিক্ষার্থীদের উপর প্রভাব বিস্তার না করে বরং তাদের উৎসাহ দেয়ার জন্য তিনি নিজেও কাজে অংশগ্রহণ করবেন।
- শিক্ষক হবেন একজন প্রদর্শক, বন্ধু এবং দার্শনিক ।
- শিক্ষক সমস্যা সমাধানে বড় ভাইয়ের মতো আচরণ করবেন।
- শিক্ষক কাজ বণ্টনের ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন হবেন।

প্রকল্প পদ্ধতির সুবিধা

- প্রকল্প পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী সর্বক্ষণ সক্রিয় থাকেন
- শিক্ষার্থীরা আনন্দদায়ক পরিবেশে শিখন অভিজ্ঞতা অর্জন করেন।
- বাস্তব কাজের মাধ্যমে শিখনফল অর্জিত হয় বলে শিক্ষা জীবন ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে।
- দলগত কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বিকশিত হয়।
- শিক্ষার্থীরা নিজেদের কাজ নিজেরাই মূল্যায়ন করার দৃষ্টিভঙ্গি ও সামর্থ্য অর্জন করেন।
- এ পদ্ধতি প্রয়োগে পাঠের একঘেয়েমী দূর হয়।
- এতে শিক্ষার্থীদের শ্রমের প্রতি মর্যাদাবোধ জাগ্রত হয়।
- এ পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের ফলপ্রসূতা দীর্ঘস্থায়ী হয়।
- এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ জীবনে প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়।
- প্রকল্প পদ্ধতিতে হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়া হয় বলে এটি বাস্তবমুখী হয়।
- শিক্ষার্থীরা আত্মনির্ভরশীল হয় এবং শিক্ষক শিক্ষার্থীর সম্পর্ক মধুর হয়।
- এ পদ্ধতি প্রয়োগে শারীরিক ও মানসিক উৎকর্ষতা বৃদ্ধি হয়।

প্রজেক্টের ধরণ

ড ঃ কিল প্যাট্রিকের মতে প্রজেক্ট চার ধরণের।

- সৃজনমূলক বা সংগঠনমূলক,
- উপভোগমূলক,
- সমস্যামূলক,
- দক্ষতামূলক।

ড. স্টিভেনস-এর মতে প্রজেক্ট পাঁচ ধরণের,

- সৃজনশীল প্রকল্প,
- আবিষ্কারমূলক প্রকল্প,
- অনুশীলনীমূলক প্রকল্প,
- খেলা প্রকল্প,
- দক্ষতামূলক।

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের এ ধরণের প্রকল্পকাজ করতে দিয়ে তাদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশে সহায়তা করবেন।

৭.৭ অনুসন্ধান পদ্ধতি (Inquiry Method)

ধারণা

শ্রেণি শিক্ষণের একটি বড় উদ্দেশ্য হচ্ছেসকল শিক্ষার্থীর মধ্যে বিষয়বস্তু সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু মনোভাব জাগিয়ে তোলা এবং বিষয়বস্তু সম্পর্কে স্পষ্ট ও বাস্তবভিত্তিক ধারণা দেয়। এজন্য শিক্ষক শিখনের উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করবেন। শিখনের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরির ক্ষেত্রে শিক্ষক শ্রেণি শৃঙ্খলাসহ প্রয়োজনীয় কর্ম নির্দেশনা ও শিক্ষা উপকরণের বন্দোবস্ত করবেন যেগুলো ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা শিখন সম্পন্ন করবে। বিষয় সম্পর্কে ধারণা দৃঢ় করার জন্য শিক্ষার্থীদের মনে নানা ধরনের প্রশ্নের উদ্রেক হয়। শিক্ষার্থীরা অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতে চায়। যে যে মাধ্যম থেকে শিক্ষার্থীরা এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতে পারে সেগুলো হলো– পাঠ্যপুস্তক, পত্র-পত্রিকা, জার্নাল, বাণিজ্য ক্লাব, বাণিজ্য মেলা, রেফারেন্স বই, সাক্ষাৎকার, পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ, বুলেটিন, ম্যাগাজিন, ইন্টারনেট, তথ্যজ্ঞ ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ,পরিবার ও সমাজ, গবেষণার মাধ্যমে, পরীক্ষণের মাধ্যমে, পরিবেশ ও প্রকৃতি, যৌক্তিক চিন্তা করে, পারস্পারিক আলোচনা ও মত বিনিময় ইত্যাদি। শিক্ষক প্রদত্ত সমস্যা অথবা শিখনের ক্ষেত্রে উদ্ভূত যে কোনো সমস্যা শিক্ষার্থীরা এসব শিখন মাধ্যম ব্যবহার করে অনুসন্ধানের মাধ্যমে সমাধানের যে প্রচেষ্টা চালায় তাই হলো অনুসন্ধানমূলক শিখন পদ্ধতি।

অনুসন্ধান (Inquiry)

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি শিক্ষণে অনুসন্ধান একটি অন্যতম পদ্ধতি। বিভিন্ন বিষয়ের কাজের জন্য অনুসন্ধান পদ্ধতির সহায়তা নেয়া হতে পারে, যেমন–

- সমস্যা সমাধানের জন্য তথ্য সংগ্রহ
- তুলনামূলক বিচারকরণ
- ঘটনার কারণ খোঁজা/ উদঘাটন
- কার্যকারিতা যাচাই
- প্রকল্প প্রস্তুতি------- ইত্যাদি।

অনুসন্ধান পদ্ধতিতে কাজের ধাপ(OF Inquiry Steps)

- সমস্যা বা ঘটনা বা বিষয়বস্তু নির্বাচন
- কাজের পরিকল্পনা প্রণয়ন
- অনুসন্ধানের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ ও তৈরি
- তথ্য সংগ্রহ
- প্রাপ্ত তথ্য বিচার-বিশ্লেষণ
- অনুসন্ধান পরিচালনা
- সিদ্ধান্ত গ্রহণ
- প্রতিবেদন প্রণয়ন

অনুসন্ধান কাজ একক, জোড়া বা দলীয়ভাবে করা যেতে পারে, কাজের ধরন, পরিবেশ, উপকরণ প্রভৃতির উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।এজন্য শিক্ষককে মাঠের কাজ যেমন কোনো সমস্যা সম্বন্ধে জনমত যাচাইয়ের জরিপ (Survey) পরিচালনা করা, ঋণের টাকা সময়মতো আদায় না হওয়ার কারণ নিরূপণ সম্পর্কে শিক্ষক তথ্য সংগ্রহ কাজের পরিকল্পনা তৈরি, মাঠে জরিপ পরিচালনা ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষার্থীদের সম্পাদিতব্য কাজ বাস্তব উদাহরণ দিয়ে উত্তমরূপে বুঝিয়ে দেবেন। নিচে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের করণীয় কাজের প্রধান প্রধান বিষয়গুলো উপস্থাপন করা হলো।

যে কোনো বিষয় শিখনে অনুসন্ধান পদ্ধতি

অনুসন্ধান পদ্ধতিতে শিক্ষাদানে শ্রেণিকক্ষের বাইরে বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরে অনুষ্ঠিত হয়। এসব কাজের উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীদের হাতে কলমে বাস্তব জীবনে কাজ করার অভিজ্ঞতাদানের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সম্বন্ধে ধারণা দেওয়া। তাছাড়া হাতে কলমে কাজ করার মাধ্যমে আনন্দ লাভের সুযোগ দেওয়া এবং অনুসন্ধান পদ্ধতিতে কাজ করার মাধ্যমে বিজ্ঞানমনস্ক করে তোলা। শ্রেণি কক্ষের বাইরে অথাৎ মাঠে অনুসন্ধান পরিচালনা করে বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করা।

যে কোনো বিষয় শিখন অনুসন্ধান কাজ

শ্রেণিকক্ষ বহির্ভূত বিষয় শিক্ষণে অনুসন্ধান কাজ একটি অন্যতম পদ্ধতি। সাধারণত বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে পর্যবেক্ষণ ও তথ্য দক্ষতা অর্জন এই পদ্ধতির বিশেষ উদ্দেশ্য। অনুসন্ধান কাজ সম্পন্ন করার জন্য শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কিছু সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা অনুসারে শিক্ষার্থীরা অনুসন্ধান কাজ চালিয়ে থাকে। এ অনুসন্ধান থেকে প্রাপ্ত তথ্য দিয়ে একটি প্রতিবেদন তৈরি করাও এ পদ্ধতির একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

বিষয় শিক্ষণে মাঠে অনুসন্ধান কাজ

বিদ্যালয় বহির্ভূত যে কোনো বিষয় শিক্ষণে একটি জনপ্রিয় পদ্ধতি হচ্ছে অনুসন্ধানের জন্য মাঠের কাজ। মাঠের কাজের মধ্যে শিক্ষার্থীদের শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি ছাড়াও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সম্বন্ধে ধারণা দেওয়া হয়। জীব জগত, উদ্ভিদ জগত, অর্থায়ন ও কৃষি ঋণ ইত্যাদি বিষয়ে ধারণা দেওয়ার জন্য মাঠের কাজ অত্যন্ত কার্যকর পদ্ধতি। মাঠের কাজে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও শিক্ষার্থীর মাধ্যমে তা বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর কি করণীয় তা শিখিয়ে দেওয়া।

মাঠের কাজের জন্য শিক্ষকের করণীয়

- কাজের প্রকৃতি নির্ধারণ
- পরিকল্পনা গ্রহণ
- উদ্দেশ্য নির্ধারণ
- শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্য বুঝিয়ে দেয়া
- উপকরণ, যথাযথ পোশাক, যন্ত্রপাতি সরবরাহ
- কাজের ধারা ব্যাখ্যাকরণ ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান
- প্রাথমিক পর্যায়ের কাজের পর অগ্রগতি নিয়ে শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা
- সম্ভাব্য সাবধানতা/ সর্তকতা বলে দেয়া
- কাজের সমাপ্তি ঘোষণা

মাঠের কাজে শিক্ষার্থীদের করণীয়

- একটি ডায়েরি সংগ্রহ
- কাজ ভালোভাবে বুঝে নেয়া
- দলীয় কাজ হলে সদস্যদের সাথে পরামর্শ করে কিভাবে কাজ সম্পাদিত হবে তা নির্ধারণ
- শারীরিক ও মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ
- কাজের জন্য প্রযোজনীয় সকল ধরনের সহায়ক সামগ্রী তালিকা অনুযায়ী সংগ্রহ বা প্রস্তুতকরণ
- বাস্তবে মাঠে কার্য সম্পাদন
- প্রয়োজনীয় উপাত্ত, তথ্য নমুনা সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ
- শিক্ষকের সাথে আলাপ আলোচনা
- কাজের সমাপ্তি ঘোষণা

বিশেষ করে ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং ব্যবহারিক কাজের উপায় হিসেবে অনুসন্ধান ও মাঠের কাজ পরিচালনা করা হয়। ফলে শিক্ষার্থীরা আনন্দের সাথে পাঠ গ্রহণ করতে পারে, যা শিখনকে অধিক স্থায়ী করে। মাঠের কাজের ফলে শিক্ষার্থীদের পরিমাপ, পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, উপাত্ত সংগ্রহ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রভৃতি দক্ষতা অর্জিত হয়।

অনুসন্ধানমূলক কাজের চূড়ান্তকরণ প্রক্রিয়া

প্রত্যেকটি অনুসন্ধানের জন্য একটি বিষয় বা সমস্যা নির্বাচন করতে হয়। এ পদ্ধতিতে যাবতীয় কার্যক্রম প্রধানত পাঁচটি পর্যায়ে পরিচালিত হয়। পর্যায়েগুলো হচ্ছে–

- সম্যসা/উদ্দেশ্য নির্ধারণ
- পরিকল্পনা প্রণয়ন
- তথ্য সংগ্রহ
- তথ্য বিশ্লেষণ
- প্রতিবেদন প্রণয়ন

সর্বপ্রথমে কার্যক্রমের সম্যসা চিহ্নিত করা বা উদ্দেশ্য নির্ধারণ করতে হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে সমগ্র কার্যক্রমের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হয়। উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য কী কী করতে হবে, কোনটি কিভাবে কী দিয়ে কখন করতে হবে এ সবই পরিকল্পনায় থাকে। তথ্য সংগ্রহ অনুসন্ধানমূলক কাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর। প্রাইমারি বা সেকেন্ডারি উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। সর্বশেষ শিক্ষার্থী সম্পূর্ণ অনুসন্ধানমূলক কাজের উপর একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে।

৭.৮ ডিজিটাল পদ্ধতি (Digital Method)

ধারণা

শিক্ষক যে উপায়ে শিক্ষার্থীদের সর্বাধুনিক তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে অধুনা পাঠদানকে প্রযুক্তি নির্ভর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান জগতের সাথে যোগাযোগ করিয়ে দেন তাকে ডিজিটাল পদ্ধতি বলা হয়। ডিজিটাল পদ্ধতিকে সমকালের শিক্ষাবিদগণের কেউ কেউ শিক্ষক কেন্দ্রিক পদ্ধতি আবার কেউ কেউ শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক পদ্ধতি বলে থাকেন। শিক্ষক কেন্দ্রিক পদ্ধতি যেমন– (১) বক্তৃতা পদ্ধতি (২) আলোচনা পদ্ধতি (৩) প্যানেল আলোচনা পদ্ধতি (৪) গোলটেবিল ইত্যাদি। অপরদিকে শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক পদ্ধতি আধুনিক শিক্ষাবিদগণ শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক পদ্ধতিকে অগ্রাধিকারদেন। যেমন– (১) দলীয় কাজ (২) জোড়ায় কাজ (৩) স্নো বোলিং (৪) এক্সপার্ট জিগসো (৫) মাইন্ড ম্যাপিং (৬) কনসেপ্ট ম্যাপিং (৭) ভূমিকাভিনয় ইত্যাদি।

ডিজিটাল পদ্ধতি ব্যবহার উপযোগী সাধারণ উপকরণ

শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরিণা তথ্য বর্ণনা, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন বস্তুগত সামগ্রী, বাস্তব ছবি, নকশা ইত্যাদিকে শিক্ষা উপকরণ বলা হয়। অন্যভাবে বলা যায়, শিক্ষাদান প্রক্রিয়াকে সজীব ও ফলপ্রসূ করে তোলার জন্য শিক্ষক তার পাঠদানের সময় এমন কতকগুলো সহায়ক মূর্ত উপকরণ ব্যবহার করেন যেগুলো শিক্ষার্থীর সকল ইন্দ্রীয় যেমন– চোখ, কান, নাক, ত্বক ইত্যাদিকে সক্রিয় করতে সক্ষম হয়। যেমন চেকের বিভিন্ন অংশ পাঠদানের সময় একটি চেক বাস্তবে শ্রেণীকক্ষে প্রদর্শন করা এবং তার বিভিন্ন অংশ আলাদা করে দেখানো যায়। এক্ষেত্রে চেকটি শিক্ষা উপকরণ হিসেবে কাজ করে।

ডিজিটাল বিষয় শিক্ষাদানে প্রয়োজনীয় হার্ডওয়্যার উপকরণ

- মাল্টিমিডিয়া সংবলিত কম্পিউটার - যাতে করে শিক্ষার্থীরা সিডি রম ব্যবহার করতে পারে।
- লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক - যাতে শিক্ষার্থীরা একজন আর একজনের সাথে তথ্যের আদান-প্রদান করতে পারে।
- ইন্টারনেট সংযোগ - যা ব্যবহার করে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করতে পারে।
- ই-মেইল - যাতে শিক্ষার্থীরা ই-মেল আদান-প্রদান করা শিখতে পারে।
- কালার প্রিন্টার - বিভিন্ন রকমের রঙিন ছবি যাতে তারা প্রিন্ট করতে পারে।
- স্ক্যানার - হাতে আঁকা ছবি বা অন্য কিছু যাতে তারা প্রিন্ট করতে পারে।
- ডিজিটাল স্থির এবং ভিডিও ক্যামেরা - শিক্ষার্থীরা যাতে প্রয়োজনীয় ছবি তুলেকম্পিউটারে নিতে পারে।
- মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর - শিক্ষার্থীরা যাতে তাদের তথ্য সুন্দরভাবে সকলের জন্য উপস্থাপন করতে পারে।

ডিজিটাল বিষয় শিক্ষাদানে প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার উপকরণ

- ডিকশনারি সফটওয়্যার থাকতে পারে যাতে করে শিক্ষার্থীরা কোন শব্দ খুঁজতে পারে।
- ওয়ার্ড প্রসেসিং সফটওয়্যার যেমন– মাইক্রোসফট ওয়ার্ড যাতে শিক্ষার্থীরা তাদের প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট সুন্দরভাবে তৈরি করতে পারে।
- গ্রাফিক্স সফটওয়্যার যেমন–এমএস পেইন্ট, এডবি ফটোসপ ইত্যাদি যাতে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন মত ছবি আঁকতে পারে।
- হাজার হাজার ছবি সংবলিত ক্লিপ-আর্ট প্রোগ্রাম কম্পিউটারে ইনস্টল করা থাকতে পারে যাতে শিক্ষার্থীরা তাদের ডকুমেন্ট লাগাতে পারে।
- ইন্টারনেট ব্রাউজার যেমন– ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার, নেটস্ক্যাপ নেভিগেটর ইত্যাদি যাতে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ওয়েব সাইট ব্রাউজ করতে পারে এবং তথ্য খুঁজে বের করতে পারে।
- বিভিন্ন রকমের টিউটোরিয়াল সিডি।
- ই-মেইল করার জন্য যেমন ইউডোরা সফটওয়্যার এবং মাইক্রোসফট আউটলুক সফটওয়্যার ।

মাল্টিমিডিয়া অথোরিং সফটওয়্যার

লেখচিত্র, বারচার্ট, পাইচার্ট ইত্যাদি তৈরি করার জন্য বিভিন্ন রকমের গ্রাফিক্স সফটওয়্যার। ছোট খাট ডাটাবেজ তৈরি করার জন্য যেমন– মাইক্রোসফট, ভিজুয়্যাল ফক্সপ্রো ইত্যাদি ডাটাবেজ সফটওয়্যার। বিভিন্ন রকামের গাণিতিক কাজের জন্য এবং স্প্রেডসীট এনালাইসিসের জন্য সফটওয়্যার যেমন– মাইক্রোসফট এক্সেল। বিভিন্ন কার্যপ্রণালী ড্রইং করার জন্য যেমন ভিডিও সফটওয়্যার। মাল্টিমিডিয়া প্রেজেন্টেশনের জন্য পাওয়ার পয়েন্ট সফটওয়্যার।

শিক্ষায় ICT'র বিভিন্ন পদ্ধতি

বর্তমানে শিক্ষার বিভিন্ন বিষয়ে ICT ব্যবহৃত হচ্ছে। এর জন্য দরকার সুষ্ঠু পরিকল্পনা এবং কার্যকরী দিক নির্দেশনা। সাধারণত তিনটি ক্ষেত্রে ICT ব্যবহার করে সুফল পাওয়া যাচ্ছে। এগুলোকে ICT ব্যবহারের তিনটি পদ্ধতি বলা যেতে পারে।

- কম্পিউটার সহায়ক শিক্ষক প্রশিক্ষণ (Computer Assisted Teacher Training- CATT)
- কম্পিউটার সহায়ক শিক্ষণ (Computer Assisted Teaching - CAT)
- কম্পিউটার সহায়ক শিখন (Computer Assisted Learning - CAL)

কম্পিউটার সহায়ক শিক্ষক প্রশিক্ষণ (Computer Assisted Teacher Training- CATT)

এ পদ্ধতিতে শিক্ষকদের জন্য ICT ব্যবহারের মাধ্যমে Pre-service Teacher Education এবং In-Service Professional Development Program এর ব্যবস্থা করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। Pre-service Teacher Education-এর মাধ্যমে যেমন ভবিষ্যতের জন্য ভালো শিক্ষক গড়ে তোলা সম্ভব তেমনি In-Service Professional Development Program-এর মাধ্যমে তাদের জ্ঞান ও দক্ষতার উন্নয়নের মাধ্যমে আরও অধিক কার্যকর শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া উদ্ভাবন সম্ভব। এখানে দুইভাবে ICT ব্যবহার করা যেতে পারে-

- প্রশিক্ষণের সময় শ্রেণীকক্ষে ICT ব্যবহারের মাধ্যমে তাঁদের পেশাগত উন্নয়ন এবং
- সিডি/ডিভিডি বা অন্য কোনো মাধ্যম ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও উপকরণ ব্যবহার করা যায়।

দ্বিতীয় পদ্ধতিতে যে শিক্ষকদের দূরত্ব বা সময়ের অভাবে গতানুগতিক প্রশিক্ষণে আনা সম্ভব হয় না কিংবা নতুন কোনো সংস্করণ বা পদ্ধতি প্রয়োগ করার পর যদি ঢালাওভাবে সকল শিক্ষকের প্রশিক্ষণের প্রয়োজন মনে না হয় সেক্ষেত্রে এটি বেশি কার্যকর হবে। কেননা শিক্ষকগণ তাদের প্রতিষ্ঠানে বসে বা যে কোনো স্থানেই যে কোনো সময়ে সিডি/ডিভিডির মাধ্যমে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারবেন।

কম্পিউটার সহায়ক শিক্ষণ (Computer Assisted Teaching - CAT)

এই পদ্ধতিতে শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে কিংবা ল্যাবরেটরিতে কম্পিউটারকে একটি Teaching- Learning Tool হিসেবে ব্যবহারের মাধ্যমে শিখনের পরিবেশ সৃষ্টি করবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সম্মুখে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুমে কম্পিউটারের মাধ্যমে কোনো বিষয়বস্তু আলোচনা করবেন, শিক্ষার্থীদের শিখন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ দিবেন। ক্ষেত্রবিশেষে কুইজ কিংবা অনুশীলনীর মাধ্যমে তাদের মূল্যায়ন করবেন। এটি হচ্ছে শিক্ষকের অভিজ্ঞতা এবং কম্পিউটারের সমন্বয়ে গঠিত একটি উদ্যোগ যা শিক্ষার্থীদের কার্যকরী শিখন নিশ্চিত করতে সহায়তা করবে। তবে এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের কম্পিউটার ব্যবহারের সুযোগ খুবই সীমিত।

কম্পিউটার সহায়ক শিখন (Computer Assisted Learning - CAL)

এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা সরাসরি ICT ব্যবহারের মাধ্যমে একা একা কিংবা দলীয়ভাবে শিখতে থাকবে। কম্পিউটার, মাল্টিমিডিয়া, ডিজিটাল কনটেন্ট ব্যবহার করে তাদের গতানুগতিক শিখন পদ্ধতির বাইরে নতুন ধারণা অর্জনের মাধ্যমে নতুন বিষয় শিখতে থাকবে। এ পদ্ধতিতে শ্রেণিকক্ষে, শ্রেণিকক্ষের বাইরে কম্পিউটার ল্যাবে, বাড়িতে কিংবা যে কোনো স্থানে (any time - anywhere) শেখার সুযোগ থাকছে। তাছাড়া ইন্টারনেট ব্যবহারের মাধ্যমে Learners` communities-এর সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে তার সময় ও গতি অনুযায়ী শিখতে থাকবে। এখানে শিক্ষার্থী নিজেই চালকের আসনে বসে আছে এবং তার পরিবেশ ও পরিস্থিতি প্রয়োজন অনুযায়ী সে শিখবে।

ডিজিটাল পদ্ধতির সুবিধা(Digital Method Advantages)

- ডিজিটাল পদ্ধতির সবচেয়ে বড় সুবিধা অল্প সময়ে অনেক বেশি শিখানো যায়।
- শিখনে শ্রেণির সকল শিক্ষার্থী পাঠে মনোযোগী থাকে ফলে শিখনের উদ্দেশ্য অর্জন সহজ হয়।
- শিখন- শিখানো কার্যক্রম পরিচালনায় ICT বহুল ব্যবহৃত টেকনিক্যাল যন্ত্রপাতির ব্যবহার করা হয় ফলে শিখনে শিক্ষার্থী পাঠে অধিক মনোযোগী থাকে।
- শিক্ষাদানে পাঠ সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় উপকরণ যেমন - মাল্টিমিডিয়া, কম্পিউটার, ইন্টারনেট, ই-মেইল, স্ক্যানার, ডিজিটাল স্থির ও ভিডিও ক্যামেরা উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
- প্রতিটি পাঠদানের পূর্বে শিক্ষক পাঠের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে যথাযথা প্রস্তুতি নিয়ে ক্লাস পরিচালনা করেন।
- যেহেতু ডিজিটাল পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের উপকরণ হিসেবে কম্পিউটারের মাধ্যমে পাঠদান করা হয় সেজন্য ছাত্র-শিক্ষক উভয়ে শিখনে আগ্রহী হয় এবং সক্রিয়ভাবে পাঠে অংশগ্রহণ করে।
- ডিজিটাল পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী হাতে কলমে শিক্ষালাভের সুযোগ পায় বিধায় শ্রেণি শৃঙ্খলা বজায় থাকে।

৭.৯ : ছদ্মশিক্ষণ, সতীর্থ শিক্ষণ ও সহযোগী শিক্ষণ

ছদ্মশিক্ষণের (Simulation) ধারণা

ছদ্মশিক্ষণের ইংরেজি প্রতিশব্দ (Simulation) শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এটি একটি কৌশল। পাঠদান অনুশীলনের জন্য বাস্তব শিক্ষার্থী ও বাস্তব শ্রেণিকক্ষের পরিবর্তে কৃত্রিম শিক্ষার্থী সংবলিত কৃত্রিম শ্রেণিকক্ষে কৃত্রিম পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে যখন পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় সে কৌশলের নাম ছদ্মশিক্ষণ অথবা সিমুলেশন। ছদ্মশিক্ষণ শব্দটি শিক্ষক প্রশিক্ষণের সংগে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শিক্ষক প্রশিক্ষণে যা তাত্ত্বিকভাবে শেখানোহয় তা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের জন্য টিচার্স ট্রেনিং কলেজগুলোতে যথেষ্ট সংখ্যক পরীক্ষণ-বিদ্যালয় না থাকায় এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে সব সময় সুযোগ না পাওয়ায় টিচার্স ট্রেনিং কলেজগুলো গতানুগতিক শ্রেণিকক্ষে সহ-প্রশিক্ষণার্থীদের মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থী সাজিয়ে একজন প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক পাঠদান করেন।

ছদ্মশিক্ষণ হলো-

- একটি বাস্তব পরিবেশে শিক্ষক যেভাবে শিক্ষণ শিখন কার্যক্রম পরিচালনা করেন ঠিক সেইভাবে একটি কৃত্রিম পরিবেশ সৃষ্টি করে কোনো বিষয়কে বাস্তব সম্মতভাবে শিখানোই হচ্ছে ছদ্মশিক্ষণ।
- অন্য কথায় বলা যায় ছদ্মশিক্ষণ একটি কাঠামোগত ক্রিয়া যা কোনো বাস্তব ঘটনাকে দুই বা ততোধিক অংশগ্রহণকারী অভিনয়ের মাধ্যমে উপস্থাপন করে। এতে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের পরিধি ও অভিজ্ঞতা ব্যাপকভাবে বিস্তৃতি লাভ করে এবং তাদের বাস্তবভিত্তিক সমস্যা চিহ্নিত ও সমাধানের দক্ষতা উন্নয়ন করা যায়।
- ছদ্মশিক্ষণ হলো শিক্ষাদানের একটি কৌশল যা পাঠের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কৃত্রিম সমস্যা বা বিষয় সৃষ্টি করে শিক্ষার্থীদের অভিনয় করতে দিয়ে তাদের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে বলা হয়।

ছদ্মশিক্ষণের প্রক্রিয়া

ছদ্মশিক্ষণ পদ্ধতিতে নিম্নোক্ত প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয়-

- ঘটনা বা সমস্যাটি বাস্তব ও উপস্থাপনযোগ্য করে তুলতে হয়। এজন্য প্রয়োজনীয় বিষয়ের রূপরেখা প্রণয়ন, অনুশীলন ও অবস্থা/ পরিবেশ সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকতে হয়।
- ব্যক্তি যে বিষয়ে অভিনয় করবেন সে বিষয়, চরিত্র, বিষয়বস্তু সম্পর্কে তার স্পষ্ট ধারণা থাকা জরুরি।
- আচরণ সম্পর্কে সচেতন থাকতে হয় এবং এক্ষেত্রে দর্শকের মতামত নেয়া যেতে পারে।
- ছদ্মশিক্ষণ কার্যকর করতে এটি ভিডিও ক্যামেরায় ধারণ করে দলীয় এবং একক ফলাবর্তন নেয়া যেতে পারে।

ছদ্মশিক্ষণ পদ্ধতির প্রয়োজনীয় কৌশল

ছদ্মশিক্ষণকে সফল করতে নিম্নোক্ত কৌশলগুলো ব্যবহার করা যেতে পারে-

- ছদ্মশিক্ষণের সময়সূচি পূর্বেই ঠিক করে নেয়া।
- যোগ্যতা অনুযায়ী পূর্বেই প্রার্থী নির্বাচন খুবই জরুরি। কারণ সে কোনো চরিত্রে অভিনয় করবে তা যোগ্যতা অনুসারে পূর্বেই নির্বাচন করতে হবে।
- দল ছোট রাখা প্রয়োজন।
- ছদ্মশিক্ষণ বাস্তবায়নে সৃজনশীলতা ও শিল্প নৈপুণ্যতা আবশ্যক।

ছদ্মশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

- ছদ্মশিক্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি, যা প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকের পেশাগত প্রশিক্ষণের জন্য খুবই প্রয়োজনীয়।
- ছদ্মশিক্ষণ কৌশলটি একটি গ্রুপে সম্পন্ন হয়। একটি গ্রুপেএকজন প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকের ভূমিকায় এবং অন্যান্য প্রশিক্ষণার্থীরা শিক্ষার্থী ও পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। ছদ্ম শিক্ষণের সমগ্র কার্যক্রমটি প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকদের ভূমিকা প্রত্যক্ষণ ও ভূমিকাভিনয়ের একটি প্রশিক্ষণ হিসেবে পরিগণিত হয়।
- পর্যবেক্ষক দল প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকের সবল ও দুর্বল দিক রেকর্ড করেন এবং শ্রেণীকক্ষে প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকের কাছে তা বিভিন্ন উপায়ে ব্যক্ত করেন, যাতে তাঁর কার্যক্রম সম্পর্কে সঠিক ফলাবর্তন লাভ করা যায়।
- ছদ্মশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষণের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দিকের সমন্বয় হওয়াতে প্রশিক্ষণার্থীর শিক্ষণ দক্ষতার উৎকর্ষ সাধন বা উন্নয়ন ঘটানো যায়।
- ছদ্মশিক্ষণের অর্থ অনুরূপ অনুশীলন। তাই একে ভূমিকাভিনয় পদ্ধতি হিসেবেও আখ্যায়িত করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক শুধুমাত্র শিক্ষকের ভূমিকা পালন ছাড়াও অন্য সময়ে পর্যবেক্ষক কিংবা শিক্ষার্থীর ভূমিকাতেও থাকেন। এজন্য ছদ্মশিক্ষণের অনুশীলন পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে শিক্ষকের জন্য অত্যন্ত সহায়ক।

শিক্ষণ পদ্ধতি ও কলাকৌশল আয়ত্তকরণে ছদ্মশিক্ষণ কৌশল ব্যবহারের উপায়

প্রশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষণার্থীগণ ছদ্মশিক্ষণ কার্যক্রমে নিম্নরূপ কার্যাবলি সম্পাদন করবেন-

- বাস্তব অবস্থার কাছাকাছি একটি কৃত্রিম অবস্থা বা পরিবেশ তৈরি করবেন।
- কৃত্রিম পরিবেশকে শ্রেণীকক্ষের মডেল হিসেবে বিবেচনা করবেন।
- একজন প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন, যথাযথভাবে পাঠের পরিকল্পনা করবেন এবং অনুমোদিত পাঠ পরিকল্পনা অনুযায়ী পাঠদান করবেন।
- পাঠদানকালে সহপাঠী প্রশিক্ষণার্থীদের সংশ্লিষ্ট শ্রেণীর শিক্ষার্থী ভাবতে হবে।

- শিক্ষক প্রশিক্ষক/ প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ মূল্যায়ন ছক (Evaluation Check List)-এর মাধ্যমে শিক্ষণ শিখন কাজটি মূল্যায়ন করবেন।
- অন্য সকলে প্রশিক্ষণার্থীরূপে শ্রেণীকক্ষ পরিবেশ সৃষ্টি করবে।
- একই প্রক্রিয়ায় প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকদের পাঠদান মূল্যায়ন করতে পারেন।
- প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকের পাঠদান শেষে মূল্যায়ন ছক অনুযায়ী পর্যবেক্ষক প্রশিক্ষক এবং প্রশিক্ষণার্থীগণ গঠনমূলক সমালোচনার মাধ্যমে পাঠদান মূল্যায়ন করবেন এবং
- দক্ষতা উন্নয়নে স্যান্ডউইচ ফিডব্যাক দানের মাধ্যমে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবেন।
- অধিবেশন শেষে সবার মূল্যায়ন ছকসহ দলগত আলোচনার মাধ্যমে নিজেদের সবল দুর্বল দিকসমূহ চিহ্নিত করতে পারবে।
- মূল্যায়ন ছকের ক্ষেত্রে ৩/৫/৭ পয়েন্টের ছক তৈরি করা যেতে পারে।

ছদ্মশিক্ষণের সুবিধাসমূহ

- বিষয়টি অনেক দিন পর্যন্ত মনে থাকে।
- ছদ্মশিক্ষণ বেশ উপভোগ্য।
- ছদ্মশিক্ষণ উপলব্ধি করার ক্ষমতা বাড়ায়।
- ছদ্মশিক্ষণ ঝুঁকির প্রবণতা কমায়।

ছদ্মশিক্ষণের অসুবিধাসমূহ

- ছদ্মশিক্ষণ কৃত্রিম বিধায় বিষয়বস্তুকে বাস্তবসম্মত করে উপস্থাপন করা অত্যন্ত জটিল।
- ছদ্মশিক্ষণ সবসময় পরিপূর্ণভাবে উপস্থাপন করা সম্ভব হয় না।
- ছদ্মশিক্ষণ ঝুঁকি থেকে যায়, কেননা পরিবেশ অনুকূল না হলে উদ্দেশ্য ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

সতীর্থ শিখন

সতীর্থ শিখন : সতীর্থ শিখন বলতে একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে এক বা একাধিক শিক্ষার্থী কর্তৃক অন্যান্য শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানকে বোঝায়। অর্থাৎ একই শ্রেণির একটি বৈশিষ্ট্যের কিংবা সমযোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের দ্বারা পারস্পারিক আলাপ আলোচনা ও মতবিনিময়ের মাধ্যমে অথবা যৌথ কার্যকলাপের ভিত্তিতে শিক্ষাদান এবং শিক্ষা গ্রহণের প্রক্রিয়াকে সতীর্থ শিখন বলে। সতীর্থের মাধ্যমে সবল শিক্ষার্থীর সহযোগিতায় শ্রেণিকক্ষে দুর্বল শিক্ষার্থীর শিখন পরিচালিত হয়। একটা নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুতে বিভিন্নভাবে হতে পারে। যেমন জোড়ায় একজন সবল শিক্ষার্থী কর্তৃক একজন দুর্বল শিক্ষার্থীর শিখন পরিচালিত হয়। একটা নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুতে বিভিন্নভাবে হতে পারে। যেমন জোড়ায় একজন সবল শিক্ষার্থী কর্তৃক একজন দুর্বল শিক্ষার্থীর শিখন, সেমিনার ও টিউটোরিয়াল এ শিক্ষার্থীদের আনুষ্ঠানিক উপস্থাপনা, শিক্ষার্থীদের কার্যক্রম যা অন্য শিক্ষার্থীদের সহায়তা করে এটা হতে পারে ক্ষুদ্র দলে কাজ করার সময় বা শ্রেণির কার্যক্রমের বাইরে অনানুষ্ঠানিকভাবে বন্ধুদের দ্বারা শিখন এর মাধ্যমে। সতীর্থ শিখনকে নানা নামে অভিহিত করা হয়। যেমন–

সতীর্থ পড়ানো (Peer Tutoring), জোড়ায় পঠন (Paired Reading),শিক্ষার্থীদের সাক্ষরতা প্রশিক্ষক (Student Literacy Coaches),সহযোগিতামূলক শিখন (Cooperative Learning), বিভিন্ন বয়সের টিউটরিং (Cross Age Tutoring), ক্ষুদ্র শিখন দল (Small Learning Groups) ইত্যাদি।

- "Peer teaching involves students learning from and with each other in ways which are mutually beneficial and involve sharing knowledge, ideas and experience between participants. The emphasis is on the learning process, including the emotional support that learners offer each other, as much as the learning itself".
- পাঠের আকর্ষণীয় উপস্থাপন, শিক্ষকের সুন্দর বাচনভঙ্গি, উপকরণের সার্থক ব্যবহার, বিষয়ের অভিনবত্ব, শিক্ষকের বন্ধুসুলভ ব্যবহার, শিক্ষকের কাছ থেকে প্রাপ্ত প্রশংসা, শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ, শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব শিক্ষার্থীদের পাঠে আগ্রহী করে তোলে।
- সতীর্থ শিখনের মাধ্যমে অজানা বিষয় সম্পর্কে সকলে পরিপূর্ণ ধারণা পেতে পারে। নেতৃত্বের গুণাবলি বিকাশ হয়। বিষয়ের উপস্থাপন আকর্ষণীয় করা যায়। সকলের অংশগ্রহণের সুযোগসৃষ্টি হয়। শিক্ষার্থীরা আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে। বন্ধুত্বের সম্পর্ক বিকশিত হয়। উপস্থাপনের জড়তা হ্রাস পায়। পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও সমস্যা সম্পর্কে শিক্ষক বিশেষভাবে মনোযোগী হন। সতীর্থদের সাহায্যে কোনো কঠিন বিষয়ে আলোচনার মাধ্যমে সহজ সমাধান পাওয়া যায়।
- মিশ্র যোগ্যতার ক্ষেত্রে একজন পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থী অপরে সহায়তায় সহজে একটি বিষয় আয়ত্ত করে আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে, এর ফলে শ্রেণি পাঠদান কার্যক্রমটি সকল শিক্ষার্থীরজন্য একইভাবে ফলপ্রসূ হয়। শিক্ষার্থীর অজানা প্রশ্নটি বন্ধুদের কাছ থেকে সহজে জানা সম্ভব। লাজুক ও পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের বন্ধু সহায়তা পাঠের সাথে সম্পৃক্ত করলে শিক্ষার্থীর মন থেকে অহেতুক ভয় দূর ও শ্রেণিকক্ষে কাজে সক্রিয় হতে পারে।
- সতীর্থ শিখন পদ্ধতিতে পাঠদানের ক্ষেত্রে শিক্ষক বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব রাখবেন। শিক্ষক সহায়ক ভূমিকা পালন করে প্রয়োজনীয় উৎসাহ প্রদান করে থাকেন। দলগত কাজের পরিবেশ সৃষ্টিকরে দেন। সকলের প্রতি সহাগ দৃষ্টি রাখেন। সকলকে সমানভাবে সক্রিয় রাখার চেষ্টা করেন। দুর্বল শিক্ষার্থীর প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ দিয়ে থাকেন।

সতীর্থ শিখন কালের সুবিধা ও অসুবিধা

সুবিধা	অসুবিধা
সতীর্থদের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি পায়।	শিক্ষার্থীদের উপর ব্যক্তিগতভাবে অধিক চাপ পড়ে।
আলোচনার মাধ্যমে বিষয়বস্তু অধিক স্পষ্ট ও বোধগম্য হয়।	অধিক সময় প্রয়োজন।
লাজুক বা দুর্বল তথা পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের শ্রেণিপাঠদান কার্যক্রমে অধিক সক্রিয় হয়।	বিষয়বস্তুর উপর শিক্ষার্থীদের অনাগ্রহ থাকলে সতীর্থ শিখনপদ্ধতি কার্যকর হয় না।
একটা নির্দিষ্ট পরিসরের একাধিক ব্যক্তির সাথে কাজ করা যায়।	সকল শিক্ষার্থীই ভালো শিক্ষক হবেন না।

সুবিধা	অসুবিধা
যোগাযোগের দক্ষতাসমূহ শক্তিশালী হয়।	শিক্ষার্থীদের সতীর্থ নির্বাচন অনেক ক্ষেত্রে সমস্যা হয় বা অসমতা দেখা দেয়।
দলে কাজ কীভাবে করতে হয় তা শিক্ষার্থীরা শিখতে পারে।	সব সময় সব সতীর্থ কর্তৃক যে শিখন প্রদান করা হয়, তা মানসম্মত নাও হতে পারে।
শ্রেণীকক্ষের শিখন-শেখানো পরিবেশ উন্নত হয়।	দলীয় কাজের সময় শিক্ষার্থীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব হতে পারে।

সতীর্থ শিখন প্রক্রিয়াকে উন্নত করার কৌশল

- এই পদ্ধতি ব্যবহারের জন্য শিক্ষককে অবশ্যই দক্ষ হতে হবে।
- দলীয়ভাবে কাজের দক্ষতা সকলের মধ্যে সমভাবে অর্জিত হয়, এটা মনে করা ঠিক হবে না। তবে দলে কিছু সদস্য থাকতে পারে যাদের মধ্যে ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। সে বষয়ে শিক্ষককে লক্ষ্য রাখতে হবে।
- দল গঠনের সময় শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করতে হবে। যখন দলসমূহ একত্রে দলের প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করতে বসবে তখন তারা দলের কাজের বিভিন্ন পর্যায়ের মিথষ্ক্রিয়া সম্পর্কে সচেতন থাকবে যাতে দ্বন্দ্ব নিরসনের উপায় ও গুরুত্ব বুঝতে সহজ হয়।
- দলের সদস্য সংখ্যা যথাসম্ভব ছোট রাখতে হবে যাতে দলের সকল সদস্যের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ সম্ভব হয়।
- শিক্ষক কর্তৃক নির্দেশিত হয়ে সতীর্থদের দ্বারা আত্মমূল্যায়নের উপর জোর প্রদান করতে হবে।
- কোনো দ্বন্দ্ব উদ্ভূত হলে শিক্ষক সাথে সাথে তা নিরসনের প্রয়াস নিবেন।
- সতীর্থ শিখন পদ্ধতি ও শ্রেণিকক্ষে অনুশীলনের মধ্যে একটি স্বচ্ছ যোগসূত্র তৈরি করতে হবে।
- পাঠদানের মোট সময় থেকে দলীয় আলোচনার একটি সময় নির্ধারণ অত্যন্তগুরুত্বপূর্ণ বিধায় এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।

সহযোগিতামূলক শিক্ষণের ধারণা

সমকালীন শিক্ষাবিদগণ শিক্ষার সকল বিষয়ের শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষাদানে শিক্ষার্থী বা শিক্ষক শিক্ষার্থী পারস্পারিক আলোচনা যুক্তিতর্ক ও সহযোগিতার মাধ্যমে শিখন বিষয়কে অধিক মনোযোগী করে তোলার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সহযোগিতামূলক শিক্ষণের সব চেয়ে বড় সুবিধা হলো শিক্ষার্থীরা নিজেদের মধ্যে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে সমস্যা সমাধান করতে পারে। ফলে শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস, কর্মস্পৃহা, চিন্তন ক্ষমতা ও দক্ষতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। এতে করে শিক্ষার্থীর মধ্যে কর্ম সম্পাদনে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার/ প্রয়োগের দক্ষতা বাড়ে। এপাঠে শিক্ষার্থীরা সহযোগিতামূলক শিক্ষণের মাধ্যমে অর্থের সময়মূল্য, মুদ্রা, ব্যাংক ও ব্যাংকিং, শেয়ার, বন্ড ও ডিবেঞ্চার ইত্যাদি শিক্ষণে ও শিক্ষা দানে ব্যবহার করতে পারবে।

সহযোগী শিক্ষণ

সহযোগী শিক্ষণ হলো কোনো সমস্যা সমাধানের জন্য শিক্ষার্থীদের দলীয়ভাবে পারস্পরিক আলোচনা, নির্ভরতা এবং বিভিন্ন কর্মতৎপরতার মাধ্যমে সমস্যাটি সমাধানে সচেষ্ট হওয়া। কোনো শিক্ষার্থী শুধুমাত্র নিজে শিখলেই চলবে না বরং দলের অন্যরা শিখল কিনা সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে এবং নিশ্চিত হতে হবে। দলের সকল সদস্যই তাদের সামর্থ মত অবদান রাখবে। সকলে সকলের কাজের মূল্যায়ন করবে। পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও আস্থা থাকবে এবং নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছুতে বা সমস্যা সমাধানে একমত হবে। শিক্ষক এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন।

সহযোগী শিক্ষণের সুবিধা

- সহযোগী শিক্ষণ একটি সমকালীন শিক্ষাদান কৌশল।
- সহযোগী শিক্ষণ কৌশল অধুনা বিশ্বের উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে শিখন শেখানোতে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।
- সহযোগীদের মাধ্যমে শিক্ষালাভ সহজ হয় কারণ নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে শেখা যায়বলে সহযোগীদের মধ্যে কোনো জড়তা থাকে না।
- সহযোগী শিক্ষণে উপস্থাপন খোলামেলা হয় এবং নিজেদের দুর্বলতা দূরীকরণ সহায়ক হয়।
- নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করে শিখে বিধায় যুক্তি উপস্থাপনের কারণপ্রকাশকরতে পারে।
- সহযোগী শিক্ষণ আন্তরিক পরিবেশে দলীয়ভাবে সংগঠিত হয় বলে মুখস্থ করতে হয় না।

৭.১০ প্রশ্ন-উত্তর পদ্ধতি (Question Answer Method)

শিক্ষাদান পদ্ধতির ধারণা

যে প্রক্রিয়ায় শিক্ষক শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দেন তাই শিক্ষাদান পদ্ধতি। আধুনিক শিক্ষাবিদদের মতে শিক্ষাদান কোনো একক প্রক্রিয়া নয়। এটি যৌথ কর্ম। শিক্ষাপদ্ধতির কাজ হবে শিক্ষার বিষয়বস্তু এমনভাবে উপস্থাপন করা যাতে শিক্ষার্থী সাবলীলভাবে তা গ্রহণ ও আয়ত্ত করতে পারে। শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে একজন শিক্ষকের কাজ হচ্ছে যথাযথ নির্দেশনা। এক সময় শিক্ষার্থীর কাছে বিরামহীনভাবে শিক্ষক বিষয়বস্তু আবৃত্তি করতেন, শিক্ষার্থী শুনতেন, পুনরাবৃত্ত করতেন, এটাই ছিল শিক্ষাদান এবং গ্রহণ পদ্ধতি। ইদানীং শিক্ষাদানের বিবিধ পদ্ধতি বা কৌশল উদ্ভাবিত হয়েছে যার মূল কথা হলো শিক্ষক হবেন সাহায্যকারী বা নির্দেশক শিক্ষাদান পদ্ধতির কাজ হচ্ছে শিক্ষার্থীর ও শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে আকাঙ্ক্ষিত বন্ধন অক্ষুণ্ন রাখা। শিক্ষাদান পদ্ধতির যথাযথ প্রয়োগ ছাড়া শিক্ষাদান কার্যক্রমে কৃতকার্য হওয়া সম্ভব নয়। শিক্ষার্থীর মানসিক অবস্থা, পারঙ্গমতা, এবং সেই সাথে পাঠদানের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা শিক্ষাদান পদ্ধতির উল্লেখযোগ্য বিষয়।

প্রশ্ন-উত্তর পদ্ধতি কী?

প্রশ্ন-উত্তর পদ্ধতি (Question - Answer Method) শ্রেণিকক্ষে পাঠের সুষ্ঠু উপস্থাপন করে স্বল্প আয়াসে যে সকল পদ্ধতি ব্যবহার করা যায়, প্রশ্ন - উত্তর পদ্ধতি তাদের অন্যতম। এই পদ্ধতিতেআলোচ্য পাঠকে কেন্দ্র করে কতকগুলো ছোট প্রশ্নের মাধ্যমে মূল বক্তব্য শিক্ষার্থীদের কাছে উপস্থাপন করা হয়। দৈনন্দিন পাঠের সুষ্ঠু উপস্থাপনের জন্য আমরা কোনো খরচ না করে যে সকল পদ্ধতি কাজে লাগানোর চেষ্টা করি প্রশ্ন-উত্তর পদ্ধতি তাদের মধ্যে একটা বিশিষ্ট আসন দখল করে আছে। প্রশ্ন-উত্তর পদ্ধতি এমন একটা পদ্ধতি যে পদ্ধতি বাস্তবায়নের জন্য আলোচ্য পাঠকে কেন্দ্র করে কতকগুলো ছোট ছোট প্রশ্নের মাধ্যমে মূল বক্তব্যকে শিক্ষার্থীদের কাছে উপস্থাপনের প্রচেষ্টা নেয়া হয়। এই পদ্ধতির সবচেয়ে বড় মূল্য হচ্ছে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীগণের মূল বক্তব্য হতে বিচ্যুত হওয়ার সুযোগ অত্যন্ত কম। কারণ প্রতিটি প্রশ্ন মূল বক্তব্যকে পরিস্ফুট করার লক্ষ্যেই রচিত হয়ে থাকে।

প্রশ্নের শ্রেণিবিভাগ

প্রশ্ন নানা ধরনের হয়ে থাকে কিন্তু প্রশ্ন উত্তর পদ্ধতিতে প্রশ্ন প্রধানত চার প্রকার হয়ে থাকে। যেমন–

- **জ্ঞান পরিমাপক প্রশ্ন (Knowlegde Measuring Question)**- যেসব প্রশ্ন প্রয়োগের মাধ্যমে প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দের অর্জিত জ্ঞান পরিমাপ করা সম্ভব হয় তাকে জ্ঞান পরিমাপক প্রশ্ন বলে। পাঠের শুরুতে এসব প্রশ্ন করা হয় যেমন– মুদ্রা কত প্রকার ও কী কী?
- **শিখন দক্ষতা পরিমাপক প্রশ্ন (Learning Ability Measuring Question)**-এ ধরনের প্রশ্নের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীরা পঠিত বিষয় সম্মন্ধে জ্ঞান, দক্ষতা ও প্রয়োগশীলতা কতটা আয়ত্ত করতে পেরেছে তা পরিমাপ করা। পরের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে এ জাতীয় প্রশ্ন করা হয়। শিখন দক্ষতা পরিমাপক প্রশ্নের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীদের চিন্তাভাবনা ও কোন পরিস্থিতিতে কোন সিদ্ধান্ত প্রয়োগ করতে হবে সনাক্ত করতে পারবে।
- **চিন্তা উদ্রেকমূলক প্রশ্ন (Thought Provoking Question)**- এ জাতীয় প্রশ্ন সরাসরি উত্তর না দিয়ে কিছুক্ষণ প্রশ্নের কেন্দ্রীয় বিষয় সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে সিদ্ধান্ত নিয়ে উত্তর দিতে হয় এবং উত্তর সম্বন্ধে কিছু যুক্তি ও তৎসঙ্গে প্রদান করতে হয়। চিন্তা উদ্রেকমূলক প্রশ্ন করার সময় মুক্তপ্রশ্ন (Open Question) কেন্দ্রচ্যুতি (Divergent Question) মূল্যায়ন সম্বন্ধীয় প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত থাকে।
- **অনুসন্ধানমূলক (Probing Question)-** অনুসন্ধানমূলক প্রশ্নে উত্তর সম্পর্কে আরও গভীরে গিয়ে বিষয় সম্বন্ধে স্বচ্ছ স্পষ্ট ও পরিষ্কার ধারণা লাভ করার জন্য যে প্রশ্ন করা হয় তাকে অনুসন্ধানমূলক প্রশ্ন বলে।
- **শাসনমূলক প্রশ্ন (Discretionary Question)**-এ জাতীয় প্রশ্নের মাধ্যমে শ্রেণির শৃঙ্খলা রক্ষা করা হয়। কোনো শিক্ষার্থী পাঠে অমনোযোগী দেখলে তাকে শাসন করার ক্ষেত্রেএ ধরনের প্রশ্ন করা হয়। প্রশ্ন-উত্তর পদ্ধতি- এ ধরনের প্রশ্নের মাধ্যমেপাঠদান করা হয়।

প্রশ্ন-উত্তর পদ্ধতিতে পাঠ উপস্থাপনের নমুনা (সংক্ষিপ্ত)

বিষয়- মালিকানাভিত্তিক ব্যাংকের শ্রেণিবিভাগ

প্রশিক্ষকের জন্য নির্দেশনা

এ পাঠের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে উত্তমরূপে অবহিত হয়ে ও যথাযথ প্রস্তুতি নিয়ে পাঠ শুরু করুন। পাঠের প্রয়োজন অনুসারে দরকারি শিক্ষা উপকরণ সংগ্রহ করে নিন ও পাঠে ব্যবহার করুন। প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দকে সালাম জানিয়ে এবং তাদের কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করুন। তাদের একজন বা দুজনকে তাদের টাকা পয়সা কোথায় নিরাপদে রাখেন জিজ্ঞেসকরুন? এভাবে পাঠ সূচনা করে প্রশ্ন উত্তরের সাহায্যে পাঠ উপস্থাপন করুন। প্রশিক্ষণার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে পাঠটি এগিয়ে নিতে চেষ্টা করুন।

উপকরণ : একটি কর্মব্যস্ত ব্যাংকের ছবি।

প্রশিক্ষক : শফিক ছবিতে কী দেখতে পাচ্ছেন?

শফিক : একটি কর্মব্যস্ত ব্যাংকের ছবি।

প্রশিক্ষক : আপনি ঠিকই বলেছেন, এবার আলী বলুন তো মালিকানার ভিক্তিতে ব্যাংক কত প্রকার?

আলী : স্যার মালিকানার ভিক্তিতে ব্যাংক কত প্রকার আমার জানা নাই।

প্রশিক্ষক : শ্রেণির কে মালিকানার ভিক্তিতে ব্যাংকের শ্রেণিবিভাগ বলতে পারবে?

শ্রেণির কয়েক জনের উত্তর শোনার পর প্রশিক্ষক ব্যাংকের শ্রেণিবিভাগের একটি চার্ট শ্রেণির সামনে ঝুলিয়ে প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দকে পড়তে বলেন। চার্ট পড়ে জানতে পারলাম মালিকানার ভিত্তিতে ব্যাংক ছয় প্রকার।

প্রশিক্ষক : কারিশমা ছয় প্রকার ব্যাংকের নাম বলেন

কারিশমা : (১) সরকারি ব্যাংক
(২) বেসরকারি ব্যাংক
(৩) যৌথ মালিকানা ব্যাংক
(৪) স্বশাসিত ব্যাংক
(৫) বিশেষায়িত ব্যাংক
(৬) বিদেশি ব্যাংক।

প্রশিক্ষক : কাশেম বলুন তো সরকারি ব্যাংক বলতে কী বোঝায়?

কাশেম : সরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এবং সরকারি অর্থে ব্যাংকের তহবিল

সংগৃহিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত ব্যাংকেই সরকারি ব্যাংক বলা হয়। যেমন সোনালী ব্যাংক।

প্রশ্ন-উত্তর পদ্ধতি পাঠ উপস্থাপনের বাস্তব ধারণা দেওয়ার জন্য আংশিক পাঠটি উপস্থাপন করা হলো

অবশিষ্ট অংশ আপনারা সম্পন্ন করুন।

প্রশ্ন-উত্তর পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য

- প্রশ্নের ভাষা হবে সহজ সরল
- নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যকে ভিত্তি করে প্রশ্ন প্রণয়ন ..... করতে হবে।
- উত্তম প্রশ্ন পরীক্ষার্থীকে সঠিক উত্তর সম্বন্ধে চিন্তা, উত্তরের পরিসর কতটুকু হবে তা বুঝতে সহায়তা করে।
- প্রশ্ন পরীক্ষার্থীর ধারণ ক্ষমতা ও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে লিখা সমাপ্ত করার উপযোগী হবে।
- একেক প্রশ্ন একেক ধরনের হবে, যেমন কোনটি জ্ঞান সম্পর্কিত, কোনটি অনুধাবন
- বিষয়ক, কোনটি ব্যাখ্যামূলক এবং কোনটি প্রয়োগ বিষয়ক ও কোনটি তুলনামূলক ইত্যাদি

সুবিধাসমূহ

- প্রশ্ন-উত্তর পদ্ধতির ব্যবহারের কোনো অর্থনৈতিক সমস্যা নেই। অত্যন্ত সাবলীলতার সঙ্গে কোনো খরচ না করেই এই পদ্ধতি কাজে লাগানো সম্ভব। দামী শিক্ষাপোকরণ ছাড়াই এই পদ্ধতি শ্রেণীকক্ষে প্রাণের সঞ্চার করতে পারে।
- শ্রেণীকক্ষের বিরাজমান পরিস্থিতি প্রশ্ন-উত্তর পদ্ধতির কার্যকারিতার সাক্ষ্য বহন করে। শিক্ষক মহোদয় যেভাবে প্রশ্নাদি শিক্ষার্থীদের কাছে উপস্থাপন করেন এবং শিক্ষার্থীগণ যেভাবে প্রশ্ন-উত্তরে জটিল বিষয়াদি পরিষ্কার করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করে তাতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীগণের সর্বদাই মানসিক প্রস্তুতি রাখতে হয়। কারণ মানসিক শৈথিল্য গোটা শিক্ষাদান পরিস্থিতিকে অবজ্ঞার বস্তুতে পরিণত করতে পারে।
- শিক্ষার্থীগণ প্রশ্ন-উত্তর পদ্ধতির মাধ্যমে তাদের শিক্ষক মহোদয়ের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদানে একটা বিরাট সুযোগ পেয়ে থাকে। কারণ পাঠ্য-বিষয়ের যে অংশ তাদের কাজে জটিল বলেমনে হয় তার উপর প্রশ্ন করে শিক্ষকের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য জেনে নিতে পারে।
- প্রশ্ন-উত্তর পদ্ধতি শিক্ষার্থীর বুদ্ধির দরজা আগলা বা মুক্ত করার ব্যাপারে অনেক সাহায্য করতে পারে।প্রশ্ন করার সঙ্গে তাদের চিন্তা করতে হয় কিভাবে উত্তর করলে উত্তরটা ফলদায়ক হতেপারে। এই তাৎক্ষণিক চিন্তা তাদের বুদ্ধিমত্তাকে আরও তীক্ষ্ণ করে।

অসুবিধাসমূহ

উপরে বর্ণিত গুণাগুণ থাকা সত্ত্বেও প্রশ্ন-উত্তর পদ্ধতির ব্যবহারে কতিপয় অসুবিধা আছে এবং এই অসুবিধাসমূহ নিম্নরূপভাবে বর্ণিত হতে পারে-

- প্রশ্ন-উত্তর পদ্ধতির সবচেয়ে বড় অসুবিধা ধারাবাহিকতা রক্ষা করে বিষয়বস্তুর সঠিক উপস্থাপন। প্রশ্নমালা যদি ধারাবাহিকতা রক্ষা করে রচিত ও উপস্থাপিত না হয় তবে প্রশ্ন-উত্তর পদ্ধতির মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। কারণ, বিষয়বস্তুর এলোমেলো উপস্থাপন শিক্ষার্থীর মনের পাতায় কোনো চিরস্থায়ী দাগ কাটতে পারে না।

- প্রশ্ন সংগঠন ও উপস্থাপনে সূক্ষ্ম চিন্তার অভাব দেখা দিলে মূলবিষয় হতে অনেক দূরে যাওয়ার সম্ভাবনা খুব প্রবল। প্রশ্নের ঠিক উপস্থাপনের অভাবে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মাঝে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হতে পারে এবং মূল প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে অনেক অবান্তর বিষয়ের আলোচনায় অনেক সময় নষ্ট হতে পারে। ফলে শিক্ষক মহোদয়ের আন্তরিকতা থাকা সত্ত্বেও তার নির্ধারিত সময়ের মধ্যেমূল বিষয়বস্তুর উপস্থাপন সম্ভব হয়ে ওঠে না কারণ শিক্ষার্থীর প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়।
- প্রশ্ন-উত্তর পদ্ধতি আরোপ করে শিক্ষার বিষয়বস্তু উপস্থাপনে অনেক সময় লেগে যাওয়ার সম্ভবনা থাকে। অনেক শ্রেণীকক্ষে উপস্থাপিত প্রশ্নাবলি শিক্ষার্থীগণের অপারগতার স্তর বিবেচনাধীনে না এনেই রচিত হয়, যার ফলে শিক্ষার্থীদের সাড়া না থাকায় শিক্ষক মহোদয়কে দ্বিতীয়বার চিন্তা করে প্রশ্নাবলির দুর্বল অংশকে যথাযথভাবে পুনর্বিন্যাস করতে হয়।

উপরোক্ত দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও আমাদের মতো স্বল্পোন্নত দেশে শিক্ষক মহোদয়গণ প্রশ্ন উত্তর পদ্ধতির সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করে থাকেন। শিক্ষক মহোদয়গণ যদি খোলা মন নিয়ে প্রশ্ন-উত্তর পদ্ধতির সঠিক উপস্থাপনের মাধ্যমে শ্রেণী-শিক্ষার উন্নতি সাধন করতে চান, তবে শিক্ষাদান ক্ষেত্রে মঙ্গলের দরজা আরও প্রশস্ত হবে।

৭.১১ একক কাজ, জোড়ায় কাজ, দলীয় কাজ ও ভূমিকাভিনয়

যে কোনো শিখনে শিক্ষার্থীর সম্পূর্ণ মনোযোগ অপরিহার্য। শ্রেণি শিখন কাজে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর শিখন যেমন প্রয়োজন তেমনি অর্জিত সকল অভিজ্ঞতার সমন্বয়ও দরকার। শিখনের ফলে একটি কাজ ও তার ফল পরিপূর্ণতালাভ করে। এ উদ্দেশ্যে শ্রেণি শিক্ষণে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানের কলা-কৌশল ও অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরি করে দিবেন। শিক্ষাদানের চারটি শিখন-শিখানোর কৌশল সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

একক কাজ

এ ধরনের কাজে শিক্ষার্থী নিজেই সব কাজ করে, ফলে কাজের সব অংশে তার ব্যক্তিত্বের সম্পূর্ণ প্রকাশ ঘটার সুযোগ থাকে। অন্য কথায় বলা যায় একক কাজ হলো– কোন কাজ যখন শিক্ষার্থী একাই সম্পন্ন করে এবং কাজটির ফলাফলে তার একার মতামত প্রতিফলিত হয় তখন সেই কাজকে একক কাজ বলে। শিক্ষার্থী যখন কোনো কাজে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিবেদিত করে অর্থাৎ একাগ্র চিত্তে কোনো কাজ সম্পন্ন করে তখন সে কাজটির প্রতিটি পদক্ষেপে নিজস্ব সত্তার অংশগ্রহণ করায়। সুতরাং একক কাজও অংশগ্রহণমূলক কাজ।

একক কাজের নির্দেশনা

- কর্মপত্রের নির্দেশাবলি ভালোভাবে পড়বেন।
- চিন্তা করে উত্তর লিখবেন।
- অন্যের সহযোগিতা নেবেন না।
- নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করবেন।
- বুঝতে অসুবিধা হলে প্রশিক্ষকের সহযোগিতা নেবেন ইত্যাদি।

জোড়ায় কাজ বা দ্বৈত কাজ

২ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে মিথষ্ক্রিয়া,পারস্পরিক আলাপ আলোচনা বা মতবিনিময়ের মাধ্যমে শিখন কাজ সম্পন্ন করাকে জোড়ায় কাজ করা বলে। অন্যভাবে বলা যায় যে কোনো বিষয়বস্তুর অন্তর্গত চিহ্নিত সমস্যা সমাধানে দু'জন করে শিক্ষার্থীর দল গঠন করে চিন্তা ভাবনা, মতবিনিময় করে সমাধানের উপায় খুঁজে বের করাকে জোড়ায় কাজের কৌশল বলে। বিজ্ঞানের কোনো পরীক্ষার কাজ করা, কোনো জটিল শব্দ ব্যাখ্যা করা, তথ্য সংগ্রহ করা, নমুনা সংগ্রহ করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে জোড়ায় কাজ দিলে ভালো হয়। এ কৌশলে জ্ঞান ও দক্ষতার বিনিময় ও সহযোগিতামূলক মনোভাব সৃষ্টি হয় শিক্ষার্থীদের মধ্যে। অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীদের ক্লাসে এ কৌশলটি সহজে ব্যবহার করা যায় ।

জোড়া গঠনের বৈশিষ্ট্য

- একজন সহপাঠি প্রশিক্ষণার্থীর সাথেঅন্য একজন সহপাঠী প্রশিক্ষণার্থী একত্রে বসে বিষয়টি নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে।
- জুঁটি বেধে সমস্যার সমাধানের উপায় খোঁজা।
- একে অন্যের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করা ও গুরুত্ব দেওয়া ।
- অপেক্ষাকৃত কম সময়ে সমাধানের উপায় খুঁজে বের করা।

জোড়া গঠন কৌশল

- পাশাপাশি সহপাঠির সাথে বসা।
- রোল নম্বর অনুযায়ী যেমন– ১ এবং ২, ৩ এবং ৪ অথবা জোড়-বিজোড় করে।
- নাম এবং প্রথম অক্ষর দিয়ে ।
- পোশাকের রং দিয়ে জোড়া হতে পারে।
- একজন পুরুষ এবং একজন মহিলা জোড়া।

জোড়ায় কাজের নির্দেশনা

- প্রশিক্ষণার্থীদের বলতে হবে কিছুক্ষণ পূর্বে আপনারা ব্যক্তিগতভাবে যে কাজ করেছেন তার উত্তর প্রত্যেকের নিকট আছে। এখন প্রত্যেকে তার ডান পার্শ্বের জনের সাথে জুঁটি বেঁধে উভয়ের কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন।
- যে যে বিষয় মিলবে না তা চিহ্নিত করবেন।
- উভয়ে আলোচনা করে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চেষ্টা করবেন।
- কোনটির ব্যাপারে একমতে উপনীত হতে না পারলে জোর করে একমতে উপনীত হওয়ার প্রয়োজন নেই। তার পার্শ্বে তারকা (*) চিহ্ন দিয়ে রাখুন। আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করবো।
- আপনারা ৫/৭ মিনিটের মধ্যে কাজ শেষ করবেন ইত্যাদি।

একক কাজ ও দ্বৈত কাজ প্রয়োগ অনুশীলন

- শিক্ষক একই নৈর্বাচনিক বিষয় সমন্বিত প্রশিক্ষণার্থীদের নিয়ে দল গঠন করবেন।
- অর্ধেক দলকে একক কাজ ও অর্ধেক দলকে দ্বৈত কাজ বিষয়ক পরিকল্পনা করতে বলবেন।
- প্রশিক্ষণার্থীরা বিষয়বস্তু নির্বাচন করে দলীয়ভাবে অংশগ্রহণের মাধ্যমে শ্রেণী শিক্ষার্থীদের শিখন কাজ উপযোগী একক বা দ্বৈত কাজের পরিকল্পনা করবেন।

দলগত কাজ

দলগত সহযেগিতামূলক পদ্ধতি একটি সফল শিখন পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে একই বয়ঃক্রমের বা একই পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা পরস্পর মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষা লাভ করে। এক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকা পরোক্ষ কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ। দলগত কাজের মাধ্যমে প্রতিটি শিক্ষার্থীর শুধু জ্ঞান-দক্ষতাই বৃদ্ধি পায় না, সাথে সাথে বেশ কিছু মানবিক গুণাবলির বিকাশ ঘটে। কথা শোনার ও কথা বলার শৃঙ্খলা অনুসরণ, পরমতসহিষ্ণুতা, নেতৃত্ব, সমঝোতা ইত্যাদি গুণাবলির বিকাশ ঘটে।

দলগত শিখন পদ্ধতি

কোনা কাজ বা সমস্যা সমাধানে শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা বা কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে সমস্যা..... সমাধান করবেন।

দলগত কাজের কৌশল

দল বিন্যাস : শিক্ষার্থীরা পাঁচ থেকে ছয় জনের সমন্বয়ে একটি করে দল গঠন করবেন। শিক্ষক অথবা তারা নিজেরা দল থেকে একজনকে দলের নেতা নির্ধারণ করবেন। নির্দেশিত কাজ এবং তা সম্পন্ন করার জন্য প্রশিক্ষণার্থীদের কী করতে হবে শিক্ষক বিস্তৃতভাবে বুঝিয়ে দেবেন।

দলনেতার কাজ

- দলের সকলের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা ও সমন্বয় করা।
- মতামত, তথ্য বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপাদান বিনিময়ের জন্য সময় নির্ধারণ (সদস্যদের সুবিধা সাপেক্ষে) করা।
- সার্বিক সিদ্ধান্তের জন্য দলের সকলের কাজ সংগ্রহ, একত্রীকরণ ও চূড়ান্তকরণে নেতৃত্ব দেয়া।
- প্রয়োজনে এবং নির্দেশমতো শিক্ষকের সঙ্গে যোগাযোগ করা।

কার্যপ্রণালি

- শিক্ষক মাইন্ড ম্যাপিং, মাথা খাটানো, দলীয় আলোচনা, দলীয় প্রকল্প এই চারটি কৌশল এক একটি দলের মধ্যে বিন্যাস করবেন।

- প্রত্যেক দলকে তাদের জন্য নির্ধারিত কৌশলটির প্রয়োগ প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেবেন।
- প্রশিক্ষণার্থীরা তাদের দলের জন্য নির্ধারিত কৌশল কীভাবে প্রয়োগ করবেন সে সম্বন্ধে পূর্বে ধারণা গঠন করবেন।
- মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক থেকে বিষয়বস্তু নির্বাচন করবেন।
- নির্ধারিত কৌশল প্রয়োগের জন্য ১০ মিনিটের একটি পরিকল্পনা করবেন। অর্থাৎ শ্রেণী শিক্ষার্থীরা শিক্ষক নির্দেশিত নির্বাচিত বিষয়বস্তু থেকে যে কোনো একটি বিষয় নিয়ে ১০মিনিট দলীয় কাজ করবে প্রশিক্ষণার্থী সে জন্য পরিকল্পনা করবেন। সব দলের প্রত্যেক শিক্ষার্থীকেই নিজের চিন্তা করতে হবে।

ভূমিকাভিনয়

কোনো চরিত্র বা বিষয় সংক্রান্ত আলোচনা করতে গিয়ে শিক্ষক যখন ঐ চরিত্র বা বিষয়ের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী অঙ্গভঙ্গি করেন তখন তার এই ভাব প্রকাশের মাধ্যমকে ভূমিকাভিনয় বলে। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষণ এক প্রকার কলা, যিনি এই কলায় যত বেশি পারদর্শি শিক্ষক হিসাবে তিনি ততই সার্থক। সে জন্য শিক্ষণে একজন শিক্ষককে প্রয়োজনীয় সব রকম ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়। কীভাবে একজন শিক্ষক ভূমিকাভিনয় ব্যবহার করে শিক্ষণ পরিচালনা করতে পারেন তা নিম্নরূপ। যেমন-

- বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষাপটে কোনো চরিত্র বা ঘটনার উপস্থাপন করে।
- কোনো ভূমিকায় নিজে অভিনয় করে।
- বিষয়বস্তু বা ঘটনার বৈশিষ্ট্যগত চিত্র নিজ অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলে।
- বিষয়ের প্রেক্ষিতে সহজ ও স্বাভাবিক আচরণ করে।
- শুধু ভঙ্গি নয় যে কোনো প্রয়োজনীয় শব্দ বা দৃশ্যের অবতারণা করে।

শিক্ষার্থীর সাথে সহজ সম্পর্ক গঠনের জন্য ভূমিকাভিনয় অত্যন্ত কার্যকরী একটি কৌশল। শ্রেণীশিখনে সে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে যদি শিক্ষক যা উপস্থাপন করছেন তা তার কাছে স্পষ্ট ও সহজবোধ্য হয়। ভূমিকাভিনয় বিষয়বস্তুর উপস্থাপন শুধু সহজই নয় আকর্ষণীয় করে তোলে।

ভূমিকাভিনয়এর স্বরূপ

- অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির একটি উপ-পদ্ধতি হচ্ছে ভূমিকাভিনয়।
- এতে নির্দিষ্ট কোনো চরিত্রের ভূমিকায় অভিনয় করার কৌশল প্রদর্শন করা হয়।
- প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে কার কী ভূমিকা হবে সেটা বুঝিয়ে দেওয়া (জোড়ায় বা দলীয়ভাবে) হয়।
- প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে তার ভূমিকার ওপর পড়া ও চিন্তা করার সুযোগ দিতে হয়।
- নিজের ভূমিকা কী অন্য দলের ভূমিকা কী তা আলোচনা করে প্রশিক্ষণার্থীদের উৎসাহিত করা হয়।
- ভূমিকাভিনয়ে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করানো হয়।
- প্রশিক্ষণার্থীদের উপস্থাপন শেষে ফিডব্যাক প্রদান করা হয় ও শিক্ষণীয় দিক শনাক্ত করা হয়।

শ্রেণিশিক্ষণে ভূমিকাভিনয় এর অবদান কী?

- শিখন পরিবেশ আনন্দদায়ক হয়।
- শিক্ষার্থীর ভাষাজ্ঞান বৃদ্ধি পায়।
- পরিবেশের একঘেয়েমী দূর হয়।
- শিক্ষার্থীর কল্পনাশক্তি বৃদ্ধি পায়।
- শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতা বৃদ্ধি পায়।
- বিষয়বস্তুর পরিবেশ ও পরিস্থিতিকে শিক্ষার্থী আপন করে ভাবতে পারে।
- অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যে যোগসূত্র রচনা করা সহজ হয়।
- শিক্ষার্থীর জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও চারপাশের জগৎ পুনর্গঠিত হয়।
- আত্ম-বিশ্বাস বৃদ্ধি করে।
- জড়তা দূর করে।
- শিখন স্থায়ী হয়।
- সমাজিক হতে সহায়তা করে।

ভূমিকাভিনয়ের বৈশিষ্ট্য

- ভূমিকাভিনয়ের মাধ্যমে পাঠ্য বিষয় উপস্থাপিত হয়।
- এ পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষণীয় বিষয় জীবন্ত হয়ে ওঠে।
- ইতিহাস, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ের জন্য এ পদ্ধতিটি বেশি প্রযোজ্য।
- অতীতের অনেক বিষয়কে এ পদ্ধতির মাধ্যমে বর্তমানে তুলে ধরা হয়।

ভূমিকাভিনয়কে ফলপ্রসূ করার উপায়

নিচের নির্দেশনা অনুসরণ করলে ভূমিকাভিনয়কে ফলপ্রসূ করা যায়।

- প্রশিক্ষণার্থীদের কাছে ভূমিকাভিনয়ের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বলুন। এতে, প্রশিক্ষণার্থীদের মনে অভিনয় কারার অনুভূতি জাগ্রত হবে এবং বিষয়টি তারা ব্যক্তিগত পর্যায়ে গ্রহণ করবেন না।
- ভূমিকাভিনয়কালে পরিস্থিতি যাতে ভিন্ন দিকে মোড় নিতে কিংবা বিপদজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি করতে না পারে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন। প্রয়োজনবোধে, এরূপ পরিস্থিতিতে আপনি নিজে হস্তক্ষেপ অথবা নিয়ন্ত্রণ করবেন। কোনো প্রকার বিরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করবেন না। গঠনমূলকভাবে বিষয়টি ব্যাখ্যা করবেন।
- অভিনয়ের জন্য প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচনে সাবধানতা অবলম্বন করবেন। অনেক সময় কোনো প্রশিক্ষণার্থী একটি বিশেষ ভূমিকায় অভিনয় করার জন্য চাপ সৃষ্টি করতে পারে। নির্বাচনকালে খেয়াল রাখবেন, প্রশিক্ষণার্থীর যেন বিশেষ কোনো চরিত্র খুব গভীর ও স্পর্শকাতরভাবে উপস্থাপনের প্রবণতা না থাকে।

- সম্ভব হলে অভিনয়ের বিষয়টি বোঝানোর জন্য ছাপানো কাগজ ব্যবহার করবেন। ব্যাখ্যা খুব সংক্ষিপ্ত হবে। উদাহরণস্বরূপ যদি কোনো ঘটনায় চার জনকে অভিনয় করার জন্য নির্বাচনকরেন, তবে ৪টি কাগজেযার যার ভূমিকা নির্দিষ্ট করে কে কী অভিনয় দেখাবে তার তথ্য দিয়ে দেবেন।
- আপনি নিজেই ঠিক করে নেবেন যে সকলকে নিয়ে মিলেমিশে ব্যাখ্যা প্রদান করবেন– না প্রত্যেককে আলাদা আলাদাভাবে বলবেন। অনেক ক্ষেত্রে সকলেই যদি পরস্পরের ভূমিকা অন্যজনের কাছে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত গোপন রাখা হয়। অবশ্য, বিষয়ানুসারে গুরুত্ব ও চাহিদা অনুযায়ী এরূপ ব্যবস্থা আপনি গ্রহণ করতে পারেন।
- ভূমিকাভিনয়ের বিষয় থেকে বাস্তবতায় ফিরে আসতে প্রশিক্ষণার্থীদের বুঝিয়ে বলুন। শিখনফল অনুসারে কল্পিত ভূমিকাভিনয়ের অনুভূতিকে বিছিন্ন করে প্রশিক্ষণার্থীদের বোঝাবেন।
- সবসময় ভূমিকাভিনয়ের উদ্দেশ্য সম্পর্কে খেয়াল রাখবেন। ভূমিকাভিনয়ের বিষয়টি যেন সুস্পষ্ট ও প্রাসঙ্গিক হয়। এর ফলে, প্রশিক্ষণার্থীগণ ভূমিকাভিনয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে উৎসাহী ও উদ্যোগী হবে এবং এর উদ্দেশ্য ও কার্যকারিতা অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে অনুধাবন করবেন।
- আপনি যদি প্রশিক্ষণার্থীদের বুঝাতে সক্ষম হন যে, ভূমিকাভিনয় শুধু নাট্যাভিনয় নয়, এটি জনসাধারণের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের একটি উৎকৃষ্ট উপায়, তাহলে দেখবেন আপনার প্রশিক্ষণার্থীরা ভূমিকাভিনয়ে প্রবল উৎসাহবোধ করছেন এবং নতুন নতুন ঘটনা থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে নতুন প্রেক্ষিত মোকাবিলা করার জন্য আগ্রহী হয়ে উঠছেন।

প্রশ্নমালা

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিখন-শেখানো পদ্ধতির সুবিধাসমূহ লিখুন

২। শিক্ষক কেন্দ্রিক ও শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিক্ষাদান পদ্ধতি কী?

৩। কয়েকটি শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক ও শিক্ষক কেন্দ্রিক পদ্ধতির নাম উল্লেখ করুন।

৪। মাইক্রোটিচিং কয়টি স্তরে ভাগ করা যায় ও কী কী?

৫। মাইক্রোটিচিংএর ৫টি পর্যায় কী ?

৬। প্রকল্প পদ্ধতি কী ?

৭। প্রকল্প পদ্ধতির স্তরগুলো কী ?

৮। অনুসন্ধানমূলক পদ্ধতি কাকে বলে?

৯। অনুসন্ধানমূলক কাজ চূড়ান্তকরণের পর্যায় কী কী?

১০। ডিজিটাল পদ্ধতির ধারণা দিন।

১১। ছদ্মশিক্ষণ বলতে কী বোঝায়?

১২। ছদ্মশিক্ষণ বাস্তবায়নে কী কী প্রয়োজন?

১৩। সতীর্থ শিখন উন্নত করার দুইটি কৌশলের নাম লিখুন।

১৪। শিক্ষার্থীর সহযোগীতামূলক শিক্ষণে কী কী বিষয় লেখা যায়?

১৫। প্রশ্ন-উত্তর পদ্ধতিতে পাঠদানে মূলবিষয় কী কী হবে?

১৬। প্রশ্নকরণে কী কী বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

১৭। একক কাজের নির্দেশনা বিবৃত করুন।

১৮। দল গঠন এর বিবেচ্যবিষয়গুলো কী কী?

১৯। ভূমিকাভিনয় কী?

রচনামূলক প্রশ্ন-

১। সার্থক শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায় শিক্ষকের বিবেচ্য দিকসমূহ বর্ণনা করুন।

২। উত্তম শিক্ষাদান পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য লিখুন ।

৩। অর্থসংস্থান ও ব্যাংকিং বিষয়ের পাঠদানের কতিপয় পদ্ধতি ও কৌশল-বর্ণনা করুন ।

৪। দলগত কাজ করার প্রক্রিয়া বর্ণনা করুন

৫। মাইক্রোটিচিং: সুবিধা-অসুবিধা লিখুন ।

৬। শিক্ষণ দক্ষতা উন্নয়নে মাইক্রোটিচিং-এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।

৭। প্রকল্প পদ্ধতিতে শিক্ষকের ভূমিকা বর্ণনা করুন ।

৮। অনুসন্ধানমূলক পদ্ধতির কাজের ধাপগুলো উল্লেখ করুন এবং জরিপ পরিচালনার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা লিখুন।

৯। ডিজিটাল পদ্ধতিতে পাঠদানে ব্যবহৃত হার্ডওয়ার উপকরণসমূহের নাম উল্লেখ করুন।

১০। ডিজিটাল পদ্ধতিতে ব্যবহৃত সফটওয়ারগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

১১। ছদ্ম শিক্ষণ ধারণা ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন।

১২। শিক্ষণ পদ্ধতি ও কলাকৌশল অর্জনে ছদ্ম শিক্ষণের ব্যবহারের উপায় বর্ণনাকরুন।

১৩। সহযোগী শিক্ষণ কী? সহযোগীশিক্ষণেরসুবিধাসমূহের আলোচনা করুন।

১৪। প্রশ্ন-উত্তর পদ্ধতিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলি আলোচনা করুন।

১৫। দলীয় কাজের ধারনা, গঠন ও কার্যাবলি আলোচনা করুন।

১৬। ভূমিকাভিনয়ের বৈশিষ্ট্য ও ফলপ্রসূ করার কৌশল বর্ণনাকরুন।

ইউনিট ৮ : প্রশ্নকরণ (Questioning)

প্রশ্নকরণ শিক্ষার্থীর অর্জন যাচাইয়ের মাধ্যম।

এই ইউনিটের আলোচ্য বিষয়গুলো–

৮.১ প্রশ্নকরণ কী, উত্তম প্রশ্নের বৈশিষ্ট্য ও প্রশ্নের শ্রেণিবিভাগ

৮.২ শিখন-শেখানো কার্যক্রমে প্রশ্নকরণের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা

৮.৩ ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং বিষয়ের প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়সমূহ

৮.৪ ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং বিষয়ের MCQ ও CQ সৃজনশীল প্রশ্ন তৈরি (এ্যসাইনমেন্ট)

৮.৫ মূল্যযাচাই এর ধারণা, ফলাবর্তনের ধারণা, নম্বর প্রদান এর ধারণা ও নম্বর প্রদানের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়সমূহ

৮.১ প্রশ্নকরণ কী, উত্তম প্রশ্নের বৈশিষ্ট্য ও প্রশ্নের শ্রেণিবিভাগ

যে কোনো ভালো প্রশ্নপত্র/অভীক্ষার কতকগুলো বৈশিষ্ট্য থাকে। কোন প্রশ্নে/অভীক্ষার যদি ত্রুটি থাকে তবে এ প্রশ্নটিকে/অভীক্ষাকে পরিমাপের উপকরণ হিসেবে নির্ভরযোগ্য বা মানসম্মত প্রশ্ন বলা যাবে না। যে কোনো উত্তর অভীক্ষা যা পরিমাপ করার জন্য তৈরি করা হয় তাপর্যাপ্ত পরিমাপ করতে সক্ষম হয়। তাহলে এ অভীক্ষাকে উত্তরঅভীক্ষা বলা হয়।

প্রশ্নকরণ কী? (Questioning)

শিক্ষা ব্যবস্থায় মূল্যায়ন অত্যন্তগুরুত্বপূর্ণ দিক। শিক্ষা ব্যবস্থা সচল, কার্যকর ও ব্যবহারযোগ্য রাখার জন্য মূল্যায়ন খুবই দরকারী আর মূল্যায়নের সাথে যে পদগুলো সংশ্লিষ্ট সেগুলো হলো অভীক্ষা, পরীক্ষা এবং পরিমাপ। এই পদগুলোকে একটি বৃহত্তর পদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে সেটি হলো মূল্যায়ন। আর পরীক্ষা পরিমাপ ও অভীক্ষা মূল্যায়নের অংশ বিশেষ। আধুনিক শিক্ষা বিজ্ঞান শিক্ষাদানের বিভিন্ন কৌশলের মধ্যে প্রশ্নকে অতি উত্তম পন্থা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। সমস্যা সংশ্লিষ্টবিষয় জানতে সে সব জিজ্ঞাসা যেমন– কে? কি, কেন , কিভাবে , কখন? কোথায়? ইত্যাদি বিষয়ে ভাষার যা বলা / করা হয় তাকে আমরা প্রশ্নকরণ বলে থাকি।

æA Set of question is Test”

উত্তম প্রশ্নের লক্ষণ (Sign of Good Question)

- প্রশ্নের উত্তর কেবল মাত্র হাঁ বা না - বোধকই হবে না। এমন প্রশ্ন করতে হবে, যেন শিক্ষার্থী সহজেই তার কল্পনা, বুদ্ধি ও চিন্তার তাৎক্ষণিক চর্চা করে জবাব দিতে পারে অর্থ্যাৎ প্রশ্ন সর্বদাই বুদ্ধি সঞ্চালনী হবে;
- নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রেখে প্রশ্ন করতে হবে। অবান্তর প্রশ্ন করা অনুচিত;
- প্রশ্নের ভাষা এমন হওয়া চাই, যেন অর্থ বুঝতে কষ্ট না হয়। প্রশ্ন দ্ব্যর্থব্যঞ্জক হবে না;
- মৌখিক প্রশ্ন এমন হবে না যে জবাবটি জটিল এবং সময় সাপেক্ষ হয়;
- প্রশ্ন সর্বদাই সমগ্র শ্রেণীর প্রতি লক্ষ্য রেখে করা সমীচীন, যাতে উত্তর দানের সুযোগসবাই পেতে পারে;
- প্রশ্ন ছাত্রের কায়িক ও মানসিক বয়স ও বুদ্ধ্যঙ্ক উপযোগী হওয়াচাই;
- প্রশ্নমালার মধ্যে শ্রেণীগত পরম্পরা থাকা চাই; বিশৃঙ্খল প্রশ্ন ছাত্রের মানসিক শৃঙ্খলা সাধনের পরিপন্থী;
- মানসিক প্রস্তুতি, মনোযোগ পরীক্ষা, পঠিত বিষয়ের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের উপযোগী প্রশ্নগুলো ছাত্রের বুদ্ধি ও যুক্তির চর্চা-সাপেক্ষ হবে;
- পাঠদান কালে শ্রেণীর শৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজন হলে শিক্ষক সহসা পাঠদান কার্য স্থগিত রেখে অমনোযোগী ছাত্রের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করবেন।

উত্তম প্রশ্নের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Good Questions)

আমরা প্রশ্ন বা অভীক্ষা তৈরি করি শিক্ষার্থী কর্তৃক শিক্ষার কোনো বিষয়ের অর্জিত জ্ঞান পরিমাপের জন্য। এটি হতে পারে এ বিষয়ের অর্জিত জ্ঞান, দক্ষতা বা দৃষ্টিভঙ্গি। এ প্রশ্নের অভীক্ষার মাধ্যমে নির্দিষ্ট কোন বিষয়ের শিক্ষার্থী অর্জিত জ্ঞান বা দক্ষতা পরিমাপ করার জন্য যে কোনো প্রশ্নপত্র অভীক্ষা যে উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে যদি এ প্রশ্নপত্র অভীক্ষা উল্লিখিত উদ্দেশ্য পরিমাপ করণে সমর্থ হয় তখন এ অভীক্ষা পত্রকে উত্তম প্রশ্ন /সু-অভীক্ষা বলা হয়।

উত্তম প্রশ্ন /সুঅভীক্ষার বৈশিষ্ট্য

যে কোনো উত্তম অভীক্ষার নিচের গুণগুলো থাকতে হয়। যথা–

- যথার্থতা (Validity)
- নির্ভরযোগ্যতা (Reliability)
- নৈর্ব্যক্তিকতা (Objectivity)
- আদর্শায়ন (Standadization)
- পরিমিত (Economy) প্রয়োগ যোগ্যতা (Applicability)|

অভীক্ষার যথার্থতা (Validity)

কোনো অভীক্ষা যে উদ্দেশ্যে তৈরি বা যে বৈশিষ্ট্য পরিমাপের জন্য তৈরি অভীক্ষাটি যদি সে উদ্দেশ্যে অর্জনে বা সে বৈশিষ্ট্য পরিমাপ করতে সক্ষম হয় তাহলে সে অভীক্ষাকে বলা হয় যথার্থ অভীক্ষা। অভীক্ষাটি যে উদ্দেশ্যের তৈরি সে উদ্দেশ্যের যতটুকু অর্জন করতে পারে, সেই মাত্রাকে বলা হয় অভীক্ষার যথার্থতা। যথার্থতা অভীক্ষার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। যথার্থতা কোনো সার্বিক ব্যাপার নয়, সুনির্দিষ্ট ব্যাপার। একটি এক ফুট দৈর্ঘ্য স্কেল একটি পড়ার টেবিলের দৈর্ঘ্য মাপার জন্য যথার্থ কিন্তু ঢাকা থেকে টঙ্গীর দূরত্ব মাপার জন্য যথার্থ নয়। নামকরা শিক্ষাবিদ ম্যারীগুনল্যান্ডিং ও জয়শী লিনু বলেন অভীক্ষা গ্রহণের জন্য যে প্রশ্নপত্র বা উপকরণ কৌশল ব্যবহৃত হয় তাকে অভীক্ষা বলে।

নির্ভরযোগ্যতা (Reliability)

অভীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা বলতে বোঝায় একটি অভীক্ষা কতটা নির্ভুল ও সঙ্গতিপূর্ণ ফলাফল প্রদান করতে পারে। যদি একটি অভীক্ষা একদল শিক্ষার্থীর উপর কিছুদিনের ব্যবধানে পর পর দুবার প্রয়োগ করা হয় এবং যদি দেখা যায় যে, শিক্ষার্থীদের দুইবারের ফলাফলের মধ্যে মিল আছে, তাহলে বলা যাবে অভীক্ষাটির নির্ভরযোগ্যতা রয়েছে। অভীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা গাণিতিক পদ্ধতিতে নির্ণয় করা যায়।

নৈর্ব্যক্তিকতা (Objectivity)

কোনো অভীক্ষার নৈর্ব্যক্তিকতা বলতে বোঝায় যে, অভীক্ষাটির প্রস্তুতি, প্রয়োগ ও নম্বর প্রদানের ক্ষেত্রে পরীক্ষকের ব্যক্তিগত প্রভাব পড়বে না। অর্থাৎ অভীক্ষাটির প্রস্তুতি, প্রয়োগ ও নম্বর প্রদানের ক্ষেত্রে পরীক্ষকের ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপ হবে না । অর্থাৎ অভীক্ষাটি নিরপেক্ষভাবে পরিমাপ করতে সমর্থ হবে।

আদর্শায়ন (Standadization)

কোনো অভীক্ষার গঠন, প্রয়োগ ও ফলাফল ব্যাখ্যার মধ্যে সঙ্গতি বিধানের ক্ষেত্রে যে কৌশল অনুসরণ করা হয়, তাকে বলা হয় আদর্শায়ন। আদর্শায়িত অভীক্ষার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো এর একটি আদর্শ মান বা নম্বর নির্ণয় করা হয় এবং এ মানের নিরিখে ফলাফলের ব্যাখ্যা করা হয়।

পরিমিততা (Economy)

অভীক্ষার পরিমিততা বলতে বোঝায় অভীক্ষাটির গঠন, প্রয়োগ এবং নম্বর প্রদানের ব্যাপারেযতটা সম্ভব কম সময়, অর্থ ও পরিশ্রম ব্যয় হয়। যে অভীক্ষার প্রয়োগে ও ফলাফল প্রদানে অনেক সময় ও অর্থ ব্যয় হয় সে অভীক্ষার পরিমিততা কম বলা চলে।

প্রয়োগ যোগ্যতা (Applicability)

কোন অভীক্ষার প্রয়োগ যোগ্যতা বলতে আমরা যা বুঝি তা হলো অভীক্ষাটি সহজ ও সরল প্রয়োগ বিধি যাতে করে অভীক্ষার ফলাফল ও উপযোগিতা ব্যর্থ না হয়। অভীক্ষার সহজ ও সরল প্রয়োগ বিধির মাধ্যমে এর নির্ভরযোগ্যতা অক্ষুণ্ন রাখতে সমর্থ হয়।

অভীক্ষার সাধারণ শ্রেণিবিভাগ

অভীক্ষার আকৃতি, প্রকৃতি, উৎস, উদ্দেশ্য কার্য এবং বিস্তারের উপর ভিত্তি করে তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়-

- শিক্ষামূলক অভীক্ষা।
- বুদ্ধি পরিমাপক অভীক্ষা।
- ব্যক্তিত্ব পরিমাপক অভীক্ষা।

শিক্ষামূলকঅভীক্ষা

শিক্ষামূলক অভীক্ষা হলো যে উপকরণ বা প্রশ্নপত্র বা কৌশলের সাহায্যে শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞান, দক্ষতা, কৃতিত্ব, মেধা জানার ব্যবস্থা করা হয় তা বুদ্ধি পরিমাপক অভীক্ষা। বুদ্ধি পরিমাপক অভীক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তির বা শিশুর মানসিক অবস্থা, ক্ষমতাও বুদ্ধি পরিমাপ করা হয়।

ব্যক্তিত্ব পরিমাপক অভীক্ষা

ব্যক্তিত্ব পরিমাপক অভীক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তির মানসিক অবস্থা যেমন–দৃষ্টিভঙ্গি, আগ্রহ পছন্দ-অপছন্দ, চরিত্র সামাজিকতা ইত্যাদি পরিমাপ করা হয়।

শিক্ষামূলকঅভীক্ষার শ্রেণিবিভাগ

শিক্ষামূলক অভীক্ষার উদ্দেশ্য হলো একটি বিষয়বস্তু সম্বন্ধে শিক্ষার্থীর শিখনের পরিমাপ করা। এ থেকে বুঝা যাচ্ছে শিক্ষামূলক অভীক্ষার তিনটি দিক। যেমন–

- পরিমাপ করার বিষয়বস্তু।
- পরিমাপের জন্য নির্দিষ্ট সময়।
- শিক্ষার্থীর শিখনের মাত্রা পরিমাপ।

শিক্ষামূলক অভীক্ষার ধরন বা গঠনের উপরভিত্তি করে অভীক্ষার শ্রেণিবিভাগকে একটি ছকে উপস্থাপন করা হলো।

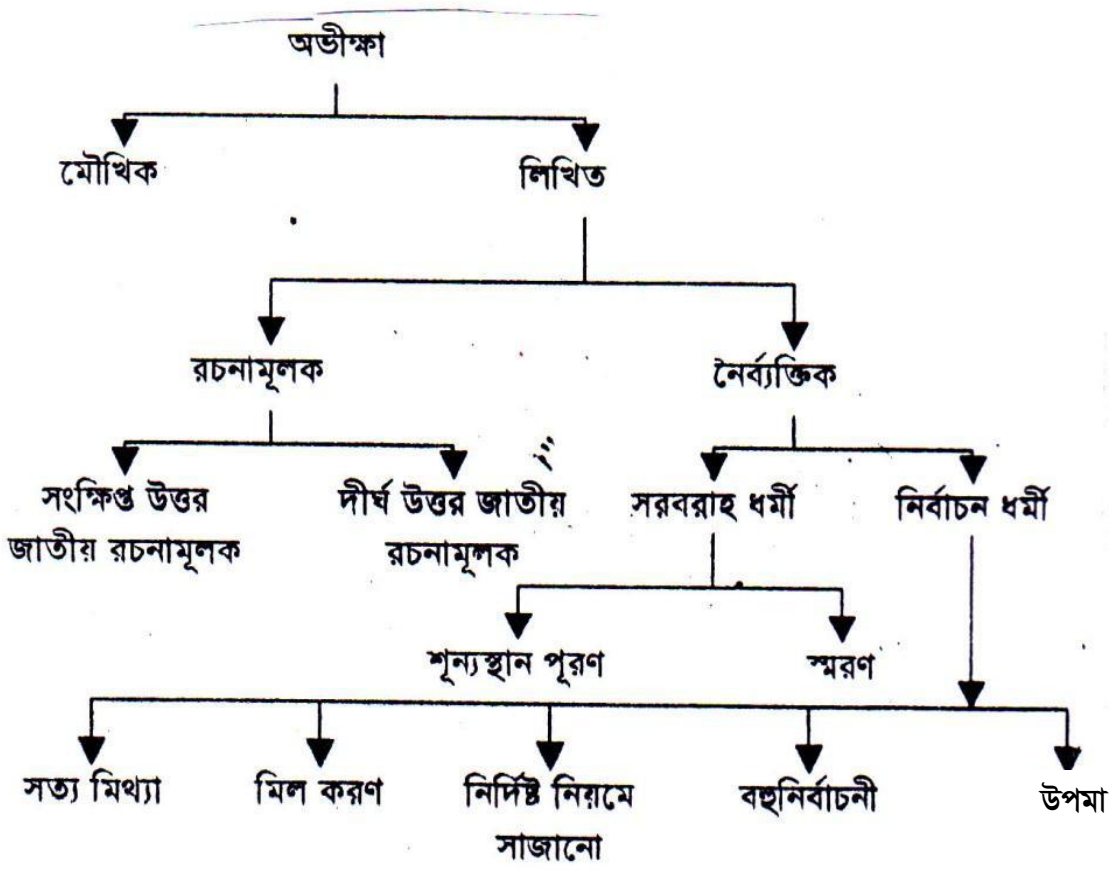

অভীক্ষা দুই প্রকার

- **মৌখিক :** যে অভীক্ষা মৌখিকভাবে করা হয় এবং পরীক্ষার্থী মৌখিক জবাব দিয়ে থাকে তাকে মৌখিক অভীক্ষা বলে।
- **লিখিত :** যে অভীক্ষার উত্তর পরীক্ষায় লিখতে হয় তাকে লিখিত অভীক্ষা বলে।

লিখিত অভীক্ষা দুই প্রকার।

ক) রচনামূলক অভীক্ষা

অভীক্ষা দুই প্রকার-১) সংক্ষিপ্ত উত্তর জাতীয়।

২) দীর্ঘ উত্তর জাতীয়।

খ) নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা

যে সব অভীক্ষায় পরীক্ষার্থী ও পরীক্ষক কাহারো ব্যক্তিগত প্রভাবের সম্ভাবনা থাকে না তাকে নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা বলে।

নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার শ্রেণীবিভাগ

- **সরবরাহ ধর্মী অভীক্ষা :** এ জাতীয় অভীক্ষার উত্তরের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করা হয়ে থাকে।

সরবরাহ ধর্মী অভীক্ষা প্রশ্ন দুই প্রকার–

১) সারণী
২) শূন্যস্থান পূরণ

- নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা মোট পাঁচ প্রকার। যেমন–

  ১। বিকল্প উত্তর নির্বাচনমূলক অভীক্ষা (Alternative form tests),

  যেমন- সত্য- মিথ্যা, ভুল -নির্ভুল, হাঁ-না ইত্যাদি।

  ২। বহু-নির্বাচনী (Multiple choice)

  ৩। মিলকরণ (Matching)

  ৪। নির্দিষ্ট নিয়মে সাজানো(Rearrangement)

  ৫। উপমা (Analogy)

৮.২ শিখন-শিখানো কার্যক্রমে প্রশ্নকরণের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা

শিক্ষর্থীর জ্ঞান, দক্ষতা , অভিজ্ঞতা, ধারণ ক্ষমতা, চাহিদা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে শিক্ষক বিভিন্ন পাঠদান কলাকৌশল নির্ধারণ করেন। উন্নত পরিবেশ ও অগ্রগামী শিক্ষর্থীদের পাঠদানের কলাকৌশল এবং অপেক্ষাকৃত অনুন্নত পরিবেশ ও পিছিয়ে পড়া শিক্ষর্থীদের মধ্যে পাঠদান কলাকৌশলের মধ্যে পার্থক্য থাকবেই। শিক্ষর্থীর হাতে কলমে কাজ করে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের মাধ্যমে শেখার সুযোগ পায়। তাই এ ধরণের শিক্ষা শিক্ষার্থীও নিকট আনন্দদায়ক ও দীর্ঘস্থায়ী হয়। তাছাড়াও শিক্ষক শিক্ষর্থীদের মধ্যে বিভিন্ন ধারণা অভিজ্ঞতা যাতে অর্জিত হয় সেজন্য পদ্ধতি ও কলাকৌশল ব্যবহার করেন। শিক্ষার মূল কার্যক্রম পরিচালিত হয় শ্রেণীকক্ষে। কাজেই শ্রেণি শিক্ষা সংশ্লিষ্টঅন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ

কার্যক্রমে শ্রেণি শিক্ষকদের দায়িত্ব অপরিসীম। শিখন- শিখানো কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য শ্রেণিকক্ষে নানা ধরনের কলা কৌশল অবলম্বন করে থাকেন। শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষর্থীর আচরণে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আনয়ন করা হলো শিখন এবং উপযুক্ত শিক্ষণের মাধ্যমে এই পরিবর্তন অর্জিত হয়। শিখনের কাজকে ত্বরান্বিত ও ফলপ্রসূ করার জন্য শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে বিভিন্ন ধারণা পদ্ধতি ও কলাকৌশল অবলম্বন করেন। শিক্ষাদান পদ্ধতি ও শিক্ষা প্রদান কলা কৌশলের মধ্যে পাথক্য রয়েছে। এখানে শিক্ষাদানের পদ্ধতি যেমন– বক্তৃতা, প্রশ্ন-উত্তর, অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি (Participatory Method), পর্যবেক্ষণ, আবিস্কার, সমস্যা সমাধান, পরীক্ষণ, প্রজেক্ট ইত্যাদি পদ্ধতি। আর শিক্ষাদানমূলক কৌশলগুলো হলো– অভিনয় শিখন কৌশল, দলগত শিখনকৌশল(Team Teaching), বহুমুখী শিখন কৌশল (Multiple Way of Teaching Learning), সমবায় শিখন কৌশল (Co-operative Learning Teaching) ।

শিখন-শিখানো কার্যক্রমে পরিচালনা কালে প্রশ্নকরণের উদ্দেশ্য

শিখন-শিখানো কার্যক্রমে প্রশ্নকরণের মাধ্যমে শিখন-শিখানোর সুফল, প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব থেকেই শিখন-শিখানো প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। শ্রেণি শিখন-শিখানো কার্যক্রমের প্রধান কয়েকটি উদ্দেশ্য এখানে উপস্থাপন করা হলো :

- নির্ধারিত বিষয়টি পাঠদানে যথাযথ পদ্ধতির অণুসরণে পাঠ উপস্থাপন করা হয়েছে তা জানা ।
- শিক্ষণীয় বিষয়ে শিক্ষর্থীর অগ্রগিত পথে অগ্রসর হবে কিনা তা জানা ।
- সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পাঠদান প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থী কি পরিমাণ জ্ঞান, দক্ষতা ও প্রয়োগে সমর্থ হয়েছে তার ধারণা লাভ।
- কোনো বিশেষ দক্ষতায় শিক্ষার্থী কতটুকু পারদর্শী তা চিহ্নিত করে তার দলকে নেতৃত্বদানের জন্য মনোনীত করা।
- পাঠদানের উদ্দেশ্য কতটুকু অর্জিত হলো তা জানা
- শিক্ষাদানের মান নির্ণয় ও নিজের পাঠদানের ধরন জানা, পাঠদানের মান বৃদ্ধির জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা
- শিক্ষার্থীকে শিখনের প্রতি আগ্রহী করে তোলা
- শিক্ষার্থীকে বারংবার অনুশীলন করার অভ্যাস গঠন করা
- সংশ্লিষ্ট পাঠের বিষয়ের প্রতি শিক্ষার্থীকে আগ্রহী করে তোলা
- অমনোযোগী শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আর্কষণ করা এবং পাঠদানকালে তাদের প্রতি খেয়াল রাখা
- পাঠে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থী সনাক্ত করা এবং তাদের শিখনে তাৎক্ষণিকভাবে সহায়তা করা
- শিক্ষার্থীর চিন্তন দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য পাঠদানের সময় প্রশ্নকরণের মাধ্যমে তাদের উজ্জীবিত করা
- অনুসন্ধানমূলক প্রশ্ন করে শ্রেণীকে সচেতন করার উদ্যোগ নেওয়া।

শ্রেণি পাঠদানে অনুসৃতব্য কাজ

যে কোনো পাঠদানে শিখন-শিখানো কার্যক্রমে একটি নির্ধারিত পাঠ্যসূচির বিষয়কে ভিক্তি করে শ্রেণি শিক্ষাদান প্রক্রিয়া পরিচালিত হয়ে থাকে শিখন-শিখানো প্রক্রিয়া চলাকালীন সময়ে মাঝে মধ্যে শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি জানার জন্য শিক্ষক কিছু প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীর পাঠ অনুসরণ করতে পাচ্ছে কিনা জেনে নেন। নিজের পরিদর্শন কৌশল যথাযথ হচ্ছে কিনা তাও জানতে পারবেন। একটি নির্দিষ্ট পিরিয়ডে বা সময়সূচির মধ্যে র্নিধারিত বিষয়ের আলোকে একজন শিক্ষার্থী কতটুকু জ্ঞান, দক্ষতা অর্জন করতে পেরেছে তা জানার জন্য পাঠদানকালে প্রশ্নকরণকে গঠনকালীন মূল্যায়নের কৌশল হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। শ্রেণি পাঠদানের সফলতা পরিমাপের প্রশ্নকরণ কাজে কতকগুলো নীতি অনুসরণ করতে হয় নিম্নে প্রশ্নকরণের নীতিগুলো বর্ণিত হলো।

শ্রেণি পাঠদানে প্রশ্নকরণের নীতিমালা

সংশ্লিষ্ট পাঠের বিষয়বস্তুকে ভিক্তি করে বর্ণিত নীতিমালা অনুসরণ করে প্রশ্ন করতে হবে। নীতিমালা হলো নিম্নরূপ–

- পাঠের উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্ক রেখে প্রশ্ন করতে হবে।
- প্রশ্ন হবে স্পষ্ট, সরল ও পরিষ্কার যেন শিক্ষার্থীরা সহজে তা বুঝতে পারে।
- কোনো অবাস্তব বিষয়ের অবতারণা না করে সরাসরি প্রশ্ন করতে হবে।
- অনিশ্চিত, দ্ব্যর্থবোধক, বিভ্রান্তিমূলক বিষয়ের সাথে সম্পর্কহীন প্রশ্ন পরিহার করতে হবে।
- মাত্রাতিরিক্ত শব্দবাহুল্য ব্যবহার করলে শিক্ষার্থীরা মূল বিষয় থেকে দূরে সরে যেতে পারে তাই এ ধরনের প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকতে হবে।
- প্রশ্নের শব্দচয়ন এমন হবে যেন শ্রেণির সকল শিক্ষার্থী তা সহজে বুঝতে পারে।
- প্রশ্নকরণ শ্রেণি শিক্ষা কার্যক্রমকে ফলপ্রসূ করতে সহায়ক ও উদ্দীপক হিসেবে কাজ করে। উত্তম প্রশ্ন শিক্ষার্থীর চিন্তা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করে অথাৎ শিক্ষার্থীর উচ্চতর চিন্তন দক্ষতা বৃদ্ধি করে।
- যে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর সরাসরি পাঠ্যপুস্তক/ বই-এর কিছু তথ্য বা তত্ত্ব মুখস্থ করে দেয়া যায়, সে জাতীয় প্রশ্ন শিক্ষার্থীর চিন্তন দক্ষতার বিকাশ ঘটাতে সহায়ক হয় না। তাই এ ধরনের প্রশ্ন কম করতে হবে।
- উত্তম প্রশ্ন শিক্ষার্থীর বয়স, দক্ষতা ও তার তার আগ্রহের সাথে সামাঞ্জস্যপূর্ণ হয়।
- প্রশ্নপত্রে এমন কিছু প্রশ্ন থাকা উচিত যার দ্বারা মেধাবী, মধ্যম মেধা ও নিম্ন মেধার শিক্ষাথীদের পার্থক্য করা যায়।

শ্রেণি পাঠদানকালে প্রশ্ন করার কৌশল

- পাঠদানের কৌশল হিসেবে প্রশ্ন করা
- শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীকে উদ্দেশ্য করে প্রশ্ন করতে হবে যেন সকল শিক্ষার্থী সব সময় সতর্ক থাকে এবং পাঠের প্রতি মনোযোগী ও উৎসাহী হয়

- সহজ সরল ভাষায় বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে আলাপ-আলোচনা কালে হাসিমুখে প্রশ্ন করা
- প্রশ্নের উত্তর প্রদানের জন্য শিক্ষার্থীকে সময় দেওয়া এবং তাদের মধ্য থেকে উত্তর দিতে বলা।
- কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিশেষ করে অমনোযোগী শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে প্রথমে তাদের নাম ধরে ডাকা, তারপর তাকে উদ্দেশ্যে করে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা; অনুরূপভাবে ক্ষীণ মেধা/ পিছিয়ে পড়া ছাত্র-ছাত্রীদের প্রথমে নাম ধরে ডাকা, তারপর তাকে উদ্দেশ্যে করে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা।
- একই প্রশ্ন বারবার জিজ্ঞেস না করা। অনুরূপভাবে শিক্ষাথীদের সঠিক উত্তরের পূনরাবৃত্তি না করা।
- কৌতূহলী প্রশ্ন, চিন্তামূলক প্রশ্ন, দিক নির্দেশনামূলক অগ্রসরমান প্রশ্ন, এক কথায় উত্তর প্রশ্ন, প্রশ্নের মধ্যে উত্তরের যেন কোনো ইঙ্গিত না থাকে এমন প্রশ্ন ইত্যাদি বিভিন্ন প্রশ্ন করা। একই প্রশ্ন যাতে পুনঃ পুনঃ ব্যবহার না করা হয় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা।
- শ্রেণি পাঠদাসের সময় এক দুইটি চিন্তন দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশ্ন করতে হবে
- Probing Question বা অনুসন্ধানমূলক প্রশ্নের মাধ্যমে ধারণা স্বচ্ছ, স্পষ্ট ও পরিষ্কার হওয়ার উপযোগী প্রশ্ন অবশ্যই করতে হবে।

শিখন-শিখানো কার্যক্রম চলা কালে প্রশ্নকরণের প্রয়োজনীয়তা

- শিক্ষার্থী পাঠের বিষয়বস্তু কতটুকু বুঝতে পেরেছে তা জানার জন্য প্রশ্নকরণের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।
- পাঠের গুরূত্বপূর্ণ অংশের উপর প্রশ্নকরা ও মূল বিষয় সম্পর্কে জানতে বারংবার জোর দেওয়া।
- শ্রেণির অমনোযোগী শিক্ষাথীকে পাঠ মনোযোগীকরণের জন্য শ্রেণির পাঠ চলার সময় প্রশ্নকরণের প্রয়োজনীয়তা একটি অন্যতম কৌশল।
- শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞান প্রয়োগের কৌশল জানার জন্য প্রশ্নকরণের অনেক দরকার ।
- উত্তম মেধা, মধ্যম মেধা ও ক্ষীণ মেধা শিক্ষার্থী সনাক্তকরণের জন্য পাঠ চলার কাল সময়ে প্রশ্নকরণের কৌশল একটি প্রয়োজনীয় দিক।
- পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থী চিহ্নিতকরণের প্রয়োজনীয়তা কৌশল হিসেবে প্রশ্নকরণ।
- প্রণিত প্রশ্ন আদর্শমানের কিনা তা অনুশীলনের জন্য প্রশ্নকরণ।
- শ্রেণির শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য প্রশ্নকরণের প্রয়োজনীয়তা বহুবিদ।
- শিক্ষার্থী চিন্তন দক্ষতা বিকাশ ও বৃদ্ধিতে জন্য প্রশ্নকরণের প্রয়োজনীয়তা অতি জরুরি।
- সংশ্লিষ্ট পিরিয়ডের পাঠে অনুসৃত পাঠদান কৌশল যথাযথ কিনা তা জানার জন্য শিক্ষকের প্রশ্ন করা প্রয়োজন।
- কোনো পাঠদান কৌশল অবলম্বন শ্রেণি পাঠে কার্যকরি হবে তা জানার জন্য প্রশ্নকরণ প্রয়োজন।

৮.৩ ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং বিষয়ে প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়সমূহ

২০১২ সালের শিক্ষক্রমে জাতীয় আদর্শ ও সমকালীন জীবনের চাহিদার প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে বর্তমানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নয়নের ফলে এ যুগের শিক্ষার্থীরা প্রতিমুহূর্তে একটি দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের সন্মুখীন হচ্ছে। অন্যান্য বিষয়ের মতো ব্যবসার ক্ষেত্রে নানা ধরনের পরিবর্তন সূচিত হয়েছে যেমন - অর্থায়ন, ব্যাংকিং ও ব্যবসা বাণিজ্যের ধরণ, কলা কৌশল বদলে যাচ্ছে সে সাথে ব্যবসা সম্বন্ধে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিও পরিবর্তিত হচ্ছে। এরুপ পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে চলার জন্য মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রমে ব্যবসা শিক্ষায় ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং একটি নতুন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই নতুন বিষয়টি শিখন-শিখানো ও শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি পরিমাপের জন্য বিষয়ভিত্তিক প্রশ্নকরণের কলা-কৌশল উদ্ভাবন করতে হবে। ২০১২ সালে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে নবম-দশম শ্রেণির জন্য ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং বিষয়ে একটি নতুন পাঠ্যপুস্তকও রচনা করা হয়েছে। এ নতুন বিষয়টির ক্ষেত্রে শ্রেণি পাঠদানে
এবং বিদ্যালয় ভিত্তিক এবং বোর্ডের পরীক্ষার জন্য কোনো কোনো বিষয়ে প্রশ্নকরণের গুরুত্ব দিতে হবে এবং ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং বিষয়ে আলাদা প্রশ্ন করতে হবে।

ফিন্যান্সে প্রশ্নকরণের বিবেচ্য বিষয়

- **অর্থায়ন ও ব্যবসায় অর্থায়ন :** অর্থায়নের ধারণা, অর্থায়নের শ্রেণিবিভাগ, কারবারি অর্থায়নের গুরুত্ব, কারবারি অর্থায়নের নীতি, আর্থিক ব্যবস্থাপকের কর্যাবলি এবং অর্থায়নের ক্রমোন্নয়নের ধারা।
- **অর্থায়নের উৎস :** বিভিন্ন প্রকার তহবিলের উৎসের ধারণা, অভ্যন্তরীন উৎসের মালিকানা ভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ, অভ্যন্তরীন মুনাফা ভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ, স্বল্প মেয়াদি অর্থায়নের প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী তহবিল ইত্যাদি।
- **অর্থের সময়ের মূল্য :** ধারণা, গুরুত্ব, ভবিষৎ মূল্য ও বার্ষিক চক্র বৃদ্ধি, বর্তমান মূল্যর বার্ষিক বাট্টাকরণ, বছরে একাধিকবার চক্র বৃদ্ধিকরণ ও বাট্টাকরণ এবং প্রকৃত সুদের হারনির্ণয়।
- **ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা :** ধারণা, ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার মধ্যে পার্থক্য, ঝুঁকির উৎস, ব্যবসায়িক ঝুঁকি, ঝুঁকির শ্রেণিবিভাগ, ঝুঁকির তাৎপর্য, ঝুঁকি মুক্ত ও ঝুঁকিবহুল আয় এবং ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার পরিমাপ।
- **মূলধন আয়-ব্যয় প্রাক্কলন :** মূলধন বাজেটিং, মূলধন বাজেটিং এর গুরুত্ব, মূলধন বাজেটিং এর প্রয়োগ, মূলধন বাজেটিং এর প্রক্রিয়া, মূলধন বাজেটিং এর পদ্ধতি।
- **মূলধন ব্যয় :** মূলধন ব্যয় নির্ণয়ের তাৎপর্য, মূলধন ব্যয় নির্ণয়, শূন্য ও স্থির হারে লভ্যাংশ বৃদ্ধির পদ্ধতি ও গড় মূলধন ব্যয়।
- **শেয়ার, বন্ড ও ডিবেঞ্চার :** শেয়ার ও শেয়ারের শ্রেণিবিভাগ, বন্ড ও বন্ডের বৈশিষ্ট্য, ডিবেঞ্চার ও ডিবেঞ্চারের সুবিধা, বাংলাদেশের শেয়ার বাজার, শেয়ার বিনিয়োগ পদ্ধতি, লভ্যাংশ ও লভ্যাংশনীতি।

উপরে বর্ণিত ফিন্যান্স বিষয়ে শ্রেণি পাঠদান ও বিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষা, বোর্ড পরীক্ষায় প্রশ্নকরণের কিছু নমুনা প্রশ্ন নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

ফিন্যান্স বিষয়ে শ্রেণি পাঠদানে প্রশ্নকরণ

শ্রেণি পাঠদানে ফিন্যান্স বিষয়ের যে কোনো একটি বিষয়ে শিখন-শিখানো কালে যেসব প্রশ্ন করা যেতে পারে এর নমুনা উপস্থাপন করা হলো–

বিষয় : অর্থায়ানের উৎস

প্রশ্ন: ১। অর্থায়ানের উৎসগুলোর নাম বলুন
২। মালিকানাভিত্তিক অভ্যন্তরীণ উৎস কয়টি ও কী কী?
৩। ক্ষুদ্রঋণ বহিঃস্থ তহবিলের কোন শ্রেণিভুক্ত?
৪। স্বল্পমেয়াদি অপ্রাতিষ্ঠানিক অর্থায়নের দুইটি উৎসের নাম বলুন

- ফিন্যান্স বিষয়ে বার্ষিক পরীক্ষায় বহু নির্বাচনী প্রশ্নের নমুনা প্রশ্ন
  ১। দীর্ঘমেয়াদি অর্থসংস্থানের উৎস কোনটি?
  ক) ক্ষুদ্রঋণ (খ) গ্রাম্য মহাজন (গ) ঋণপত্র (ঘ) শেয়ার
- ফিন্যান্স বিষয়ে এসএসসি পরীক্ষার একটি বহু নির্বাচনী প্রশ্নের নমুনা
  ১। স্বল্পমেয়াদি অর্থসংস্থানের উৎস কোনটি?
  ক) ঋণপত্র (খ) বাণিজ্যিক পত্র (গ) লিজিং (ঘ) ক্ষুদ্রঋণ

ব্যাংকিং বিষয়ে প্রশ্নকরণের বিবেচ্য বিষয়

ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং বিষয়ের মধ্য থেকে যেসব বিষয়ে প্রশ্ন করতে হবে সেগুলো হলো–

- **মুদ্রা, ব্যাংক ও ব্যাংকিং :** মুদ্রা ও মুদ্রার ইতিহাস, মুদ্রার ধারণা, মুদ্রা ও ব্যাংকের সম্পর্ক, ব্যাংক, ব্যাংকিং ও ব্যাংকার, ব্যাংক ব্যবসার ক্রমবিকাশ।
- **ব্যাংকিং ব্যবসা ও তার ধরন :** ব্যাংকের উদ্দেশ্যে, মূলনীতি, ব্যাংকের শ্রেণিবিভাগ, কাঠামোভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ, কার্যভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ, ব্যবসায় সংগঠনভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ, মালিকানাভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ, অঞ্চলভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ, বিশেষ মক্কেলভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ ও নিয়ন্ত্রণভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ।
- **বাণিজ্যিক ব্যাংক ও তার পরিচিতি :** বাণিজ্যিক ব্যাংকের উদ্দেশ্যে, কার্যাবলি, বাণিজ্যিক ব্যাংকের তহবিলের উৎস , আয়ের উৎস এবং ব্যয়ের খাত।
- **ব্যাংকের আমানত :** ব্যাংক আমানত ধারণা, ব্যাংক আমানত উদ্দেশ্যে ও গুরুত্ব, ব্যাংক হিসেবের প্রকারভেদ, ব্যাংকে হিসাব খোলায় গ্রাহকের বিবেচ্য বিষয়, ব্যাংকে হিসাব খোলার পদ্ধতি, ব্যাংকে হিসাব বন্ধ করার পদ্ধতি ও ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং।
- **ব্যাংক ও গ্রাহক :** ব্যাংক ও গ্রাহকের সম্পর্ক ও ব্যাংক প্রতি গ্রাহকের দায়িত্ব, ব্যাংক হিসেবের গোপনীয়তা
- **কেন্দ্রীয় ব্যাংক :** কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ধারণা, উদ্দেশ্য, কার্যাবলি, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গঠন ও ব্যবস্থাপনা, কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও বাণিজ্যিক ব্যাংকের সম্পর্ক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভূমিকা।

ব্যাংকিং বিষয়ে শ্রেণি পাঠদানে বিদ্যালয়ের পরীক্ষার এবং এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্নকরণ

- ব্যাংকিং বিষয়ে শ্রেণি পাঠদানে প্রশ্নকরণের নমুনা

বিষয়: ব্যাংকিং ব্যবসা ও তার ধরন

ক) ব্যাংকিংয়ের উদ্দেশ্যাবলি কয়টি ও কী কী?

খ) ব্যাংকের ব্যবস্থাপনাভিত্তিক দুইটি উদ্দেশ্য বলুন।

গ) ব্যাংকিং ব্যবসার তিনটি মূলনীতি বলুন।

- ব্যাংকিং বিষয়ে বার্ষিক পরীক্ষার বহু নির্বাচনী প্রশ্নর নমুনা

১। কোনটি কার্যভিত্তিক শ্রেণিকরণের আওতাভুক্ত?

ক) কৃষি ব্যাংক খ) একক ব্যাংক গ) সমবায় ব্যাংক ঘ) স্কুলব্যাংক

- ব্যাংকিং বিষয়ে বার্ষিক পরীক্ষার রচনামূলক প্রশ্নের নমুনা

ক) ব্যাংকিং ব্যবসার মূলনীতিগুলো বিবৃত করুন।

খ) মালিকানা ভিত্তিক ব্যাংকের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা করুন।

- ব্যাংকিং বিষয়ে এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্নকরণের নমুনা

১। কোনটি ধর্মীয় দৃষ্টিকোনভিত্তিক ব্যাংক?

ক) দেশি ব্যাংক খ) স্বশাসিত ব্যাংক গ) মুদারাবা ব্যাংক ঘ) মহিলা ব্যাংক

২। সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

ক) তারল্যনীতি কী?

খ) বিনিময় ব্যাংকের কাজ কী কী?

গ) বাজার নিয়ন্ত্রিত ব্যাংকের প্রধান দায়িত্ব কী?

৩। রচনামূলক প্রশ্নের নমুনা

ক) ব্যাংকিং ব্যবসার মূলনীতির একটি সমালোচনামূলক প্রতিবেদন লিখুন।

৮.৪ : ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং বিষয়ে বহুনির্বাচনী প্রশ্ন (MCQ) এবং সৃজনশীল প্রশ্ন (CQ) প্রণয়ন

বহুনির্বাচনী প্রশ্নের ধারণা ও উদ্ভাবন

যে ধরনের প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের একটি সমস্যা ও তার সাম্ভাব্য উত্তর প্রদান করা হয় এবং শিক্ষার্থীরা সাম্ভাব্য উত্তরের তালিকা থেকে সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করে, তাদের বহুনির্বাচনী প্রশ্ন বলে।

æMultiple choices are a form of assessment in which respondents are asked to select the best possible answer out of the choices from a list."

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন শিক্ষামূলক অভীক্ষায় ব্যবহৃত বহুল জনপ্রিয় একটি মূল্যায়ন কৌশল। যদিও E L Thorndike সর্বপ্রথম বহুনির্বাচনী অভীক্ষা প্রণয়ন করেন কিন্তু Frederick J. Kelley মূল্যায়নের জন্য বৃহত্তর পরিসরে এই কৌশলটি প্রথম ব্যবহার করেন। ১৯১৫ সালে Kansas State Normal School (বর্তমানে (Emporia State University) GI Training School এর পরিচালক থাকা অবস্থায় তিনি কানসাস নীরব পঠন অভীক্ষা (Kansas Silent Reading Test) প্রণয়ন ও পরিচালনা করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সামরিক বাহিনীতে নিয়োগে বুদ্ধিমত্তা পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত প্রথম বহুনির্বাচনী অভীক্ষার নাম ছিল আর্মি আলফা টেস্ট।

বহুনির্বাচনী প্রশ্নের বৈশিষ্ট্য

- বহুনির্বাচনী প্রশ্নের দু'টি অংশ - একটি হলো মূল প্রশ্ন বা সমস্যা বা Stem। একে উদ্দীপক বলা হয়। অন্যটি হলো বিকল্প উত্তরগুচ্ছ বা distracter বা বিচলক।
- বিকল্প উত্তরগুচ্ছের মধ্যে একটি সঠিক উত্তর থাকে যাকে বলা হয় key। শিক্ষার্থী বিকল্প উত্তরগুচ্ছথেকে সঠিক উত্তরটি বেছে নেয়।
- সাম্ভাব্য উত্তরগুলোর মধ্যে সঠিক উত্তরটি জানা না থাকলে উত্তরগুচ্ছ শিক্ষার্থীকে বিচলিত করে তোলে। তাই বিকল্পউত্তরগুচ্ছের নাম distracter ।
- এ ধরনের অভীক্ষার মূল অংশটি প্রত্যক্ষ বা প্রশ্ন বা অসম্পূর্ণ বাক্যের আকারে প্রণয়ন করতে হয়।
- এতে বিকল্প উত্তর ৪টি থাকে।

উদাহরণ:

১। বাংলাদেশে কোন ধর্মাবলম্বী সংখ্যা সবচেয়ে বেশি?

ক) খ্রিস্টান খ) হিন্দু গ) বৌদ্ধ ঘ) মুসলমান

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন গঠনের নীতি

- প্রশ্নের মূল অংশটি বা উদ্দীপক অসম্পূর্ণ বাক্যের মতো উপস্থাপন না করে প্রশ্নের আকারে উপস্থাপন করাই উত্তম।
- প্রশ্নের মূল অংশে সঠিক উত্তর নির্বাচনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল তথ্য সহজ ভাষায় ও সংক্ষিপ্ত আকারে থাকবে।
- প্রশ্নের মূল অংশটি অপ্রাসঙ্গিক উপাদানমুক্ত হবে।
- বিকল্প উত্তরগুচ্ছে কেবল একটি সঠিক বা সর্বোত্তম উত্তর থাকবে।
- উত্তরগুচ্ছে উত্তরগুলো হবে সংক্ষিপ্ত এবং উত্তরে কোনো শব্দের পুনরাবৃত্তি না হওয়াই ভালো।
- প্রশ্নের মূল অংশের কোনো শব্দের সঙ্গে সঠিক উত্তরে ব্যবহৃত শব্দের মিল না থাকাই বাঞ্ছনীয়। এতে উত্তরের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।
- প্রয়োজনে বিকল্প উত্তরসমূহ প্রশ্নের অসম্পূর্ণ বাক্যকে অর্থপূর্ণ করে তুলবে।
- সাম্ভাব্য উত্তরগুলোর দৈর্ঘ্য সমান হতে হবে।
- মূল প্রশ্ন এবং সম্ভাব্য প্রত্যেকটি উত্তরের মধ্যে ব্যাকরণগত সামঞ্জস্য থাকতে হবে।
- বিকল্প উত্তরসমূহ শিক্ষার্থীদের দ্বারা নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকতে হবে।
- প্রতিটি বিকল্প উত্তর মোট শিক্ষার্থীদের কমপক্ষে ৫% শিক্ষার্থীদের পছন্দ করার সম্ভাবনা থাকতে হবে।
- বিকল্প উত্তরসমূহ সংখ্যাবাচক হলে ক্রমানুযায়ী তালিকাভুক্ত হবে।
- প্রশ্নে নেতিবাচক শব্দ পরিহার করতে হবে।
- বিকল্প উত্তরগুলোর মধ্যে 'উপরের কোনোটিই নয়' 'উপরের সবগুলো' এ ধরনের উত্তরব্যবহার করা থেকে যতটা সম্ভব বিরত থাকতে হবে।
- বিকল্প উত্তরগুলো যতটা সম্ভব সমধর্মী করা এবং প্রতিটি প্রশ্নে এদের অবস্থান ভিন্ন ভিন্ন হতে হবে।

বহুনির্বাচনী প্রশ্নের প্রকারভেদ

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন তিন প্রকারের হতে পারে, যথাঃ

১. সাধারণ বহুনির্বাচনী প্রশ্ন (simple MCQ);

২. বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনী প্রশ্ন (Multiple Completion MCQ);

৩. অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনী প্রশ্ন (Situation Set MCQ) ।

- **সাধারণ বহুনির্বাচনী প্রশ্ন :** বহুল প্রচলিত একটি অভীক্ষা কৌশল। এ ধরনের প্রশ্নের উদ্দীপক/ নির্দেশনা একই সাথে থাকে। এ ধরনের প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের চিন্তন দক্ষতার জ্ঞান ও অনুধাবন স্তর যাচাই করা যায়। বহুনির্বাচনী প্রশ্ন প্রশ্নের আকারে অথবা অসম্পূর্ণ বাক্য দিয়ে শুরু হতে পারে।

এক্ষেত্রে প্রশ্ন অথবা অসম্পূর্ণ বাক্য উদ্দীপকের কাজ করে। এর মূল অংশ অসম্পূর্ণ বাক্য ব্যবহারের পরিবর্তে প্রশ্নের আকারে হওয়া বাঞ্ছনীয়। এ ধরনের প্রশ্নে ৪টি বিকল্প উত্তর থাকে যার মধ্যে একটি থাকে সঠিক উত্তর (Key) এবং বাকি তিনটি বিক্ষেপক (distracter)।

উদাহরণ :

- বাণিজ্যিক ব্যাংক কীভাবে তাদের তারল্য বাজার রাখে?

  ক) ব্যাংকের ভল্টে নগদ অর্থ জমা রেখে।

  খ) বিনিময় মাধ্যম সৃষ্টি করে।

  গ) কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাথে চুক্তি করে।

  ঘ) উচ্চ সুদের পরিবর্তে স্বল্প সুদে ঋণ দান করে।

- স্বল্পমেয়াদি অর্থায়নে প্রতিষ্ঠানিক উৎস কোনটি?

  ক) গ্রাম্য মহাজন

  খ) মজুদ মাল বন্ধকীকরণ

  গ) ক্ষুদ্র ঋণ

  ঘ) ক্রেতা হতে অগ্রিম গ্রহণ

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

একটি অসম্পূর্ণ বাক্য দিয়ে এ ধরণের প্রশ্নের সূচনা করা হয়। এর পর তিনটি বিবৃতি বা তথ্য থাকে। প্রতিটি বিবৃতি/ তথ্যকে অস্পূর্ণ বাক্যের শেষে যুক্ত করলে এটি একটি অর্থপূর্ণ বাক্যে পরিণত হয়। ৩টি তথ্য/ বিবৃতিকে বিন্যাস করে ৪টি বিকল্প উত্তর তৈরি করা হয়। এ ধরনের প্রশ্নের সাহায্যে জ্ঞান স্তর পরিমাপ করা হয় না, অনুধাবন স্তর থেকে উচ্চতর স্তরের দক্ষতার প্রশ্নই পরিমাপ করা হয়। একটি প্রশ্ন সেটে সর্বোচ্চ ১০% প্রশ্ন বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনী প্রশ্ন হয়ে থাকে।

- কাগজি নোট প্রবর্তন করেন–

  i ধাতব মুদ্রা দীর্ঘ স্থায়িত্ব

  ii ধাতব পদার্থের সু-সম্প্রাপতি

  iii ধাতুর বিকল্প ব্যবহার

২) নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও i i (খ) i ও i i i (গ) i i ও i i i (ঘ) i, i i ও i i i

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন

এ ধরনের বহুনির্বাচনী প্রশ্ন একটি উদ্দীপক দিয়ে শুরু হয়। উদ্দীপক হতে পারে একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (৩-৫ লাইন) অথবা লেখচিত্র অথবা চার্ট বা সারণি কিংবা কোনো চিত্র। পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু বা উপর নির্ভর করে উদ্দীপক প্রণীত হবে এবং এটি একটি নতুন পরিস্থিতিকে বর্ণনা করবে। উদ্দীপক পাঠ্যপুস্তক হতে সরাসরি কপি করা যাবে না। উদ্দীপক প্রশ্নের উত্তর প্রদানের সকল তথ্য সরবরাহ করবে কিন্তু প্রশ্নের উত্তর উদ্দীপকে থাকবে না। উদ্দীপকের ভিত্তিতে সাধারণত ২ থেকে ৩টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন করা হয়। প্রশ্নসমূহ সাধারণ কিংবা বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন হতে পারে। একটি নির্দেশক ছকে প্রণীত সকল বহুনির্বাচনি প্রশ্ন উপস্থাপন করতে হয়। পাঠ্যপুস্তকের সকল অধ্যায় হতে প্রশ্ন হয়েছে কিনা এবং দক্ষতার আনুপাতিক হারে প্রশ্ন প্রণীত হয়েছে কিনা নির্দেশক ছক সে সম্পর্কে তথ্য প্রদান করে।

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে **১** ও **২** নম্বর প্রশ্নের উত্তর দিন

মোবাইল ব্যবসায়ী মাহমুদ আলী তার মোবাইল প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি অফিস ৫ বছরের জন্য ভাড়া নেন। স্বল্প সময়ের মধ্যে তিনি ব্যবসায়ী মহলে খ্যাতি লাভ করেন।

- ১. জনাব মাহমুদ আলী অফিস প্রতিষ্ঠার জন্য কোন উৎসের সহায়তা নেন?
    - ক) ক্রেতার থেকে অগ্রিম গ্রহণ
    - খ) লিজিং
    - গ) ঋণ পত্র
    - ঘ) বাণিজ্যিক ব্যাংক
- ২. জনাব মাহমুদ আলী সাহেবের তহবিল সংগ্রহের ক্ষেত্রে নিচের কোনটিকে গুরুত্ব দিয়েছেন?
    - ক) দীর্ঘমেয়াদি ঋণগ্রহণ
    - খ) বাধ্যতামূলক সুদ প্রদান
    - গ) অবণ্টিত লভ্যাংশ ঋণ
    - ঘ) সঞ্চিত তহবিল ব্যবহার

ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং বিষয়ে সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন

ধারণা

শিক্ষার্থী মূল্যায়ন যথার্থ এবং নির্ভরযোগ্য করার জন্য সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতির সূচনা করা হয়েছে। শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতি রেখে সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতির রূপরেখা প্রণীত হয়েছে। সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতির সাহায্যে সামর্থ্য ও দক্ষতা অনুসারে শিক্ষার্থীর শিখন অবস্থান নির্ণয় করা যায়। সৃজনশীল প্রশ্ন বিষয়ভেদে নম্বর প্রদানের তারতম্য দূর করেছে। সৃজনশীল প্রশ্নের সাহায্যে শিক্ষার্থীর চিন্তন দক্ষতার সকল স্তর (জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ ও উচ্চতর চিন্তন) যাচাই করা যায়। প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্ন সাধারণত দুটি অংশে বিভক্ত।

প্রথম অংশ হচ্ছে উদ্দীপক এবং দ্বিতীয় অংশে ৪টি প্রশ্ন থাকে। প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্নের নম্বর হচ্ছে১০ এবং এই নম্বর ৪টি প্রশ্নের মধ্যে বণ্টিত হয়েছে। সৃজনশীল প্রশ্ন হচ্ছেমূলত কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন (Structured Question)। বহুনির্বাচনী প্রশ্নের মতই একই কৌশল অবলম্বন করে সৃজনশীল প্রশ্নের উদ্দীপক প্রণয়ন করা হয়। একটি সৃজনশীল প্রশ্নের চারটি অংশ থাকে।

- সৃজনশীল প্রশ্নের প্রথম অংশ জ্ঞান স্তরের প্রশ্ন
- দ্বিতীয়অংশ অনুধাবন স্তরের প্রশ্ন
- তৃতীয় অংশ প্রয়োগ স্তরের প্রশ্ন
- চতুর্থ অংশ করা হয় উচ্চতর চিন্তনদক্ষতা যাচাই করার জন্য।

সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি প্রবর্তনের ফলে প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতির দুর্বলতা দূরীকরণ সম্ভব হয়েছে। সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতার বিকাশ ও প্রকাশের সুযোগ করে দিয়েছে। এপদ্ধতি বাস্তবায়নের ফলে শিক্ষার্থী সাজেশন ও নোট নির্ভর পড়াশোনা এবং মুখস্থ করার প্রচলিত চর্চা হতে বেরিয়ে এসে নিজের ভাষায় উত্তর প্রদানের সুযোগ পাচ্ছে । সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতিতেসম্পূর্ণ পাঠ্যপুস্তক হতে প্রশ্ন করার নির্দেশনা থাকায় শিক্ষার্থী পুরো পাঠ্যপুস্তক পাঠে মনোনিবেশ করছে। প্রশ্ন পত্র প্রণয়ন এবং উত্তরপত্র মূল্যায়নে অভিন্ন নির্দেশনা থাকায় শিক্ষার্থী ও অভিভাবক সকলের নিকট পরিচিত হওয়ায় পরীক্ষা-প্রস্তুতি তথা শিখন কার্যক্রমের এক অভিন্ন পদ্ধতি সারাদেশে অনুসরণ করা হচ্ছে যা প্রচলিত পরীক্ষাভীতিকে দূর করেছে। সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি শিখন কার্যক্রমে শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করছে।

সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতির গুরুত্ব

শিক্ষার্থী মূল্যায়ন যথার্থ এবং নির্ভরযোগ্য করার জন্য সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতির সূচনা করা হয়েছে। সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতির সাহায্যে সামর্থ্য ও দক্ষতা অনুসারে শিক্ষার্থীর শিখন অবস্থান নির্ণয় করা যায়। সৃজনশীল প্রশ্ন বিষয়ভেদে নম্বর প্রদানের তারতম্য দূর করেছে। সৃজনশীল প্রশ্নের সাহায্যে শিক্ষার্থীর চিন্তন দক্ষতার সকল স্তর (জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ ও উচ্চতর চিন্তন) যাচাই করা যায়। সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতার বিকাশ ও প্রকাশের সুযোগ করে দিয়েছে। এ পদ্ধতি বাস্তবায়নের ফলে শিক্ষার্থী সাজেশন ও নোট নির্ভর পড়াশোনা এবং মুখস্থ করার প্রচলিত চর্চা হতে বেরিয়ে এসে নিজের ভাষায় উত্তর প্রদানের সুযোগ পাচ্ছে । সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতিতে সম্পূর্ণ পাঠ্যপুস্তক হতে প্রশ্ন করার নির্দেশনা থাকায় শিক্ষার্থী পুরো পাঠ্যপুস্তক পাঠে মনোনিবেশ করছে। প্রশ্নপত্র প্রণয়ন এবং উত্তর পত্র মূল্যায়নে অভিন্ন নির্দেশনা থাকায় শিক্ষার্থী মূল্যায়নের প্রচলিত আন্তঃবোর্ড বৈষম্য দূর হয়েছে।

সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন কাঠামো

একটি সৃজনশীল প্রশ্নের শুরুতে একটি নতুন পরিস্থিতিযুক্ত উদ্দীপক এবং উদ্দীপক সংশ্লিষ্ট চারটি প্রশ্ন থাকে। প্রশ্ন চারটি কাঠিন্যের ক্রমানুসারে পর্যায়ক্রমে থাকে। একটি সৃজনশীল প্রশ্ন চিন্তন দক্ষতার বিভিন্ন স্তর যাচাই করতে পারে। প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য ১০ নম্বর বরাদ্দ থাকবে।

সৃজনশীল প্রশ্নের প্রথম অংশটি (ক) জ্ঞান স্তরের যা সহজ ও নিতান্তই স্মৃতি নির্ভর। প্রশ্নটি স্মৃতি নির্ভর হলেও তা যেন অর্থবহ এবং শিক্ষণীয় হয়। এ অংশটির জন্য ১ নম্বর বরাদ্দ থাকবে। সৃজনশীল প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশ (খ) হলো অনুধাবন স্তরের প্রশ্ন। এর মাধ্যমে শিক্ষাক্রমের আওতায় পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু অনুধাবন করার ক্ষমতা যাচাই করা হয়। পাঠ্যবইয়ে বিভিন্ন ঘটনা বা বিষয়বস্তুর বিবরণ দেওয়া থাকে। এ ধরনের প্রশ্নের সরাসরি পাঠ্য বইয়ের অনুরূপ বিবরণ জানতে চাওয়া হয় না। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকেবিষয়বস্তু সম্পর্কে ব্যাখ্যা বা বর্ণনা দিতে বলা হয়। প্রশ্নের এ অংশের জন্য ২ নম্বর বরাদ্দ থাকবে।

প্রশ্নের তৃতীয় অংশটি (গ) হল প্রয়োগ স্তরের প্রশ্ন। সৃজনশীল প্রশ্নের এ অংশটি ভালোমানের নতুন পরিস্থিতিযুক্ত উদ্দীপকের ওপর নির্ভরশীল। অর্থ্যাৎ উদ্দীপক যদি খুব মানসম্পন্ন হয় তবে প্রয়োগ দক্ষতার প্রশ্নটি প্রণয়ন করা সম্ভব। এ প্রশ্নের উত্তর প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পাঠ্যপুস্তকে থাকবে। পাঠ্যপুস্তকে তথ্য এবং এর অনুধাবন উদ্দীপকে বর্ণিত নতুন পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থী প্রয়োগ করবে। পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থী ভালোভাবে পড়লে সে বিষয়ে তার স্পষ্ট ধারণা হবে এবং সেটা নতুন ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর প্রয়োগ করার ক্ষমতাই প্রয়োগ দক্ষতা। প্রশ্নের এ অংশের জন্য ৩ নম্বর বরাদ্দ থাকবে।

সৃজনশীল প্রশ্নের চতুর্থ অংশটি (ঘ) হচ্ছে উচ্চতর চিন্তনদক্ষতার প্রশ্ন। এ স্তরের প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর বিচার-বিবেচনা করার দক্ষতা, কোনো বিষয় বা ঘটনা বিশ্লেষণ করার দক্ষতা, সিদ্ধান্ত নেওয়ার দক্ষতা ইত্যাদি যাচাই করা হয়। এ প্রশ্নের উত্তর করার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পাঠ্যপুস্তকে থাকবে।

পরীক্ষা অধিক অর্থবহ এবং শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্যের সাথে সংগতি রাখার ক্ষেত্রে সৃজনশীল প্রশ্ন উদ্দীপক বা নতুন পরিস্থিতি অপরিহার্য। একটি সৃজনশীল প্রশ্নের গ ও ঘ অংশের অবশ্যই উদ্দীপক নির্ভরশীল হতে হবে। উদ্দীপক না পড়ে বা না দেখেও প্রশ্নের 'ক' ও 'খ' অংশের উত্তর দেওয়া সম্ভব হতে পারে। কিন্তু 'গ' ও 'ঘ' অংশের উত্তর উদ্দীপক বিবেচনায় না এনে করা সম্ভব হবে না। উল্লেখ্য, একটি সৃজনশীল প্রশ্নের বিভিন্ন অংশের উত্তরে পুনরাবৃত্তি পরিহার করতে হবে।

সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তরে নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

সৃজনশীল প্রশ্নের সাহায্যে শিক্ষার্থীর চিন্তন-দক্ষতা মূল্যায়ন করা হয়। নম্বর প্রদানও দক্ষতা অনুযায়ী করা হয়ে থাকে। নম্বর প্রদান নির্দেশিকা এক্ষেত্রে মূল্যায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নম্বর প্রদানের নির্দেশনাসমূহ অনুসরণ করলে নম্বর প্রদান অধিকতর নৈর্ব্যক্তিক হয় এবং অনেকটা নির্ভরযোগ্য হয়। এতে করে পরীক্ষকগণের মধ্যে উত্তরপত্র মূল্যায়নের তারতম্য ন্যূনতম করা যায়। সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তরপত্র মূল্যায়নে ভগ্নাংশ নম্বর প্রদানের কোনো সুযোগ নাই কিন্তু আংশিক নম্বর প্রদানের সুযোগ আছে। নমুনা-উত্তর পরীক্ষককে উত্তরপত্র মূল্যায়নে সাহায্য করে থাকে। শিক্ষার্থী নিজের ভাষায় নিজের মতো করে উত্তর প্রদান করবে। উত্তরপত্র মূল্যায়নে পরীক্ষকগণের মধ্যে সুসামঞ্জস্যতা বজায় রাখতে নমুনা উত্তর বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং বিষয়ে ..... নমুনা প্রশ্ন

হাসান আলী এসএসসি পাসের পর অর্থের অভাবে পড়ালেখা বন্ধ হয়ে যায়। শত চেষ্টা করেও কোনো চাকরি না পেয়ে মৎস্য চাষ সম্বন্ধে কৃষি দপ্তর থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে মৎস্য চাষে আগ্রহী হয়ে ওঠে। আর্থিক সমস্যা নিরসনের জন্য হাসান আলী সরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও এলাকার বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে সহায়তার জন্য যোগাযোগ করেন।

ক) অর্থ আদান-প্রদানের সবচেয়ে দ্রুততম ও সরল প্রক্রিয়া কোনটি?

খ) কোনো অর্থায়ন ১-৫ বছর মেয়াদের জন্য সংগৃহীত তহবিল হিসাবে গণ্য হয়? আলোচনা করুন

গ) হাসান আলীকে সহায়তা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান, কোন ধরনের প্রতিষ্ঠান বর্ণনা কর।

ঘ) হাসান আলীর মতো বেকার সমাজকে স্বকর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠান কী ধরনের ভূমিকা রাখতে পারে। আলোচনা করুন।

অনেক বছর যাবৎ ব্যাংকের সাথে হিসাব পরিচালনার পর মিসেস করিমা বিদেশে স্থায়ীভাবে বসবাসের উদ্দেশ্যে তিনি তার সকল প্রকার ব্যাংকের লেনদেন বন্ধ করেন।

ক) কী জন্য মিসেস করিমা ব্যাংকের সাথে লেনদেন বন্ধ করেন।

খ) ব্যাংকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দীর্ঘকাল লেনদেন বন্ধ থাকার কারণ?

গ) দীর্ঘকাল লেনদেন বন্ধ থাকার কারণ

ঘ) মক্কেলের নিজস্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী

৮.৫ মূল্য যাচাই, ফলাবর্তন ও নম্বর প্রণয়নের ধারণা এবং নম্বর প্রদানের বিবেচ্য বিষয়

মূল্য যাচাই সম্বন্ধে সঠিক ধারণা অর্জন করতে হলে মূল্যায়ন সংশ্লিষ্ট পদ যেমন পরিমাপ মূল্যায়ন ও মূল্য যাচাই সম্পর্কে জানা দরকার। নিচে উপরে বর্ণিত তিনটি পদ সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

পরিমাপ : কোনো ব্যক্তির মধ্যে কোনো সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য কতটুকু বা কী মাত্রায় রয়েছে তার সংখ্যাগত বর্ণনা লাভের প্রক্রিয়াই হলো পরিমাপ।

মূল্যায়ন : কোনো বিষয়ের উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীরা কতটুকু আয়ত্ত করতে পেরেছে তা নিরূপণের জন্য নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে শিক্ষার্থী সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ, বিচার বিশ্লেষণ ও প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া হলো মূল্যায়ন।

মূল্য যাচাই : শিক্ষার্থী, শিক্ষাক্রম, প্রশিক্ষণ, শিক্ষা কার্যসূচি বা শিক্ষানীতি সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য তথ্য সংগ্রহ ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ পদ্ধতিকে মূল্য যাচাই করা বলে। অন্যভাবে ব্যাখ্যা করে উপস্থাপন করা হলে যা বুঝায় তা হলো মূল্য যাচাই: শিখন ও শিক্ষণের ওণগত ও পরিমাণগত পরিমাপের জন্য যে কৌশল অবলম্বন করা হয় সেটা হল মূল্য যাচাই। বিভিন্ন ধরনের মূল্যায়ন কৌশল, নির্ধারিত কাজ, প্রজেক্ট, প্রদান বা ধারাবাহিক মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষণ-শিখনের অগ্রগতি মূল্য যাচাই করা হয়।

মূল্য যাচাইয়ের প্রয়োজনীয়তা

প্রথমত, মূল্য যাচাইয়ের সাহায্যে বিভিন্ন শিক্ষার্থীর বিশেষ ধরনের সামর্থ্য ও দক্ষতা আবিষ্কার করা যায় এবং কি ধরনের শিক্ষা বা কাজ তার পক্ষে উপযোগী তা নির্ধারণ করা যায়।

দ্বিতীয়ত, উপযুক্ত মূল্য যাচাই পদ্ধতির সাহায্যে শিক্ষার্থীর মানসিক শক্তির পরিমাপ করা যায় এবং তার পক্ষে সবচেয়ে বেশি উপযোগী শিক্ষা সম্পর্কে তাকে নির্দেশনা দেয়া সম্ভব হয়।

তৃতীয়ত, বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির উপযোগিতা ও দুর্বলতা যাচাই করা যায় এবং সে মতে ভবিষৎ কর্মপরিকল্পনা করা যায়।

সর্বোপরি-মূল্য যাচাইয়ের সাহায্যে শিক্ষার্থীর রুচি, প্রবণতা, আগ্রহ, চিন্তাধারা অভ্যাস ইত্যাদি সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়।

মূল্যযাচাইয়ের বিবেচ্য বিষয়

নিয়মিত হাজিরা, যুক্তিপূর্ণ প্রশ্ন করা, সুন্দর হাতের লেখা, উচ্চচিন্তন ক্ষমতা, সহপাঠক্রমিক কার্যে অংশগ্রহণ, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, পরীক্ষার নম্বর, মৌখিক প্রশ্ন উত্তর, শিখন অগ্রগতি, বিভিন্ন আচরণিক দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন, শারীরিক-মানসিক-সামাজিক বিকাশ।

মূল্যযাচাইয়ে ফলাফলের ব্যবহার পাঠদানের ক্ষেত্রে-

- শিক্ষকের পাঠদান কার্যকর করা।
- শিক্ষার্থীর চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে পাঠদান পরিকল্পনা করা।
- অনগ্রসর শিক্ষার্থীদের চিহ্নিত করে প্রতিকারমূলক পাঠদান।

পরামর্শ ও নির্দেশনার ক্ষেত্রে-

- পূর্ব সময়ের সাথে তুলনা করা
- প্রতিবেশী স্কুলের সাথে তুলনা করা
- নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে সহায়তা লাভ
- বিভিন্ন উদ্দেশ্যে শিক্ষার্থীর দল গঠন করার ভিত্তি
- শিক্ষাক্রম পুনঃপ্রস্তুত ও পরিমার্জনের ক্ষেত্রে সহায়তা প্রাপ্তি

মূল্য যাচাইয়ের নির্ণায়ক (হাতিয়ার)

*	কাগজে-কলমে পরীক্ষা	*	শারীরিক ইতিহাস
*	বিশেষ পরীক্ষা	*	পর্যবেক্ষণ
*	কেইস স্টাডি	*	উপস্থিতি রেকর্ড

*	শিক্ষার্থী কর্তৃক প্রস্তুতকৃত দ্রব্য	*	পরিবার থেকে প্রাপ্ত তথ্য
*	কর্ম অভিজ্ঞতা	*	সাক্ষাৎকার
*	শিক্ষার্থীর নিজস্ব রচনা ও সাহিত্য	*	প্রশ্নোত্তরিকা
*	যাচাই তালিকা	*	শিক্ষার্থীর সংক্ষিপ্ত জীবন কথা
*	ক্রমপুঞ্জিত রেকর্ড	*	পারিবারিক সম্পর্ক
*	বিশেষ ঘটনার রেকর্ড	*	আবেগজনিত প্রতিক্রিয়া
*	স্ব-মূল্যায়ন	*	শ্রেণী রেকর্ড

মূল্যযাচাইয়ের শ্রেণিবিভাগ

- **নির্ণায়ক মূল্য যাচাই :** শিখন শেখানো কার্যক্রমের শুরুতে সাধারণত এটি অনুসৃত হয়। এর উদ্দেশ্য হলো শিখন ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের বিরাজমান দুর্বলতা চিহ্নিত করে সে অনুযায়ী শিখন শেখানো কার্যক্রম পুনর্বিন্যাস ও উন্নয়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনে সহায়তা করা।

- **গঠনকালীন মূল্যযাচাই :** সারা বছর ধরে পাঠ চলাকালীন সময়ে শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি এবং আচরণের বিভিন্ন দিকের বিকাশ সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য ধারাবাহিকভাবে যে মূল্য যাচাই করা হয় তা হলো গাঠনিক মূল্য যাচাই। শ্রেণিকক্ষ পর্যবেক্ষণ, মৌখিক অভীক্ষা, শ্রেণির কাজ, বাড়ির কাজ, কুইজ, চেকলিস্ট ইত্যাদি গাঠনিক মূল্য যাচাই।

  হিউম্যান ও ফ্লক : গাঠনিক মূল্য যাচাই শিক্ষক শিক্ষার্থীকে শিক্ষার্থীর অগ্রগতি সম্পর্কে সময় থাকতে ফলাবর্তন দেয় যার ভিত্তিতে শিখন-শেখানো প্রচেষ্টার ইতিবাচক পরিবর্তন আনা যায়। এ মূল্য যাচাই থেকে শিখনের সফলতা ও ব্যর্থতা সম্বন্ধে জানা যায়। সফল শিখন বা সার্বিক শিখনের জন্য এখনও আর কতটা বাকি তাও জানা যায়।

- **প্রান্তিক মূল্যযাচাই :** এটি নির্দিষ্ট সময়ের শিখন-শেখানো কার্যক্রম শেষে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি যাচাইয়ের অনুসৃত পদ্ধতির নাম প্রান্তিক মূল্য যাচাইয়ের উদাহরণ।

  গ্লস্নল্যান্ড ও লিন (Glosnland & Lin) : কোর্স সমাপনান্তে যে মূল্য যাচাই তাই প্রান্তিক/ সামষ্টিক মূল্যযাচাই। এর উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীদের গ্রেড নির্ধারণ করে সার্টিফিকেট প্রদান ও কোর্সের উদ্দেশ্য কতটুকু বাস্তবায়িত হলো তা নির্ধারণ।

মূল্যযাচাইয়ের গুরুত্ব

ক) শিক্ষকের নিকট

- শিক্ষার্থীর দুর্বলতা সনাক্ত করা যায়
- পদ্ধতির কার্যকারিতা যাচাই করা যায়
- শিক্ষা উপকরণের কার্যকারিতা যাচাই করা যায়

খ) শিক্ষার্থীর নিকট

- শিখন অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত হওয়া
- দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠা
- সাধারণ ভীতি দূর হওয়া
- পরিষ্কার ধারণা গঠন
- আত্মপ্রত্যয়ী ও আত্মবিশ্বাসী হওয়া
- প্রেষণা সৃষ্টি
- উত্তম পাঠ্যভ্যাস

প্রান্তিক মূল্যযাচাইয়ের গুরুত্ব

- শিক্ষার উদ্দেশ্য কতটুকু অর্জিত হয়েছে তা জানা যায়
- শিক্ষার্থী কর্তৃক নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ে দক্ষতা অর্জনের চূড়ান্ত অবস্থা নির্ণয় করা যায়
- ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনায় কার্যকরি পদক্ষেপ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক

স্কুলভিত্তিক মূল্য যাচাই

- ধারাবাহিকভাবে শিক্ষার্থীদের মনোন্নয়ন বা উন্নতির পরিমাপ করা। এই পরিমাপ বিভিন্ন পার্বিক পরীক্ষার মাধ্যমে এবং শ্রেণিকক্ষে বিভিন্ন ধরনের অর্পিত কাজের মূল্য যাচাইয়ের মাধ্যমে যাচাই করা হয়।
- বহিঃস্থ পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের যেসব সামর্থবা যোগ্যতা পরিমাপ করা যায় না সেগুলোর মূল্য যাচাই করা।
- শিক্ষার্থীদের সহপাঠক্রমিক কার্যাবলি যাচাই করে শিক্ষার্থীদের বিভিন্নমুখী প্রতিভার মূল্যায়ন করা।
- স্কুলভিত্তিক মূল্য যাচাই-এর মূল কাজ হচ্ছে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষণ শিখনে সক্রিয় অংশগ্রহণের সময় শিক্ষার্থীদের যে তাৎক্ষণিক কার্যকলাপ পরিদৃষ্ট হয় সেটা লিপিবদ্ধ করা ও সংরক্ষণ করা।

ধারাবাহিক মূল্যযাচাইয়ের বৈশিষ্ট্য (Continious Assessment-CA)

- সকল শিখনফল যাচাই এ উদ্বুদ্ধ করে।
- যুক্তিদান ক্ষমতা, সামাজিক মূল্যবোধ ও সামাজিক গুণাবলি যাচাই এ সক্ষম।
- পরীক্ষার ভিত্তিতে কৃতত্ব যাচাই এর বাইরে যেসব কৃতত্ব শিক্ষার্থী অর্জন করে তা যাচাই করতে সক্ষম।
- মূল্যযাচাইয়ের মাধ্যমে পরীক্ষাভিত্তিক নম্বরের পাশাপাশি শিক্ষার্থীর সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে যে সকল দক্ষতা নির্ধারণ করা হয়েছে সেগুলোর মূল্য যাচাই করে সার্বিক মান নির্ধারণ করা হয় অর্থাৎ ফরমেটিভ মূল্যযাচাইকে গুরুত্বারোপ করাসহ শিক্ষার্থীকে সুচিন্তপরামর্শ ও নির্দেশনা দানে সাহায্য করে থাকে।

ধারাবাহিক মূল্যযাচাইয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Continious Assessment-C.A)

শিক্ষাক্রমে উল্লেখিত সকল শিখনফল যাচাই করার কাজে উৎসাহিত করা বা শ্রেণি পাঠনের সাথে সাথে এবং সহপাঠক্রমিক কার্যাবলিতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর যে সকল দিকের বিকাশ হয় সেসব দিকের মূল্যায়ন করাই হচ্ছে ধারাবাহিক মূল্যযাচাইয়ের লক্ষ্য।

উদ্দেশ্য

- শুধুমাত্র চূড়ান্ত পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর কৃতিত্বের মান নির্ধারণ না করে সারা বছর ধরে কাজের মাধ্যমে আংশিক কৃতিত্বের মান নির্ধারণ করা।
- শ্রেণি পাঠের পাশাপাশি শিক্ষার্থীর যুক্তিদানের ক্ষমতা, সামাজিক মূল্যবোধ ও সামাজিক গুণাবলি যাচাই করা।
- ধারাবাহিক মূল্যযাচাই এর প্রধান উদ্দেশ্য হল শিক্ষা কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত সকল শিখনফল শিক্ষার্থী অর্জনে সক্ষম হলো কিনা তা যাচাই করা।

ধারাবাহিক মূল্য যাচাইয়ে শিক্ষকের ভূমিকা (Continious Assessment-CA)

- শিক্ষক বিষয়ভিত্তিক লিখিত পরীক্ষার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করবেন ও নোট রাখবেন।
- শ্রেণীকার্যক্রমে অংশগ্রহণ ও সহপাঠক্রমিক কাজে অংশগ্রহণের কৃতিত্বের রেকর্ড রাখবেন।
- শিক্ষার্থীদের উক্ত কৃতিত্বের আলোকে পরামর্শ দিবেন।
- প্রয়োজনে শিক্ষার্থীর কৃতিত্ব সম্পর্কে অভিভাবকগণকে অবহিত করবেন।

ফলাবর্তনের ধারণা (Feedback)

ফলাবর্তন (Feedback)

শিক্ষার্থীকে তার শিখন প্রক্রিয়ায় সাহায্যকারী তথ্য প্রদান বা পরামর্শ দেয়াকে ফলাবর্তন বা Feedback বলে। শ্রেণী কক্ষে শিক্ষার্থীর সবল ও দুর্বল দিকসমূহ চিহ্নিত করে কীভাবে দুর্বলতাসমূহ দূর করা যায় সে বিষয়ে পরামর্শ দেয়া এবং সে আলোকে ব্যবস্থা নেয়াকে ফলাবর্তন বলা হয়।

সাধারণত শিক্ষার্থীকে তার শিখন প্রক্রিয়ায় সাহায্যকারী তথ্য প্রদান বা পরামর্শ দেয়াকে ফলাবর্তন বা (Feedback) বলা হয়। ফলাবর্তন হচ্ছে একটি সম্পাদিত কাজের সম্পাদন প্রক্রিয়া এবং সম্পাদন প্রক্রিয়ার মান সম্পর্কে অন্যের মন্তব্য, যা কাজ সম্পাদনকারীকে পরবর্তী সময়ে কাজ সম্পাদনের মান উন্নয়নে সহায়তা করে।

শিক্ষাদানে ফলাবর্তনের প্রয়োজনীয়তা (Necessity of Feedback)

- প্রত্যেক ব্যক্তিরই উপস্থাপনে কিছু না কিছু ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। এ সকল ত্রুটিগুলো কাটিয়ে ওঠার জন্য সুচিন্তিত মতামত প্রয়োজন। উক্ত সুচিন্তিত মতামত উপস্থাপকের ত্রুটিসমূহ দূরীকরণে সহায়তা করবে।
- শিক্ষক নিজের ত্রুটি নিজে ধরতে পারেন না কিন্তু শিক্ষার্থীরা যদি ফলাবর্তন প্রদান করে তখন তিনি নিজেকে সংশোধন করে নিতে পারেন।
- শ্রেণি শিক্ষণকে গতিশীল, আনন্দদায়ক, সহজ ও জীবনমুখি করতে ফলাবর্তন প্রয়োজন।
- ফলাবর্তনের মাধ্যমে শিক্ষা সমস্যা ও তার কারণ চিহ্নিত করেন এবং শিখন অগ্রগতি পরীক্ষা করতে পারেন।
- শিক্ষকের পাঠ উপস্থাপনের দুর্বল দিকগুলো ফলাবর্তনের মাধ্যমে জানা ও সংশোধন করা সম্ভব হয়।
- পাঠ পরিকল্পনা Feedback প্রণয়নে ব্যবহার করে ফলপূর্ণ পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা যায়।

ফলাবর্তনের গুরুত্ব (Importance of Feedback)

- ফলাবর্তন প্রশিক্ষণের একটি জরুরি বিষয়। ফলাবর্তন নিয়ে প্রশিক্ষক যেমন নিজেকে উন্নত করতে পারেন, যেমন কর্মসূচির উন্নয়ন করা সম্ভব ঠিক তেমনি প্রশিক্ষণার্থীগণও তাঁদের পরিবর্তন করার সুযোগ পায়। তাই প্রশিক্ষক, প্রশিক্ষণার্থী ও কর্মসূচির উন্নয়ণ ঘটাতে হলে ফলাবর্তনের আবশ্যকতা অনস্বীকার্য।
- একটি চলমান এবং দ্বিমুখী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রশিক্ষক তাঁর পাঠদানের অর্জিত উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে পারেন এবং প্রশিক্ষণার্থীদের দক্ষতা উন্নয়নে ক্রমাগত ভূমিকা রাখতে পারেন।
- ফলাবর্তন দেয়া যেমন সহজ, গ্রহণ করা তেমন সহজ ব্যাপার নয় এবং গ্রহণ করার মানসিকতা আমাদের অনেকেরই নেই। এজন্য ফলাবর্তন দেয়ার সময় মানসিক অবস্থাটা খুব ভালো করে বিবেচনা করতে হবে।

- নিজের উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু ফলাবর্তন দিতে গেলে দেখা যায় যে, অনেকে প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে ওঠেন এবং যুক্তি দিতে থাকেন যা কোনোভাবেই কাম্য নয়।
- আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় ফলাবর্তন অত্যন্ত জরুরি। এর মাধ্যমে প্রশিক্ষক শিক্ষাদানের অর্জিত উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে পারেন। ফলাবর্তনের মাধ্যমে প্রশিক্ষক, প্রশিক্ষণার্থী উভয়ের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। তাই ফলাবর্তন চলমান গতিশীল এবং দ্বিমুখী প্রক্রিয়া।
- প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে কার্যকর করার জন্য ফলাবর্তনের গুরুত্ব অপরিসীম। যে কোনো প্রশিক্ষকের জন্যই ফলাবর্তন গুরুত্বপূর্ণ যদি তিনি ফলাবর্তন গ্রহণ করতে চান।

ফলাবর্তন কার্যকর করার কৌশল (Feedback Techniques)

ফলাবর্তন কার্যকর করার জন্য বিভিন্ন রকম কৌশল অবলম্বন করতে হবে। কারো কাজের ফলাবর্তন করতে হলে লক্ষ্য রাখতে হবে ফলাবর্তন যেন গঠনমূলক হয়। ফলাবর্তন লিখিত অথবা মৌখিক দু'রকমই হতে পারে। তবে ফলাবর্তন দেয়ার জন্য শিক্ষককে নিচের বিষয়গুলোর প্রতি খেয়াল রাখতে হবে–

- শিক্ষার্থীর দুর্বলতাগুলোর উপর গুরুত্ব না দিয়ে তার সবল দিকগুলো উপস্থাপন করে তার প্রশংসা করা।
- দুর্বল দিকগুলো আস্তে আস্তে নিরুৎসাহিত করা।
- শিক্ষকের মন্তব্য হবে সুনির্দিষ্ট, সুস্পষ্ট ও বোধগম্য।
- শিক্ষার্থীকে এমনভাবে ফলাবর্তন দিতে হবে যাতে শিক্ষার্থীর প্রেষণা, আগ্রহ ও আত্মবিশ্বাস বাড়ে এবং যার ফলে ভুল ধারণা সম্পর্কে তার উপলব্ধি জন্মে এবং সে তা শুধরে নিতে পারে।
- শিক্ষার্থীকে সরাসরি আঘাত দিয়ে ফলাবর্তন দেয়া যাবে না।
- শিক্ষকের মন্তব্যগুলো শিক্ষার্থীর খাতায় বা উত্তরপত্রে লেখা হলে শিক্ষার্থী সহজেই তা দেখতে পাবে এবং শিখন প্রক্রিয়ায় সে নিজেকে সেভাবে পরিচালিত করতে পারবে।
- সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে ফলাবর্তন প্রদানের জন্য প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে পৃথক পৃথকভাবে তাদের কাজ নিয়ে আলোচনা করতে হবে এবং পরামর্শ দিতে হবে।
- কখনই কম পারদর্শিতার জন্য শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিত্বে আঘাত দিয়ে কোনো মন্তব্য করা যাবে না।
- প্রথমেই ফলাবর্তনের জন্য ব্যবহৃত কাঠামোটি তৈরি করে নিতে হবে, তার পরে প্রয়োজনে খুটিনাটি পরিবর্তন করা যেতে পারে।
- পাঠদান অনুশীলন (Teaching Practice) কার্যক্রমে জন হ্যারনের ফলাবর্তন মডেল খুবই কার্যকর। এ পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকগণকে পাঠদানের পূর্বে (Before Teaching), পাঠদানের সময় (During Teaching) এবং পাঠদানের পর (After Teaching) ফলাবর্তন দেয়া হয়ে থাকে।

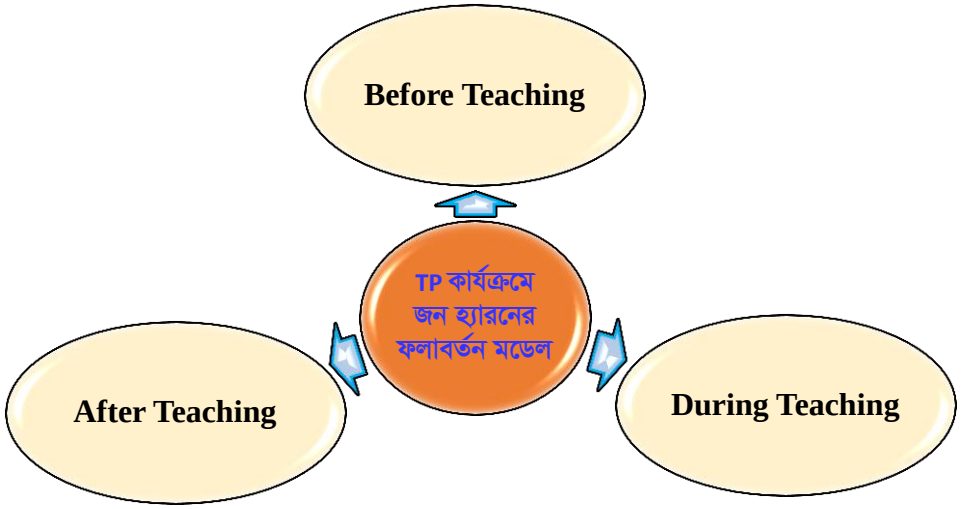

ফলাবর্তন প্রয়োগের মাধ্যমে পাঠ পরিকল্পনার সুবিধাসমূহ

বর্তমানে শিক্ষক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে পাঠ পরিকল্পনার সুবিধাসমূহ হলো–

- পাঠ অগ্রগতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়;
- পাঠদানের অসুবিধা/ত্রুটি সম্পর্কে জানা যায়;
- শিক্ষার্থীদের মাঝে জানার আগ্রহ ও দলীয় চেতনা বৃদ্ধি করে;
- যৌথভাবে কাজ করার মানসিকতা গড়ে ওঠে;
- শিক্ষক শিক্ষার্থী সম্পর্ক নিবিড় ও আন্তরিক হয়;
- এর ফলে শিখনফল অধিক স্থায়িত্ব লাভ করে;
- নিজের উন্নয়নের জন্য ফরাবর্তন অত্যন্তগুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে;
- প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থী উভয়ের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়;
- অর্জিত শিখনফল জানা যায়;
- শিক্ষার্থীর মনোভাব জানা যায় ও চাহিদা নিরূপণ করা যায়।

জন হ্যারনের ফলাবর্তন মডেল

জন হ্যারনের ফলাবর্তন মডেল পাঠদান অনুশীলন কার্যক্রমের জন্য খুবই কার্যকরী ভূমিকা পালন করে।

এ পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণার্থীরা নিজেদের পাঠের মূল্যায়ন করতে পারে এবং পরবর্তীতে পাঠের ভুল-ত্রুটিগুলো শুধরে আরো উন্নত করতে পারে। কলেজের বিভিন্ন শিক্ষা কার্যক্রম এবং অনুশীলন পাঠদান চলাকালীন শিক্ষকের পেশাগত দক্ষতার উন্নয়নের জন্য হ্যারনের ফরাবর্তন মডেল ব্যবহৃত হয়।

চিত্র ২-১ : জন হেরনের ফলাবর্তন মডেল

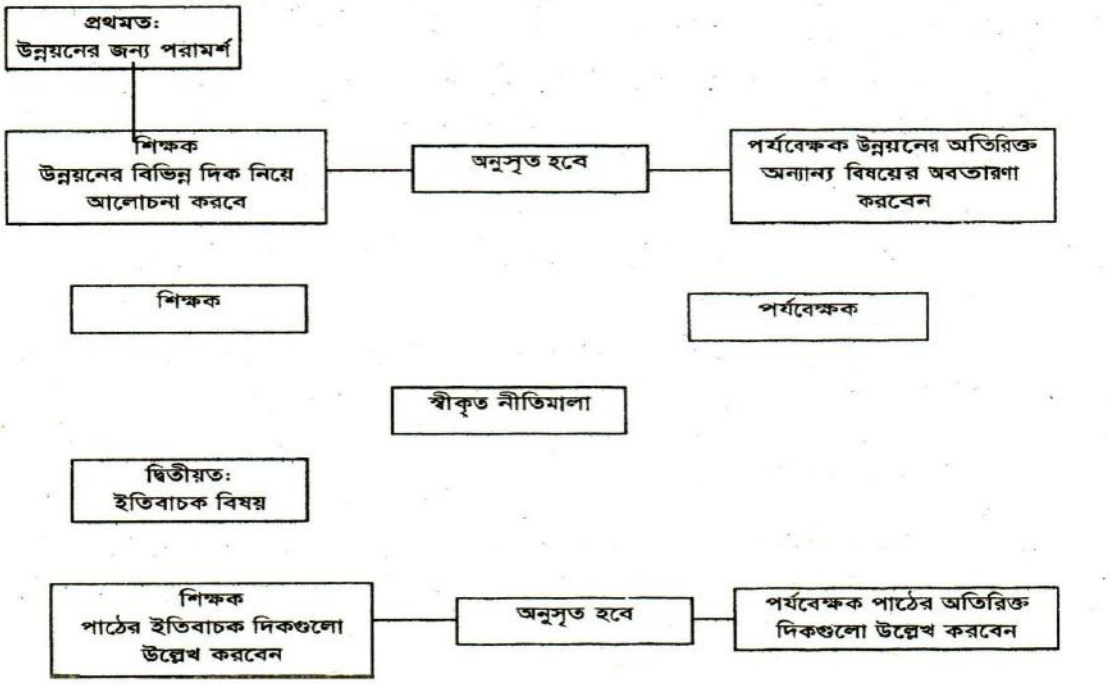

পাঠদানের পূর্বে করণীয়

- প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক এবং পর্যবেক্ষক একত্রে বসে আলোচনা করে ফলাবর্তনের শর্ত বা নির্ণায়ক নির্ধারণ করে নেবেন।
- নির্বাচিত নির্ণয়কগুলো সুনির্দিষ্ট পেশাগত দক্ষতর সাথে সংশ্লিষ্ট হতে হবে। এবং পাঠদানের সময় তা পর্যবেক্ষণ করা হবে।

পাঠদানের সময় করণীয়

- প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকের পাঠদান শেষ করার পর প্রশিক্ষক ও পর্যবেক্ষক তার পাঠের ভুল-ত্রুটিগুলো চিহ্নিত করে নোট খাতায় লিখে রাখেন।
- তারা পাঠের সবল দিক এবং দুর্বল দিকগুলোও নোট করে রাখেন এবং শিখন-শেখানো কৌশল সম্পর্কে মতামত লিখে রাখেন।

পাঠদানের পর করণীয়

- পাঠ শেষে প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক, প্রশিক্ষক/ পর্যবেক্ষক এবং সতীর্থ প্রশিক্ষণার্থীরা আলোচনায় বসবেন।
- পূর্বে নির্ধারিত নির্ণায়কের ভিত্তিতে প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক ও পর্যবেক্ষক তার ফলাবর্তন পেশ করবেন এবং পাঠের ভুল-ত্রুটি তুলে ধরবেন।
- প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক নির্ণায়কের ভিত্তিতে তার শিক্ষণ সম্পর্কে অনুধাবন করেন এবং কীভাবে শিক্ষণের আরো উন্নয়ন করা যায় তা বলবেন।
- পর্যবেক্ষক প্রশিক্ষণার্থীকে শিখন-শেখানো দক্ষতার উন্নয়নের জন্য ইতিবাচক ফলাবর্তন দেবেন।
- পর্যবেক্ষক প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকের শিক্ষণ কার্যক্রমের উপর গঠনমূলক সমালোচনা করবেন।
- প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক পর্যবেক্ষকের পরামর্শ অনুসারে পরবর্তী শিখন-শেখানো কার্যক্রম উন্নয়নে সম্মত হবেন।
- এভাবে প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক তার পাঠের সবল দিকগুলো চিহ্নিত করতে পারেন এবং ভুল-ত্রুটি সংশোধনের সুযোগ লাভ করেন। যার ফলে পরবর্তীতে শিখন-শেখানো কার্যক্রম সুন্দরভাবে পরিচালিত হয়।

নম্বর প্রদানের ধারণা (Marking)

নম্বর প্রদান পূর্ব কাজ

পরীক্ষাগ্রহণের জন্য একগুচ্ছ প্রশ্ন প্রণয়ন করতে হয় এর পর প্রশ্ন প্রণয়নে বিষয় শিক্ষক পরীক্ষা গ্রহণের আগে পর্যন্ত পঠিত বিষয়ের বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান, কাজ করার দক্ষতা ও মানসিক দৃষ্টিভঙ্গির উপর খেয়াল রেখে এর মূল্যায়ন করতে হবে। বিভিন্ন বিষয় বস্তুর উপর মৌখিক, লিখিত পরীক্ষা, শ্রেণীকক্ষে বিষয়বস্তুর উপর আলোচনা, বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ ক্ষমতা, এবং উদাহরণের মাধ্যমে বিভিন্ন ধারণার পৃথকীকরণ, বহুবিধ উত্তর থেকে সঠিক উত্তর খুঁজে বের করা, সঠিক শব্দ বা তথ্য বসিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করা, সংক্ষিপ্ত উত্তর ও রচনামূলক উত্তর ইত্যাদির মাধ্যমে বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞানের মূল্যায়ন করতে হয়।অভীক্ষার মাধ্যমে অর্জিত অভিজ্ঞতা গ্রহণের পর এর উত্তর পত্রগুলো পরীক্ষা করার ব্যবস্থা নিতে হয়। উত্তর পত্র পরীক্ষা করণের পূর্বে আর যে সব কার্যাদি সম্পন্ন করতে হয় সেগুলো নিম্নে ধারাবাহিক ভাবে উপস্থাপন করা হলো :

বিদ্যালয়ে পরীক্ষার নম্বর প্রদানের প্রয়োজনীয়তা(Marking Necessity)

- পরীক্ষার নম্বর প্রকাশ করে শিক্ষার্থীর কৃতিত্বের সংখ্যাগত প্রকাশ করা সম্ভব হয়।
- শিক্ষার্থীর অর্জিত শিখন দক্ষতার মূল্যায়ন করা সহজ হয় ও কৃতিত্বের মাত্রা র্নিধারণ করা যায়।
- শিক্ষার্থীর স্বকীয়তা নির্ণয় করা যায় ও শিক্ষার্থীর ফলাফল অগ্রগতি জানা যায়।
- শ্রেণীর সকল শিক্ষার্থীর তুলনামূলক শতকরা পরিমাপ বের করে অগ্রগতির গ্রাফ করা যায়।
- শিক্ষকের কর্ম সফলতা নির্ধারণ করা যায় ও নতুনভাবে পরামর্শ ও নির্দেশনা দেয়া যায়।
- বিষয়গত দক্ষতার সাথে পদ্ধতির সমন্বর করা যায়।
- শিক্ষার্থীর পাঠের প্রতি নতুন করে আগ্রহ সৃষ্টি করা যায়।

নম্বর বণ্টন কৌশল (Marking Techniques)

ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং বিষয়ের সামগ্রিক মূল্যায়ন ১০০ নম্বরের। এ ১০০ নম্বররের মধ্যে তত্ত্বীয় পরীক্ষা হবে ৭০ নম্বরের (CQ) এবং অবশিষ্ট ৩০ নম্বরের (MCQ)। জাতীয় শিক্ষাক্রম রিপোর্ট ২০১২ এর মতে পরীক্ষায় ২য় সাময়িক পরীক্ষায় ১০ নম্বর এবং বার্ষিক পরীক্ষায় ৪০ নম্বরের মূল্যায়ন হবে।

জাতীয় শিক্ষক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
পাঠ্যপুস্তক ভবন
৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।

<table>
<tr><td colspan="3">এসএসসি (সেকেন্ডারি স্কুল সার্টিফিকেট) পরীক্ষা' ২০১৫ এর বিষয়ভিত্তিক নম্বর বিভাজন
মোট নম্বর : ১২০০; আবশ্যিক বিষয়ে নম্বর : ১১০০; ঐচ্ছিক বিষয়ে নম্বর : ১০০</td></tr>
<tr><td>ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং</td><td>১০০</td><td>সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য ৬০ নম্বর এবং বহুনির্বাচনি প্রশ্নের জন্য ৪০ নম্বর বরাদ্দ আছে।
● প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্নের মান ১০ এবং বহুনির্বাচনি প্রশ্নের নম্বর ১।

সৃজনশীল প্রশ্নঃ
● ৯টি সৃজনশীল প্রশ্ন থাকবে এবং ৬টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।
● ফিন্যান্স অংশ হতে ৫টি এবং ব্যাংকিং অংশ হতে ৪টিসহ মোট ৯টি প্রশ্ন থাকবে।
● ফিন্যান্স অংশ থেকে ন্যূনতম ৩টি এবং ব্যাংকিং অংশ থেকে ন্যূনতম ২টি প্রশ্নসহ মোট
৬টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

বহুনির্বাচনি প্রশ্নঃ
● ৪০টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন থাকবে।
● সবকয়টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।</td></tr>
<tr><td colspan="3">বি.দ্র.- পরবর্তীতে সার্কুলেশনের মাধ্যমে সৃজনশীল প্রশ্ন ৬ এর পরিবর্তে ৭ এবং বহুনির্বাচনী প্রশ্ন ৪০ এর পরিবর্তে ৩০ করা হয়েছে।</td></tr>
</table>

উপরোক্ত নম্বর বণ্টন অনুসারে শিক্ষক উন্নতমানের **সৃজনশীল প্রশ্ন** এবং **বহুনির্বাচনি প্রশ্ন** প্রণয়ন করবেন। প্রশ্ন প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রশ্নকর্তা নিচের প্রশ্ন প্রণয়ন নীতি ও নৈব্যাক্তিক নম্বর প্রদান নীতি কঠোরভাবে অনুসরণ করবেন।

পরীক্ষার নম্বর প্রদানের গুরুত্ব (Marking Importances)

বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সার্বিক মূল্যায়নের জন্য প্রশ্নপত্র প্রণয়নের পাশাপাশি প্রশ্নপত্রে নম্বর প্রদান অত্যন্তগুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পাশাপাশি শিক্ষার্থীর উত্তর প্রদানে ও চিন্তাশক্তির বিকাশের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতা প্রতিফলন ঘটিয়ে থাকে। পাশাপাশি শিক্ষকের পেশাগত দিক উন্নয়ন সাধন করা এবং শিক্ষণ-শিখন কার্যাবলিকে অধিক ফলপ্রসূতে অবদান রাখতে সহায়তা করে।

শিক্ষক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বেশ কিছু ক্ষেত্র বিবেচনায় আনা হয়। যেমন -

- নিজস্ব জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা।
- সততা
- নৈতিকতা
- অধ্যবসায়
- কর্মশক্তি ও পরিশ্রম করার সামর্থ্য
- পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা
- মূল্যায়ন যোগ্যতা বা বিচার ক্ষমতা
- সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা ও সমন্বয়সাধন ক্ষমতা
- পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন দক্ষতা
- দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি।

নম্বর প্রদানের মানদণ্ড (Marking Criteria)

সাধারণত রচনামূলক প্রশ্নের উত্তর মূল্যায়নে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য হয়ে থাকে। কিন্তু পরীক্ষক যদি অভীক্ষা প্রণয়নের সময় বা উত্তরপত্র মূল্যায়নের সময় কতকগুলো মানদণ্ড (Criteria) পূর্ব থেকেই ঠিক করে রাখেন, সেক্ষেত্রে উত্তর মূল্যায়নে অধিক নৈর্ব্যক্তিকতা বজায় রাখা সম্ভব। আপনি যখন পরীক্ষক হিসেবে উত্তরপত্র মূল্যায়ন করবেন তখন কোনো কোনো বিষয়/ মানদন্ড বিবেচনা করবেন এবং সে বিষয়গুলো বিবেচনার সময় কোনটিকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং কোনটিকে কম গুরুত্বপূর্ণ মনে করবেন, তা নিচের ছকের ‘গুরুত্বের পর্যায়’ ঘরে গুরুত্বানুসারে **১**, **২** ও **৩** লিখুন। আপনি যদি আরও কোন মানদণ্ড বিচার করতে চান তাহলে সেগুলো ছকের ফাঁকা সারিতে (Row) লিখুন।

[১ = কম গুরুত্বপূর্ণ, ২ = মোটামুটি গুরুত্বপূর্ণ, ৩ = বেশিগুরুত্বপূর্ণ]

ক্রঃ নং	নম্বর প্রদানের বিবেচ্য বিষয় বা মানদণ্ড	গুরুত্বের পর্যায়
১)	প্রশ্নে চাওয়া মূল বিষয়বস্তুর যথাযথ উত্তর করেছে।	
২)	প্রশ্নে যা চাওয়া হয়েছে শিক্ষার্থীর সামগ্রিক আলোচনা সেই উদ্দেশ্যেই পরিচালিত হয়েছে।	
৩)	আলোচনা বা কাজটি সুসংগঠিতভাবে উপসংহারের দিকে অগ্রসর হয়েছে।	
৪)	যথাযথ উদাহরণসহ শিক্ষার্থী তার বক্তব্যের সমর্থন করেছে।	
৫)	প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে গ্রন্থপঞ্জী বা তথ্যসূত্র উল্লেখ করেছে।	
৬)	প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ছবি/ ছক/ টেবিল/ ডায়াগ্রাম উপস্থাপন করেছে।	
৭)	উপস্থিাপিত ছবি/ ছক/ টেবিল/ ডায়াগ্রাম এর সুস্পষ্ট ও বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যাখ্যা বা ক্যাপশন দেয়া হয়েছে।	
৮)	পাঠ্যপুস্তকের বাইরে থেকে প্রাসঙ্গিক অন্য কোনো তথ্য উপস্থাপন করেছে	
৯)	বক্তব্যের পক্ষে শিক্ষার্থী অন্যদের থেকে পৃথক ও স্বতন্ত্র কোনো সাক্ষ্য বা প্রমাণ উপস্থাপন করেছে।	
১০)	প্রশ্নপত্রে নির্দেশিত গঠন বিন্যাস ও কাঠামো অনুসরণ করে উত্তর করেছে।	
১১)	শিক্ষার্থীর লিখন দক্ষতা (বানান, বাক্যগঠন, যতিচিহ্ন ইত্যাদি) যথাযথ।	

শ্রেণি অভিক্ষায় নম্বর প্রদানের নীতিমালা (Principles of Marking)

শ্রেণিতে যে সব অভীক্ষার প্রয়োগ করা হয়, তাতে নির্ধারিত নম্বর প্রদান করা হয়। আর নম্বর প্রদানে কতিপয় বিশেষ নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে। অভীক্ষাটির নম্বর প্রদানের কতিপয় নীতিমালা নিচে উল্লিখিত হলো :

- অভীক্ষা হবে সংক্ষিপ্ত উত্তর সংবলিত এবং সে পরিমাণ নম্বর যুক্ত।
- অভীক্ষার নম্বর উত্তর অনুপাতে হবে।
- অভীক্ষার নম্বর সময়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।
- সৃজনশীল অভীক্ষার নম্বর কখনই মোট এর উপরে হবে না।
- নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার নম্বর প্রত্যেকটির জন্য ১ এর অধিক হবে না।
- অঙ্কন বা সৃজনীমূলক অভীক্ষার নম্বর ১০ এর বেশি হবে না।
- মিলকরণ অভীক্ষার প্রতিটির জন্য ১ নম্বর বরাদ্দ রাখতে হবে।
- পার্থক্য অভীক্ষায় প্রতিটির জন্য ০.৫০ বা ১ নম্বর রাখতে হবে।

প্রশ্নমালা

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। পদ্ধতি ও কাঠামোর পার্থক্য লিখুন।
২। শ্রেণি পাঠদানের দুইটি কৌশল উপস্থাপন করুন।
৩। পাঠদান কালে প্রশ্নকরণের তিনটি নীতিমালা লিখুন।
৪। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ ভিত্তিক ব্যাংক মুরাবাহা কাজ কী?

৫। বিশেষ মক্কেল ভিত্তিক মহিলা ব্যাংকের ব্যবসানীতি বর্ণনাকরুন।

৬। গ্রুপ ব্যাংকিং-এর বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।

৮। বহুনির্বাচনী প্রশ্নের অংশ কয়টি ও কী কী?

৯। Key কাকে বলা হয়?

১০। বহুনির্বাচনী শ্রেণিবিভাগের নাম লিখুন।

১১। একটি সৃজনশীল প্রশ্নে কয়টি অংশ থাকে ও সেগুলোর নাম লিখুন।

১২। নমুনা উত্তর পরীক্ষাকে কী বলে থাকে?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। শিখন-শিখানো কার্যক্রম পরিচালনাকালে প্রশ্নকরণের উদ্দেশ্য বিবৃত করুন।

২। শ্রেণি পাঠদানে প্রশ্নকরণের কৌশলগুলোর বিবরণ দিন।

৩। শিখন-শিখানো চলাকালে প্রশ্নকরণের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন।

৪। গ্রাহক ভিত্তিক ব্যাংকের উদ্দেশ্যাবলি আলোচনা করুন।

৫। ব্যাংকিং ব্যবসার নীতিমালা বিবৃত করুন।

৬। ব্যাংকের শ্রেণিবিভাগের একটি ছক প্রণয়ন করুন।

৭। বহুনির্বাচনী প্রশ্নের বৈশিষ্ট্যও প্রশ্ন গঠন নীতি বিবৃত করুন।

৮। বহুনির্বাচনী প্রশ্নের প্রত্যকটি শ্রেণিবিভাগ লিখুন।

৯। সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতির ধারণা ও গুরুত্ব পৃথক পৃথকভাবে ব্যাখ্যা করুন।

১০। সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়নে কাঠামো বিশদভাবে বর্ণনা করুন।

গ্রন্থপঞ্জি

১. জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ।

২. জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২, ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, শিক্ষা মন্ত্রণালয়,ঢাকা।

৩. একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষকদের বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল, হিসাববিজ্ঞান, টিচিং কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট-২ (টিকিউআই-২) ইন সেকেন্ডারি এডুকেশন প্রজেক্ট, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা মন্ত্রণালয়। জুন, ২০১৬, মনিরামপুর প্রিন্টিং প্রেস, নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০।

৪. নবম ও দশম শ্রেণির শিক্ষকদের বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল, হিসাববিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষা, টিচিং কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট-২ (টিকিউআই-২) ইন সেকেন্ডারি এডুকেশন প্রজেক্ট, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা মন্ত্রণালয়। জুন, ২০১৬, মনিরামপুর প্রিন্টিং প্রেস, নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০।

৫. আবশ্যকীয় শিক্ষণ দক্ষতাসমূহ- ১, বিএড প্রোগ্রাম, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, জানুয়ারি, ২০১২, বিজনেস প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং ঢাকা- ১১০০।

৬. আবশ্যকীয় শিক্ষণ দক্ষতাসমূহ- ২, বিএড প্রোগ্রাম, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, জানুয়ারি, ২০১২, বিজনেস প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং ঢাকা- ১১০০।

৭. ব্যবসায় শিক্ষা শিক্ষণ- ১ বিএড প্রোগ্রাম, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, মার্চ, ২০১৩,আল্-কাদের অফসেট প্রিন্টার্স ঢাকা- ১১০০।

৮. ব্যবসায় শিক্ষা শিক্ষণ-২, বিএড প্রোগ্রাম, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, ফেব্রুয়ারি-২০১৪.আল্-কাদের অফসেট প্রিন্টার্স ঢাকা- ১১০০।

৯. শিক্ষানীতি ও শিখন পদ্ধতি, সিএড প্রোগ্রাম বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, পুনঃমুদ্রণ : ২০১০, কমার্শিয়াল আর্ট প্রেস ঢাকা- ১১০০।

১০. পরিবেশ শিক্ষা-সমাজ, এম এড প্রোগ্রাম, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, পুনঃমুদ্রণ : ২০১১ কমার্শিয়াল আর্ট প্রেস, ঢাকা-১১০০

১১. শিক্ষার ভিত্তি, এম এড প্রোগ্রাম, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাবাজার প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

১২. Ref. Johann Friedrich Herbart German educator, Written By:The Editors of Encyclopædia Britannica See Article History

১৩. Ref. Friday, 15 November 2013 Teaching of Physical Science

১৪. ব্যাংকিং এন্ড ইন্স্যুরেন্স, বিবিএস প্রোগ্রাম, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশঃ জুলাই ২০০৮, বিজনেস প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং, ঢাকা-১১০০।

১৫. ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা,প্রথম পত্র (ব্যবসায় পরিচিতি), এইচএসসি প্রোগ্রাম, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, ফেব্রুয়ারি, ২০১৭, হাওলাদার অফসেট প্রেস-১, বাংলাবাজার, ঢাকা ।

১৬. ব্যবসায় নীতি ও প্রয়োগ, প্রথম পত্র [ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা], এইচএসসি প্রোগ্রাম, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, ডিসেম্বর-২০০৩, মানিয়া আর্ট প্রেস, ঢাকা-১১০০।

১৭. ব্যবসায় যোগাযোগ বিবিএস প্রোগ্রাম, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, মে ঃ ২০০৮, বিজনেস প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং, ঢাকা-১১০০।

১৮. বিষয়ভিত্তিক নম্বর বিভাজন, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।